আন্দোলন সংগঠন কর্মী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আন্দোলন সংগঠন কর্মী

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com
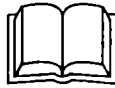
আন্দোলন সংগঠন কর্মী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুর রহীম
আব্বাস আলী খান
আবদুস শহীদ নাসিম
আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

আন্দোলন সংগঠন কর্মী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

শ. প্র. : ২৬
ISBN : 984-645-034-9

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯১
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা মাত্র
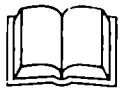
ANDOLON SHONGOTHON KORMI By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh, First Edition : November 1991, 3rd print : February 2008.

Price Tk. 130.00 Only.

www.pathagar.com

আমাদের কথা

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সংগঠিতভাবে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে সংগঠিত ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব। একজন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)। অপরজন মিশরের হাসনুল বান্না শহীদ। মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত মূল সংগঠনের নাম 'জামায়াতে ইসলামী'। হাসানুল বান্নার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন'। সারা বিশ্বে এ দুটি সংগঠনের প্রভাবই সবচাইতে বেশী। আধুনিক বিশ্বে এরাঁ দুজন ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন ও সংগঠনই সারা বিশ্বে ইসলামের স্বপক্ষে সর্বাধিক জাগরণ সৃষ্টি করেছে।

ইসলামী আন্দোলনের জন্যে বাইরের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র ছাড়াও একটা অভ্যন্তরীণ আপদ রয়েছে। তা হলো, আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা। এই দুইটি অভাব ও দুর্বলতা আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

বস্তুত, ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্যে দুটি জিনিস অপরিহার্য। একটি হলো, সীসা ঢালা প্রাচীরের মতন মজবুত দুর্ভেদ্য সংগঠন। অপরটি হলো, বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে চিন্তাচেতনা, মনমানসিকতা, ধ্যানধারণা ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল কর্মী বাহিনী।

www.pathagar.com

এই দুইটির মানগত যথার্থতার উপরই নির্ভর করে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়।

মাওলানা মওদূদী ছিলেন আধুনিক বিশ্বের উপযোগী ইসলামী সংগঠন তৈরী করার এক সুনিপুণ কারিগর। কোন্ কোন্ পথে ইসলামী সংগঠনে দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি প্রবেশ করে? কি কি কারণে সংগঠনে ভাংগন সৃষ্টি হয়? কি কি জিনিসের অভাবে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে? মাওলানা অংগুলি নির্দেশ করে করে এর প্রতিটি কারণ দেখিয়ে দিয়েছেন। নেতা ও কর্মীদের সবধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে গেছেন। এসব কিছুর প্রতিষেধক বাত্‌লে দিয়েছেন। কিভাবে সবধরনের আপদ থেকে সংগঠনকে রক্ষা করা যায়? কিভাবে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত সংগঠন তৈরী করা যায়? কোন্‌সব অনভিপ্রেত গুণাবলী থেকে নেতা ও কর্মীদের আত্মরক্ষা করা উচিত? কোন্‌সব গুণাবলী দ্বারা নিজেদের শোভামন্ডিত করা উচিত? এবং কিভাবে ইসলামী আন্দোলন তার মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছার জন্যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি অর্জন করতে পারে?–মাওলানা এসবগুলো বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দান করেছেন।

মাওলানা সাধারণত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনগুলোতে সারা বছরের রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনার পর কর্মীদের হিদায়াত দিতেন। যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি ইংগিত করতেন। সেগুলো দুর করার জন্যে নসীহত করতেন। অভিপ্রেত গুণাবলী অর্জনের জন্যে উপদেশ দিতেন। সংগঠনকে মজবুত করার উপায় বলে দিতেন। তাদেরকে মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। এছাড়া 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি এসব বিষয়ে আলোকপাত করতেন। এভাবে তিনি সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি মজবুত সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। সর্বোত্তম সংগঠন তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম যোগ্যতা আজ সর্বজন স্বীকৃত

তাঁর সেসব বক্তৃতা বক্তব্য সাথে সাথে পুস্তিকাকারে প্রকাশ হতো। সেসব পুস্তিকার অধিকাংশ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এসব পুস্তিকা ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনের কর্মীদের গাইডবুক হিসেবে কাজ করছে। আমাদের বক্ষমান এই গ্রন্থটি তাঁর সেসব বক্তৃতা ও পুস্তিকারই এক অনবদ্য সংকলন। জনাব খলীল হামিদী এই সংকলনটি তৈরী করে আন্দোলনের কর্মীদের বিরাট উপকার করেছেন।

www.pathagar.com

এই লেখাগুলি দিয়ে তিনি প্রথমে একটি আরবী সংকলন তৈরী করেন। তাঁর ভাষায়ঃ

"আমি এই লেখাগুলোর আরবী সঙকলন তৈরী করে বৈরুত থেকে 'তাযকিরাতু দা'আতিল ইসলাম' (ইসলামের দায়ীদের জন্যে উপদেশমালা) নামে প্রকাশ করি। আজ পর্যন্ত আরবী সংকলনটির বহু সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে। গ্রন্থটি এতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, আরবী ছাড়াও ইংরেজী, তুর্কীসহ বহু ভাষায় তা অনূদিত হয়। সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলনগুলো এটিকে প্রশিক্ষণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক আরব বন্ধু আমাকে বলেছেনঃ "এ কিতাব অসংখ্য নওজোয়ানের ঘুম উঠিয়ে দিয়েছে।"

বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বাংলাভাষী কর্মীদের কাছে এ লেখাগুলো যদিও নতুন নয়। কিন্তু কড়ির মালার মতন সুবিন্যস্ত কথাগুলোর একত্র সমাহার এই নতুন।

একটি কথা বলা হয়নি। গ্রন্থটির অধিকাংশ পূর্বেরই অনুবাদ। আর পূর্ব অনুবাদের অধিকাংশই সাধুভাষা, কিছু অংশ চলতি ভাষা। কিছু কিছু অংশ আমরা এ সময় অনুবাদ করেছি। সেগুলোও চলতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থটিতে সাধু ও চলতি দু রকমের ভাষা সংযোজিত হয়েছে। ভবিষ্যতে পুরোটাই চলতি ভাষায় অনুবাদ করার আশা রাখি, ইনশাল্লাহ।

আমরা মনে করি, গ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরাট উপকারে আসবে। গ্রন্থটিকে যারা নিজেদের সার্বক্ষণিক সাথী ও বন্ধু বানাতে পারবেন, গ্রন্থটি তাদেরকে সজাগ সাথী এবং প্রাণের বন্ধুর মতই সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'য়ালা এই গ্রন্থ দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের সাথীদেরকে সর্বোত্তম সাহায্য করুণ, আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
৩০ অক্টোবর ১৯৯১ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পয়লা অধ্যায়

ইসলামী দাওয়াতের
দার্শনিক ভিত্তি

ক. ইসলামী দাওয়াতের ভিত

খ. ইসলামী দাওয়াতের তিন দফা

গ. জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও নীতি

www.pathagar.com

ক. ইসলামী দাওয়াতের ভিত

১৯৪৭ সালের ৯ই মে জামায়াতে ইসলামী উত্তর ভারত হালকার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাঞ্জাবস্থ পাঠানকোটের 'দারুল ইসলামে'। এই অংশটি সেই সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী (র) প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশ। এসময় পর্যন্ত 'দারুল ইসলাম' ছিল নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র। এর তিন মাস পরই ভারত বিভক্ত হয়ে পড়ে। জন্ম হয় পাকিস্তানের। পূর্ব পাঞ্জাব হয়ে পড়ে মুসলমানশূন্য। অতএব জামায়াতকে ছেড়ে যেতে হয় তার কেন্দ্র। এ ভাষণের প্রথমাংশে মাওলানা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সকল কাজে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবার পরামর্শ প্রদান করেন। সম্মেলনে নিয়মশৃংখলার অনুবর্তী হবার তাকিদ করেন এবং সম্মেলন থেকে অধিক অধিক ফায়দা হাসিল করার নসীহত করেন। ভাষণের এই প্রথমাংশটি এ গ্রন্থে সংকলন করা হয়নি। এখানে ভাষণটির দ্বিতীয় অংশ চয়ন করা হয়েছে, যাতে ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

আমি চাই, আপনারা প্রথমে একথা ভালভাবে বুঝে নিন, আমরা কোন্ সব ভ্রান্ত আদর্শ, মতবাদ ও নীতিমালাকে নির্মূল করে সে স্থলে ইসলামের পূণ্যময় কল্যাণধর্মী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই? তারপরই ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি আলোচনা করবো।

পশ্চিমা সভ্যতার বিনাশক ভিত্তি

যে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের গোটা দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, তা আসলে তিনটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

1. SECULARISM অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকা,

2. NATIONALISM অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজা,

3. DEMOCRACY অর্থাৎ জনগণের শাসন বা জনগণের সার্বভৌমত্ব।

এর মধ্যে পয়লা মতবাদ অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতার সারকথা হলোঃ "আল্লাহ, তাঁর হিদায়াত ও বিধান এবং তাঁর ইবাদতের ব্যাপার প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের এ ক্ষুদ্র গণ্ডিটি ছাড়া অন্য সকল জাগতিক বিষয় আমরা ঠিক সেভাবে পরিচালিত করবো, নিরেট বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যেটাকে সঠিক বলে মনে করবো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ কি বলেন ? তাঁর বিধান কি ? এবং তাঁর কিতাবে কি লেখা আছে ?–এ প্রশ্নগুলো আলোচনার গণ্ডিতেই আসতে পারবে না।"

পাশ্চাত্যবাসী তাদের পায়ের বেড়ীতুল্য খৃষ্টান পাদ্রীদের সেই স্বরচিত ধর্মের (THEOLOGY) প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই প্রথম প্রথম এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ধীরে ধীরে এ কর্মনীতি একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং আধুনিক সভ্যতার পয়লা ভিত্তিপ্রস্তর বলে স্বীকৃত হয়। আপনারা প্রায়ই একথাটি শুনে থাকবেনঃ "ধর্ম আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি।" এই ক্ষুদ্র বাক্যটিই আসলে আধুনিক সভ্যতার 'কলেমা'। এর ব্যাখ্যা হলো, কারো মন যদি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর ইবাদত অর্চনা করা উচিত, তবে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে খুশীমতো নিজের খোদার ইবাদত অর্চনা করতে পারে। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে খোদা এবং ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এই 'কলেমা'র (মূলমন্ত্রের) ভিত্তিতে যে জীবন ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে, তাতে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের এবং মানুষ ও জগতের সম্পর্কের সকল পন্থা আল্লাহ্ ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক তা থেকে স্বাধীন। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তা থেকে মুক্ত। আইন ও পার্লামেন্ট তা থেকে মুক্ত। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তা থেকে মুক্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিয়মনীতি তা থেকে মুক্ত। এমনি করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সব কিছু নিজেদের জ্ঞান ও খুশী মতো পরিচালিত করা হয়। এই সকল বিষয়ে খোদা আমাদের জন্যে কোনো মূলনীতি ও বিধি বিধান দিয়েছেন কিনা?এ প্রশ্নকে কেবল বিবেচনার অযোগ্যই নয়, বরঞ্চ ভ্রান্ত এবং চরম অজ্ঞতা ও অন্ধতা মনে করা হয়।

এবার আসা যাক ব্যক্তি জীবনের কথায়। তাও ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা এবং ধর্মহীন সমাজের বদৌলতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনই নিরেট সেক্যুলার জীবনে পরিণত হয়েছে। কারণ, এখন খুব কম লোকের মন ও বিবেকই 'আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর ইবাদত অর্চনা করা উচিত' বলে সায় দেয়। বিশেষ করে যারা সমাজের মূল কর্ণধার ও কর্মী, তাদের কাছে তো ধর্ম এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবেও অবশিষ্ট থাকেনি। খোদার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেছে।

পশ্চিমা সমাজ দ্বিতীয় যে জিনিসটির উপর ভর করে আছে, তা হলো জাতি পূজা। জাতি পূজার সূচনা হয় পোপ ও কাইজারের স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে। এর সারকথা ছিল, বিভিন্ন জাতি নিজেদের রাজনীতি ও কল্যাণ চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো সম্রাজ্যবাদী আত্মিক ও রাজনৈতিক শক্তির হাতে তারা দাবার গুটির মতো ব্যবহৃত হবেনা। কিন্তু এই নিষ্পাপ সূচনা থেকে যখন এই ধারণা সামনে অগ্রসর হলো, তখন ক্রমশ জাতি পূজা জাতীয়তাবাদকে ঠিক সে স্থানে নিয়ে বসিয়ে দিলো, ধর্মহীনতার (SECULARISM) আন্দোলন যেখান থেকে খোদাকে উচ্ছেদ করেছিল। এখন

www.pathagar.com

প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠতম নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে তার জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় উচ্চাকাংখা (Aspirations)। জাতির জন্যে যেটা কল্যাণকর সেটাই পূণ্যের কাজ, চাই তা মিথ্যা হোক, বেঈমানী হোক, কিংবা অপরের অধিকার হরণ হোক, কিংবা হোক সেরকম কোনো কাজ, যা পুরানো (!) ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে চরম অপরাধ। অন্যদিকে পাপ মনে করা হয় সে কাজকে, যা জাতীয় স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর, চাই তা সত্য হোক, ন্যায় ও সুবিচার হোক, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হোক, অধিকার প্রদান করা হোক, কিংবা হোক সে ধরনের কোনো কাজ, যেগুলোকে সৎ গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়। জাতির লোকদের সৌন্দর্য এবং জাগরণ ও সচেতনতার মাপকাঠি হলো, তাদের কাছে জাতীয় স্বার্থে যে ত্যাগ ও কুরবাণীই দাবী করা হোক না কেন, তাতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা, চাই তা জানমালের কুরবাণী হোক, সময়ের কুরবাণী হোক, বিবেক ও ঈমানের কুরবাণী হোক, চরিত্র ও মানবতার কুরবাণী হোক, কিংবা হোক আত্মসম্মানের কুরবাণী। এসব কুরবাণীর ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত তো হবেই না, বরং ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে জাতির অগ্রসরমান উচ্চাকাংখাকে পূর্ণ করার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আত্মনিয়োগ করবে। এ ধরনের ত্যাগী লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে অপর জাতির উপর নিজ জাতির পতাকা উড্ডীন করাই এখন প্রত্যেক জাতির জাতীয় সাধনায় পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমা সভ্যতার তৃতীয় ভিত হলো, জনগণের শাসন বা SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE. প্রথম প্রথম রাজা এবং জায়গীরদারদের কর্তৃত্বের দুর্গ বিচূর্ণ করার জন্যে এ মূলনীতি উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টির পরিসীমা এই পর্যন্ত যথার্থই ছিল যে, ব্যক্তি বিশেষ অথবা গোত্র বিশেষ কিংবা শ্রেণী বিশেষকে লক্ষ কোটি মানুষের উপর তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চাপিয়ে দেবার এবং নিজেদের স্বার্থে তাদেরকে ব্যবহার করার অধিকার দেয়া যেতে পারে না। দর্শনটি এই অন্যায়কে সমর্থন করেনা বটে, কিন্তু আরেকটি অন্যায়ের সে প্রতিষ্ঠাতা। তা হলো, এক একটি দেশ এবং এক একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেরাই হবে নিজেদের শাসক ও মালিক। দর্শনটির এই অবৈধ Positive দিক উৎকর্ষিত হয়ে গণতন্ত্র এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা হলো প্রতিটি জাতি নিজের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের সামষ্টিক বাসনা ও ইচ্ছাকে (কিংবা তাদের অধিকাংশের ইচ্ছাকে) কোন জিনিসই প্রতিরোধ ও শৃংখলিত করতে পারেনা। নৈতিক চরিত্র হোক কিংবা সমাজ, অর্থনীতি হোক কিংবা রাজনীতি, প্রতিটি ব্যাপারে সঠিক নীতি হলো তাই, যা সিদ্ধান্ত নিবে জাতীয় আকাঙ্খা এবং ঐ

www.pathagar.com

সব নীতিই ভ্রান্ত, যা জাতীয় জনমত প্রত্যাখ্যান করবে। আইন জাতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যে আইন ইচ্ছা তারা রচনা করতে পারে আর যে আইন ইচ্ছা তারা ভাংতে ও বদলাতে পারে। সরকার গঠিত হবে জাতীয় ইচ্ছা অনুযায়ী। পরিচালিত হবে জাতির ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তার গোটা শক্তি জাতীয় ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে।

আধুনিক জীবন ব্যবস্থার এই তিনটিই হচ্ছে ভিত্তি, যা সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করলাম। এগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র (SECULAR DEMOCRATIC NATIONAL STATE), যাকে বর্তমানে সামাজিক সংগঠনের সভ্যতম মানদণ্ড মনে করা হয়।

আমার মতে, পশ্চিমা সমাজের এই তিনটি ভিত্তিই ভ্রান্ত। শুধু ভ্রান্তই নয়, আমি পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাথে এই বিশ্বাস পোষণ করি, বর্তমানে বিশ্বমানবতা যে দুর্দশায় নিমজ্জিত, তার মূল কারণ হচ্ছে এইসব মতবাদ। আমাদের শত্রুতা মূলত এই ভ্রান্ত মতবাদগুলোর সাথে। আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে চাই। এই মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ কি এবং কেন? সে প্রশ্নের জবাবের জন্যে তো দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু আমি কয়েকটি বাক্যে তা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবো, যাতে করে আপনারা স্পষ্টভাবে আমাদের এ লড়াইর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, বুঝতে পারেন কেন বিষয়টা এতোটা সংগীন যে, এই মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য!

ধর্মহীনতা (SECULARISM) এবং তার অনিষ্ট

সবার আগে সেই ধর্মহীনতা বা জাগতিকতার কথায় আসা যাক, যা পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। 'আল্লাহ এবং ধর্মের বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত' –এ এক সম্পূর্ণ অর্থহীন মতবাদ ও জীবন দর্শন। জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেকের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ এবং মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি দুটি অবস্থার কোনো একটি থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারেনা। তা হলো, হয়তো আল্লাহকে মানুষ এবং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সার্বভৌম শাসক হিসেবে মেনে নিতে হবে, নয়তো অস্বীকার করতে হবে।

যদি শেষোক্ত অবস্থা হয়ে থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ যদি মানুষ ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সার্বভৌম কর্তা না হয়ে থাকেন, তবে তো তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখারও কোনো প্রয়োজন থাকেনা। আমাদের সাথে যার

www.pathagar.com

কোনো সম্পর্কই নেই, এমন সত্তার ইবাদত অর্চনা করাতো সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আর বাস্তবিকই তিনি যদি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সার্বভৌম শাসক হয়ে থাকেন, তবে তাঁর JURISDICTION কেবল মাত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে এবং যেখান থেকে আমাদের একজন আরেকজনের সাথে মিলিত হয়ে দুজনের সামষ্টিক জীবন শুরু হয়, সেখান থেকে তাঁর ক্ষমতাকে খতম করে দেয়া হবে, এধরনের অযৌক্তিক চিন্তার কোনো অর্থই হয়না। এই সীমারেখা নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত জীবন ও সামষ্টিক জীবনের ক্ষমতার ভাগাভাগি যদি স্বয়ং আল্লাহ্ই করে থাকেন, তবে তার সপক্ষে অবশ্যই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আর যদি নিজেদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে মানুষ আল্লাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা অবলম্বন করে, তবে এটা নিজেদের স্রষ্টা, মালিক এবং সার্বভৌম কর্তার সাথে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিদ্রোহের সাথে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্ এবং তাঁর দীনকে মানি, এরূপ দাবী কেবল এমন ব্যক্তিই করতে পারে, যার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এর চাইতে বড় বাজে ও অর্থহীন কথা কি হতে পারে যে, এক এক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে খোদার দাস হবে,অথচ এই ব্যক্তিদাসগুলো মিলিত হয়ে যখন কোনো সমাজ সংস্থা তৈরী করবে, সেক্ষেত্রে আর তারা খোদার দাসথাকবেনা? সবগুলো অংগ প্রত্যংগ পৃথক পৃথকভাবে দাস, অথচ সেগুলোর সমষ্টি দাসত্বমুক্ত, এ এমন এক ব্যাপার যা কেবল কোনো পাগলই চিন্তা করতে পারে। আমাদের পারিবারিক জীবনে যে খোদার প্রয়োজন নেই, গ্রাম ও শহর জীবনে যে খোদার প্রয়োজন নেই, কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে খোদার প্রয়োজন নেই, হাট বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রে যে খোদার প্রয়োজন নেই, সংসদ ও পার্লামেন্ট ভবনে যে খোদার প্রয়োজন নেই, কোর্ট কাচারী ও সেক্রেটারিয়েটে যে খোদার প্রয়োজন নেই, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর অফিসে যে খোদার প্রয়োজন নেই, ক্যান্টনমেন্ট ও পুলিশ লাইনে যে খোদার প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে যে খোদার প্রয়োজন নেই, অবশেষে সেই খোদার যে আর কোন্ কাজে প্রয়োজন, সেকথা আমাদের বুঝেই আসেনা। এমন খোদাকে কেন মানতে হবে এবং অনর্থক কেন তাঁর ইবাদত অর্চনা করতে হবে, যিনি এতোটা অর্কমন্য যে, জীবনের কোনো ব্যাপারেই আমাদের পথনির্দেশ দান করতে সক্ষম নন। মায়াযাল্লাহ, নাকি তিনি এতোই অজ্ঞ যে, কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো পথনির্দেশ আমাদের দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য ঠেকেনা ?

এটা তো গেল এবিষয়ের যৌক্তিক দিক, বাস্তব দিক থেকে দেখলেও এর

www.pathagar.com

পরিণতি বিরাট ভয়াবহ। বাস্তব ব্যাপার হলো, মানুষ যখনই জীবনের কোনো বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন অবশ্যি সে বিষয়ে শয়তানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন (PRIVATE LIFE) বলতে আসলে কোনো কিছু নেই। মানুষ মূলত একটি সমাজবদ্ধ জীব। তার পূর্ণাংগ জীবনই মূলত সামাজিক জীবন। একজন মা এবং একজন বাপের সামাজিক সম্পর্কের ফলেই তার জন্ম। জন্ম লাভের পরই একটি পরিবারে সে চোখ খোলে। জ্ঞান বুদ্ধি হবার সাথে সাথে একটি সমাজ, একটি গোত্র, একটি পাড়া, একটি জাতি, একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এই যে অসংখ্য সম্পর্ক তার সাথে অন্য মানুষের এবং অন্য মানুষের সাথে তার, এগুলোর বৈধতা ও যথার্থতার উপরই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষের এবং সামষ্টিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। আর কেবলমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পক্ষেই মানুষকে এই সব সম্পর্কের জন্যে সঠিক, সুবিচারপূর্ণ এবং স্থায়ী মূলনীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দেয়া সম্ভব নয়। যেখানেই মানুষ তাঁর পথনির্দেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, সেখানে না কোনো স্থায়ী মূলনীতি অবশিষ্ট থেকেছে আর না সুবিচার ও সততা। কারণ, আল্লাহ্‌র পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হবার পর কামনা বাসনা এবং ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন কোনো জিনিসই অবশিষ্ট থাকেনা, পথনির্দেশনার জন্যে মানুষ যার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার মতবাদের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাতে মানুষের ইচ্ছা আকাংখা ও কামনা বাসনার ভিত্তিতে রোজই নতুন নীতি তৈরী হয় এবং রোজই তা ভাংগে। আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, আজ মানব সম্পর্কের প্রতিটি রন্ধ্রে যুল্‌ম, অবিচার, বেঈমানী এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতা কতোটা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে? গোটা মানব সম্পর্কের উপর আজ ব্যক্তি, শ্রেণী, জাতি ও গোষ্ঠী স্বার্থপরতা প্রবলভাবে জেঁকে বসেছে। দুজন লোকের সম্পর্ক থেকে নিয়ে জাতি এবং জাতির মধ্যকার সম্পর্ক পর্যন্ত এমন কোনো সম্পর্ক নেই, যেখানে আজ জিদ, জটিলতা ও বক্রতা স্থান করে নেয়নি। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি শ্রেণী, প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি দেশ নিজ নিজ ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে শক্তির সীমা অনুযায়ী পূর্ণ স্বার্থপরতার সাথে আপন উদ্দেশ্য হাসিলের মূলনীতি, নিয়ম শৃংখলা ও আইন কানুন তৈরী করে নিয়েছে। এর কি প্রভাব প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ব্যক্তি, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও জাতির উপর পড়বে, সে পরোয়া কেউই করছেনা। পরোয়া করার মতো কেবল একটি শক্তিই

রয়েছে, আর তা হলো জুতা বা ডান্ডা। মোকাবেলার ক্ষেত্রে যেখানে জুতা কিংবা জুতা পেটার আশংকা থাকে, কেবল সেখানেই নিজের সীমা থেকে বাইরে সম্প্রসারিত করে রাখা হাত পা কিছুটা সংকুচিত করা হয়। কিন্তু একথা সকলেরই জানা, জুতা বা ডাণ্ডা কোনো জ্ঞানী ও ন্যায়বান সত্তার নাম নয়, বরং এটা একটা অন্ধ শক্তি। আর অন্ধ শক্তি দিয়ে কখনো সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। যার জুতোযতোটা শক্তিশালী, সে অন্যদেরকে কেবল ততোটুকুই গুটিয়ে দেয়না যতোটুকু গুটানো উচিত, বরঞ্চ সে নিজের সীমা অতিক্রম করে অন্যের সীমায় পা বাড়ানোর চিন্তায় লেগে যায়।

অতএব, ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার সারকথা হলো এই যে, যে কেউ এই কর্মনীতি অবলম্বন করবে, সে অবশ্যি বল্গাহীন, দায়িত্বহীন ও আত্মার দাসে পরিণত হবে, চাই সে একজন ব্যক্তি হোক, একটি সম্প্রদায় হোক, একটি দেশ হোক, একটি জাতি হোক, কিংবা হোক সকল জাতি।

জাতি পূজা ও তার অনিষ্ট

এবার দ্বিতীয় মতবাদের কথায় আসা যাক। জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজার যে ব্যাখ্যা একটু আগে আমি আপনাদের সামনে পেশ করে এসেছি, তা যদি আপনাদের মনে তরতাজা থেকে থাকে, তবে আপনাদের নিজেদেরই বুঝতে পারার কথা, এটা বর্তমান কালে মানব জাতির উপর চেপে বসা কতো বড় অভিশাপ! আমাদের অভিযোগ জাতীয়তার (NATIONALITY) বিরুদ্ধে নয়। কেননা জাতীয়তা একটি বাস্তব ব্যাপার। জাতীয়তার উন্নতি ও কল্যাণ চাওয়ারও বিরোধী আমরা নই, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, অন্য কোনো জাতির অকল্যাণ চাওয়া বা করা যাবেনা। জাতীয়তার প্রতি প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে শর্ত হলো, তা গোঁড়ামী ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবেনা এবং স্বজাতির স্বার্থে এতোটা অন্ধ হওয়া যাবেনা যা অন্য জাতিকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা জাতীয় স্বাধীনতারও সমর্থক। কেননা নিজেদের সকল বিষয় নিজেদের হাতে আঞ্জাম দেয়া এবং নিজেরাই নিজেদের ঘরের ব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে। তাছাড়া এক জাতির উপর অপর জাতির শাসন বৈধ নয়। আসলে আমাদের সমস্ত অভিযোগ হচ্ছে, জাতীয়তাবাদের (NATIONALISM) বিরুদ্ধে। এটা আসলে জাতীয় স্বার্থের অন্ধ পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি সমাজে যদি ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব অভিশাপ হয়ে থাকে, যে নিজের নফস ও স্বার্থের দাস এবং নিজের স্বার্থের জন্যে অন্ধভাবে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত; কোনো একটি বসতিতে ঐ পরিবারটি যদি

www.pathagar.com

অভিশাপ হয়ে থাকে, যার সদস্যরা পারিবারিক স্বার্থের অন্ধ পূজারী এবং বৈধ অবৈধ যে কোনো উপায়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে বদ্ধপরিকর; একটি দেশে যদি ঐ শ্রেণীর লোকেরা অভিশাপ হয়ে থাকে যারা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ এবং অন্যদের ভালমন্দের তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের ঘোড়া দৌড়ায়; তবে গোটা মানবমণ্ডলীর মধ্যে ঐ স্বার্থপর জাতিটি কেন একটি অভিশাপ নয়, যে নিজের স্বার্থকে নিজের খোদা বানিয়ে নেয় এবং বৈধ অবৈধ যে কোনো পন্থায় সদা তার পূজা অর্চনা করে? আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিবেক সাক্ষ্য দেবে, সকল স্বার্থপর আত্মপূজারীদের মতো এই 'জাতীয় স্বার্থপরতা ও আত্মপূজাও' অবশ্যি একটি অভিশাপ। কিন্তু আপনারা দেখছেন, আজকের এই আধুনিক সভ্যতা বিশ্বের জাতিসমূহকে এই অভিশাপে নিমজ্জিত করে দিয়েছে এবং এরই ফলে গোটা বিশ্ব এমন সব জাতীয় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি রণক্ষেত্র অপর রণক্ষেত্রের সাথে চরম শত্রুতায় নিমজ্জিত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এখনো গায়ের ঘাম শুকায়নি, অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বাজানো হচ্ছে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিপর্যয়

তৃতীয় মতবাদটি প্রথম দুটির সাথে মিলিত হয়ে এই বিপত্তিকে পূর্ণাংগতা দান করেছে। একটু আগেই আমি বলে এসেছি, আধুনিক সভ্যতায় গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন বা সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ একটি জনপদের লোকদের ইচ্ছা বাসনা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ হবে, তারা আইনের অধীন হবেনা, বরং আইন তাদের ইচ্ছা বাসনার অধীন হবে। সরকারের উদ্দেশ্য হবে, তার গোটা কাঠামো এবং শক্তি জনগণের সামগ্রিক ইচ্ছা বাসনাকে পূর্ণ করার কাজে নিয়োগ করা। এবার চিন্তা করে দেখুন, একদিকে ধর্মহীনতা (SECULARISM) লোকগুলোকে আল্লাহ্‌র ভয় এবং নৈতিক চরিত্রের স্থায়ী নীতিমালার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বল্গাহারা, দায়িত্বহীন এবং আত্মার দাস বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে জাতিপূজা (NATIONALISM) তাদেরকে চরমভাবে জাতীয় স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব ও জাতীয় অহংকারের নেশায় মাতাল করে ছেড়েছে। আর অন্যদিকে এই গণতন্ত্র বল্গাহীন উন্মাদ আত্মার দাসদের ইচ্ছা বাসনাকে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দান করে এবং রাষ্ট্রের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়, তা হলো তার গোটা শক্তি এমন প্রতিটি জিনিস লাভ করার জন্যে ব্যয় করবে সমষ্টিকভাবে এই লোকেরা যার ইচ্ছা বাসনা প্রকাশ করবে। প্রশ্ন হলো, এধরনের স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন সার্বভৌম জাতির অবস্থা একজন ক্ষমতাধর লম্পটের চাইতে কেমন

www.pathagar.com

করে ভিন্ন হতে পারে? একজন লম্পট স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন ও শক্তিমান হয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিসীমায় যা কিছু করে, এধরনের একটি জাতি তার চাইতে অনেক বড় পরিসীমায় ঠিক তাই করে থাকে। অতপর বিশ্বে যখন এধরনের জাতির সংখ্যা একটি না হয়ে বরং সমস্ত তথাকথিত সভ্য জাতি এই ধাঁচের ধর্মহীনতা, জাতিপূজা ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর সংগঠিত হয়, তখন বিশ্ব নেকড়েদের সমরক্ষেত্রে পরিণত হবে না তো আর কি হবে?

এইসব কারণে এই তিনটি মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা বিনাশক ও বিপর্যয়কারী মনে করি। আমাদের শত্রুতা হলো ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার প্রতিষ্ঠিতা ও পরিচালকরা পশ্চিমা হোক কিংবা প্রাচ্যের, অমুসলিম হোক কিংবা নামের মুসলমান, তাতে কিছুই যায় আসেনা। যেখানেই, যে দেশেই এবং যে জাতির উপরেই এবিপদ চেপে বসবে, আমরা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকে অবশ্যই তার ব্যাপারে সতর্ক করবো। বলবো, এই বিপদ নিজদের ঘাড় থেকে দূরে নিক্ষেপ করো।

তিনটি পূণ্যময় কল্যাণধর্মী মুলনীতি

উপরোক্ত তিনটি ভ্রান্ত নীতি ও মতবাদের প্রতিকূলে আমরা তিনটি আদর্শ মূলনীতি পেশ করছি। আমরা সমস্ত মানুষের বিবেকের কাছে আপীল করছি, আপনারা এই তিনটি মূলনীতি পরীক্ষা করে দেখুন, যাচাই পরখ করে দেখুন, আপনাদের নিজেদের কল্যাণ এবং গোটা বিশ্বের কল্যাণ এই পবিত্র মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে,নাকি ঐ নোংরা মতবাদগুলোর মধ্যে ?

আমাদের মূলনীতিগুলো হলোঃ

১. ধর্মহীনতার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দাসত্বও আনুগত্য,

২. জাতিপূজার পরিবর্তে মানবতাবাদ,

৩. জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব।

আল্লাহ্‌র দাসত্বের অর্থ

আল্লাহ্‌র দাসত্বের মূল কথা হলো, আমরা সবাই সেই আল্লাহ্‌কে নিজেদের স্বত্বাধিকারী মনিব বলে স্বীকার করে নেব, যিনি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় মালিক ও শাসক। তাঁর থেকে মুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন হয়ে নয়, বরঞ্চ আমরা তাঁর হুকুমের অনুগত এবং হিদায়াতের

অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবো। আমরা কেবল তাঁর পূজা অর্চনাই করবোনা, বরঞ্চ তাঁর আনুগত্য এবং দাসত্বও করবো। আমরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেই তাঁর হুকুম ও হিদায়াত পালন করবোনা, বরং নিজেদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনেরও সকল বিভাগে তার হুকুম ও হিদায়াতের অনুসারী হবো। আমাদের সমাজ, কৃষ্টি, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন আদালত, রাষ্ট্র ও সরকার, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদিসহ সকল বিষয়ে সেইসব মূলনীতি ও সীমারেখার অনুসরণ করবো যা মহান আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের পার্থিব বিষয়াদি ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নই, বরঞ্চ আমাদের স্বাধীনতা আল্লাহ্র নির্ধারিত মূলনীতি ও সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সব মূলনীতি ও সীমা চৌহদ্দি সর্বাবস্থায় আমাদের ক্ষমতার চাইতে উচ্চতর।

মানবতার অর্থ

আমাদের দ্বিতীয় মূলনীতিটির সারকথা হলো, আল্লাহ্র দাসত্বের ভিত্তির উপর যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাতে জাতি, বংশ, দেশ, বর্ণ এবং ভাষার পার্থক্যের ভিত্তিতে কোনো প্রকার গোঁড়ামী, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার অবকাশ থাকবেনা। তা হবে জাতীয়তাবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে আদর্শিক সমাজ ব্যবস্থা। এমন প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে তার দরজা উন্মুক্ত থাকবে, যে তার মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে নেবে। আর যে কোনো মানুষই এর মূলনীতিগুলোকে মেনে নেবে, কোনো প্রকার বৈষম্য ও তারতম্য ছাড়াই পরিপূর্ণ সমতা ভিত্তিক অধিকারের সাথে সে এই আদর্শিক জীবন ব্যবস্থার অংশীদার হতে পারবে। এই আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকত্বের অধিকার (CITIZENSHIP) জন্মসূত্র, বংশসূত্র কিংবা স্বাদেশিকতাসূত্রে প্রযোজ্য হবেনা, বরঞ্চ তা প্রযোজ্য হবে আদর্শিক ভিত্তিতে। যেসব লোক এই মূলনীতিগুলোর প্রতি আস্থাবান হবেনা, কিংবা কোনো কারণে সেগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবেনা, তাদেরকে উৎখাত করার, তাদের উপর নিপীড়ন চালানোর এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হবেনা, বরঞ্চ তারা নির্ধারিত অধিকার লাভ করে এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে (PROTECTION) থাকবে এবং সব সময় তাদের জন্যে এসুযোগ উন্মুক্ত থাকবে যে, তারা যখনই এই মূলনীতিগুলোর সত্যতা ও যথার্থতার প্রতি আশ্বস্ত হবে, তখনই সমান অধিকারের সাথে স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে এই আদর্শিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবে। এটাকেই আমরা মানবতাবাদী আদর্শ বলছি। এটা জাতীয়তাকে অস্বীকার করেনা, বরঞ্চ

www.pathagar.com

জাতীয়তাকে তার সঠিক ও স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখতে চায়। এতে জাতীয় প্রেমের অবকাশ আছে, কিন্তু জাতীয় গোঁড়ামী পোষণ ও পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। জাতীয় কল্যাণ কামনা এখানে বৈধ, কিন্তু জাতীয় স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং এক জাতির উপর অপর জাতির স্বার্থগত সাম্রাজ্যবাদী থাবা ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। কিন্তু এমন 'জাতীয় স্বাধীনতা' কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, যা মানবতাকে অনতিক্রমযোগ্য সীমা চৌহদ্দির মধ্যে বিভক্ত করে দেয়। মানবতাবাদের যে মূলনীতি, তার দাবীই হলো, যদিও প্রতিটি জাতি নিজ দেশের পরিচালনা নিজে করবে এবং কোনো জাতি জাতি হিসেবে অপর জাতির তাবেদার হবে না, কিন্তু যেসব জাতি মানব কল্যাণের বুনিয়াদী নীতির ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে যাবে, তাদের মাঝে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে। প্রতিযোগিতার (COMPETITION) পরিবর্তে থাকেব সহযোগিতা। তাদের মধ্যে থাকবেনা কোনো প্রকার পারস্পরিক ভেদাভেদ, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা। বরঞ্চ তাদের মাঝে হবে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনোপকরণের স্বাধীন বিনিময়। আর এই আদর্শ জীবন ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী বিশ্বের প্রতিটি মানুষ এই গোটা আদর্শিক বিশ্বের নাগরিক হবে, যে দেশ বা জাতির মধ্যেই সে বসবাস করুক না কেন। এমনকি তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে "প্রতিটি দেশই আমার দেশ, খোদার প্রতিটি দেশ আমার দেশ।"

বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে আমরা একটি ঘৃণ্য পরিবেশ পরিস্থিতি মনে করি। এখানে একজন মানুষ কেবল নিজের জাতি ও দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ ও জাতির জন্যে বিশ্বস্ত হতে পারে না। কোনো জাতিও এখানে নিজ জাতির লোকদের ছাড়া অপর জাতির লোকদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। একজন মানুষ নিজ দেশের বাইরে পা দিতেই অনুভব করে, খোদার দুনিয়ার সর্বত্র তার জন্যে শুধু প্রতিবন্ধকতা আর প্রতিবন্ধকতা। সর্বত্র তাকে চোর এবং পকেটমারের মতো সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ঘাটে ঘাটে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাসী চালানো হয়। কথাবার্তা, লেখাজোখা ও চলাফেরার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। কোথাও নেই তার জন্যে স্বাধীনতা, নেই অধিকার। এর পরিবর্তে আমরা এমন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা চাই, যাতে মূলনীতির ঐক্যকে ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য, সমতা, ভালবাসা ও বন্ধুতা। আর এই ঐক্য ও বন্ধুতা হবে সম্পূর্ণ সমতাভিত্তিক, থাকবে COMMON CITIZENSHIP এবং স্বাধীন গমনাগমনের ব্যবস্থা। আমাদের চোখ পৃথিবীতে আরেক বার সেই দৃশ্য দেখতে চায় যে, আজকের কোনো ইবনে

www.pathagar.com

বতুতা আটলান্টিকের উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালা পর্যন্ত এমনভাবে ভ্রমণ করছে যে, কোথাও তাঁকে বিদেশী (ALIEN) মনে করা হয় না এবং সর্বত্রই তার জন্যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী কিংবা দূত হবার রয়েছে পূর্ণ সুযোগ।

জনগণের খেলাফতের অর্থ

এবার তৃতীয় মূলনীতির আলোচনায় আসা যাক। জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আমরা জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা বলছি। ব্যক্তির রাজত্ব (MONARCHY),আমীরদের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষের ইজারাদারীর আমরা ততোটাই বিরোধী, আধুনিক কালের কোনো বড় গণতন্ত্র পূজারী এগুলোর যতোটা বিরোধী হতে পারে। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে সকল মানুষের সমান অধিকার, সমমর্যাদা এবং উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যাপারে আমরাও ততোটা জোর দিয়ে থাকি, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কোনো বড় সমর্থক যতোটা জোর দিয়ে থাকে। আমরা একথাও সমর্থন করি যে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসকদের নির্বাচন দেশের সকল নাগরিকের স্বাধীন ইচ্ছা ও রায়ের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আমরাও এমন জীবন ব্যবস্থার চরম বিরোধী, যার অধীনে জনগণের জন্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের স্বাধীনতা এবং কাজের স্বাধীনতা থাকবে না। এমন সমাজ ব্যবস্থারও আমরা কঠোর বিরোধী, যেখানে জন্ম, বংশ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কিছু লোকের বিশেষ অধিকার নির্ধারিত হয় আর কিছু লোকের জন্যে নির্ধারিত থাকে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা।

এই জিনিসগুলোই মূলত গণতন্ত্রের সারনির্যাস। এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের গণতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও এমন নেই, যেটা পাশ্চাত্যের লোকেরা আমাদের শিখিয়েছে। এই গণতন্ত্রকে আমরা তখন থেকেই জানি এবং বিশ্বকে এর সর্বোত্তম নমুনাও আমরা দেখিয়েছি, যখন পশ্চিমা গণতন্ত্রের পূজারীদের জন্ম হতে শত শত বছর বাকী ছিলো। আসলে পাশ্চাত্যের এই নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের সাথে যে যে বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এবং চরম মতবিরোধ সেগুলো হলো, তারা জনগণের বল্গাহীন সার্বভৌমত্বের মূলনীতি পেশ করে, আর আমরা এটাকে তত্ত্বগত দিক থেকে ভ্রান্ত এবং পরিণতির দিক থেকে ধ্বংসাত্মক মনে করি। প্রকৃত কথা হলো, সার্বভৌমত্বের (SOVEREIGNTY) অধিকারী তো কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন এবং বড় হবার ও বৃদ্ধি লাভের উপকরণ সরবরাহ করছেন। যার আশ্রয়ে তাদের এবং

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্বের সত্তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যার দুর্দান্ত আইনের অধীন বিশ্ব জগতের প্রতিটি জিনিস বন্দী, তাঁর বাস্তব ও কার্যকর সার্বেভৌমত্বের মধ্যে যে সার্বভৌমত্বেরই দাবী করা হোক না কেন, চাই তা কোনো একজন ব্যক্তির ও পরিবারের রাজত্ব হোক, কিংবা হোক কোনো জাতি বা তার জনগণের সর্বাবস্থায় তা একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ভ্রান্তির আঘাত বিশ্ব জগতের প্রকৃত বাদশাহ্‌র প্রতি নয়, বরঞ্চ সেই আহমক দাবীদারের প্রতিই পতিত হবে, যে নিজেই নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। প্রকৃত ব্যাপার যখন এই তখন সঠিক কথা হলো এবং পরিণতির দিক থেকে এই কথার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাকে সার্বভৌম অধিকর্তা স্বীকার করে নিয়ে মানুষ তার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তুলবে। এই খেলাফত অবশ্যি গণতান্ত্রিক হতে হবে। জনগণের রায়ের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আমীর বা প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত হতে হবে। তাদের রায়ের ভিত্তিতেই শূরা (সংসদ) সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতে হবে। সমালোচনার পূর্ণ ও প্রকাশ্য অধিকার তাদের থাকতে হবে। কিন্তু এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই যে অনুভূতি ও চেতনা বিদ্যমান থাকতে হবে তা হলো, রাজ্য খোদার। আমরা মালিক নই বরং প্রতিনিধি এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্যে আসল মালিকের কাছে হিসাব দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া সেইসব নৈতিক নীতিমালা এবং আইনগত বিধান ও সীমারেখা নিজ নিজ স্থানে অটল ও কার্যকর থাকতে হবে, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জীবন পরিচালনার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের পার্লামেন্টের বুনিয়াদী দৃষ্টিভংগি হবেঃ

১. যেসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিধান ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে আমরা আইন প্রণয়ন করবোনা। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহর বিধান ও পথনির্দেশের আলোকে ব্যাখ্যামূলক আইন গ্রহণ করবো।
২. আর যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কোনো বিধান বা পথনির্দেশ প্রদান করেননি, আমরা মনে করবো, সেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তাই কেবল এসব বিষয়েই অমরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করবো।

কিন্তু এসব আইনকে অবশ্যই সেই সামগ্রিক কাঠামোর স্পীরিট ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, যা আল্লাহ্‌র মূলনীতি ও পথনির্দেশনা আমাদের জন্যে তৈরী করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

অতপর এই গোটা আদর্শিক ব্যবস্থার পরিচালনা ও এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বভার এমন সব লোকদের উপর ন্যাস্ত হওয়া আবশ্যক, যারা খোদাভীরু আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী এবং প্রতিটি কাজে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাংখী। যাদের যিন্দেগী সাক্ষ্য দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবার এবং জবাবদিহি করবার ব্যাপারে একীন রাখে। যাদের পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় জীবন থেকেই এ সাক্ষ্য পাওয়া যাবে যে, তারা বল্লাহীন ঘোড়ার মতো নয়, যে ঘোড়া প্রতিটি জমিতে চরে বেড়ায় এবং প্রতিটি সীমাকে নির্বিচারে লংঘন করে। বরঞ্চ তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত এক অলংঘনীয় নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের রজ্জুতে বাঁধা এবং এক খোদার দাসত্বের খুঁটির সাথে সে রজ্জু মজবুতভাবে গাঁথা। আর তাদের সমগ্র কর্মকান্ড সেই চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যতোটা ঐ রজ্জু তাদেরকে যেতে দেয়।

বন্ধুগণ ! এই হচ্ছে সেই তিনটি মূলনীতি। এতোক্ষণ সংক্ষেপে যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আধুনিক সমাজের জাতিপূজারী ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে আমরা এক খোদার দাসত্বের ভিত্তিতে মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আপনারা তো এক দৃষ্টিতেই অনুধাবন করতে পারেন, এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে কি ও কতোটা পার্থক্য রয়েছে। এখন এদুটির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, কোন্‌টিতে আপনাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, কোন্‌টি প্রতিষ্ঠা করতে আপনারা আগ্রহী এবং কোন্‌টি প্রতিষ্ঠা করতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে আপনারা আপনাদের শক্তি সামর্থ নিয়োগ করতে চান, তার ফায়সালা করা আপনাদের বিবেকের উপর নির্ভর করছে।

www.pathagar.com

৩২ আন্দোলন সংগঠন কর্মী

www.pathagar.com

খ. ইসলামী দাওয়াতের তিন দফা

১৯৪৫ সালের ১৯–২১ এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটস্থ দারুল ইসলামে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এটি সে সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)–র ভাষণ। ভাষণটির শিরোনাম ছিলো "দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকা তরীকে কার–ইসলামী দাওয়াত ও তার কর্মপদ্ধতি।" ভাষণটি পড়ার সময় পাঠককে মনে রাখতে হবে, এ ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিলো অখণ্ড ভারতে, যা ছিলো একটি কুফরী রাষ্ট্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন জামায়াতের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধন করা হয়, যা 'জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, ইতিহাস ও কর্মসূচী' গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ হয়েছে। এই ভাষণটি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাহেব অনূদিত।

www.pathagar.com

আমাদের দাওয়াতকে সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় পেশ করিতে হইলে উহাকে নিম্নলিখিত তিনটি দফায় (Points) পেশ করা যায়ঃ

(১) আমরা সাধারণতঃ সকল মানুষকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণ করার আহবান জানাই।

(২) ইসলাম গ্রহণ করার কিংবা উহাকে মানিয়া লওয়ার কথা যাহারাই দাবী অথবা প্রকাশ করেন, তাহাদের সকলের প্রতি আমাদের আহবান এই যে, আপনারা আপনাদের বাস্তব জীবন হইতে মুনাফিকী ও কর্ম–বৈষম্য দূর করুন এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করিলে খাঁটি মুসলমান হইতে ও ইসলামের পূর্ণ আদর্শে আদর্শবান হইতে প্রস্তুত হউন।

(৩) মানব–জীবনের যে ব্যবস্থা আজ বাতিলপন্থী ও ফাসেক কাফেরদের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্বে চলিতেছে আর খোদাদ্রোহীদের হাতে বর্তমান পৃথিবীর যে নেতৃত্ব সন্নিহিত রহিয়াছে, আমাদের দাওয়াত এই যে, এই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আদর্শ ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহদের হাতে সোপর্দ করিতে হইবে।

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই যদিও সুস্পষ্ট, তবুও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহার উপর ক্রামগত ভুল ধারণা ও অবসাদ উপেক্ষার আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে বলিয়া আজ কেবল অমুসলমানই নহে, মুসলমানদের নিকটও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

আল্লাহর দাসত্বের সঠিক অর্থ

খোদার বন্দেগীর বিভিন্ন রকম অর্থ করা হয়। কেহ মনে করে, মুখে মুখে খোদাকে 'খোদা এবং নিজেকে খোদার বান্দাহ মানিয়া লওয়াই যথেষ্ট

www.pathagar.com

নৈতিক, বাস্তব কর্মজীবনে এবং সমষ্টিগত ক্ষেত্রে খোদাকে না মানিলে এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার না করিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। অথবা খোদাকে অতি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টিকর্তা, রেজেকদাতা এবং মাবুদ স্বীকার করিতে হইবে এবং বাস্তব কর্মজীবনের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে হইতে খোদাকে না মানিলে এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার না করিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। অথবা খোদাকে অতি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টিকর্তা, রেজেকদাতা এবং মাবুদ স্বীকার করিতে হইবে এবং বাস্তব কর্মজীবনের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্র হইতে খোদাকে অপসারিত ও বেদখল করা অসংগত হইবে না। খোদার বন্দেগী সম্পর্কে আর একটি ধারণা এই যে, জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক– এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে এবং কেবল ধর্মীয় জীবনে আকিদা– বিশ্বাস, ইবাদত ও হালাল–হারামের কয়েকটি শর্ত পালনের ব্যাপারে খোদার বন্দেগী করিলেই চলিবে। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে– তমদ্দুন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্প–সাহিত্যের ক্ষেত্রে– মানুষ খোদার বন্দেগী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে। এই ক্ষেত্রের জন্য হয় নিজেরা কোন নীতি রচনা করিয়া লইবে; কিংবা অপর লোকদের রচিত নীতি অবলম্বন করিবে।

খোদার বন্দেগী সম্পর্কে সাধারণ প্রচলিত এই সমস্ত ধারণাকেই আমরা ভ্রান্ত মনে করি এবং ইহা নির্মূল করিতে চাই। কাফেরী জীবন–ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই যতখানি, ততখানি কিংবা ততোধিক তীব্রতার সহিত বন্দেগীর এই ভুল ধারণাসমূহের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম। কারণ উল্লিখিত ধারণাসমূহে দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি এবং রূপকেই সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে কুরআন মজীদ এবং উহার পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থ, শেষ নবী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত অন্য নবীগণ এক বাক্যে খোদার দাসত্ব গ্রহণ করার পর যে আহবান জানাইয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, মানুষ খোদাকে পূর্ণরূপে 'ইলাহ', 'রব', 'মা'বুদ', শাসক, মনিব, মালিক, পথ প্রদর্শক, আইন রচয়িতা, হিসাব গ্রহণকারী এবং প্রতিফলদাতা মানিবে এবং নিজের সমগ্র জীবনকে ব্যক্তিগত (Private), সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, তমদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও আদর্শমূলক ব্যাপার সমূহকেও পূর্ণরূপে খোদার বন্দেগীর ভিত্তিতেই সুসম্পন্ন করিবে। কোরআন মজীদে ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও" বলিয়া এই কাজেরই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ নিজেদের জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগকেই খোদার বন্দেগীর বাহিরে রাখিতে পারিবে না। পরিপূর্ণ সত্তা লইয়া খোদার গোলামী ও দাসত্ব কর, জীবনের কোন

www.pathagar.com

একটি দিক বা একটি কাজকেও তোমরা খোদার বন্দেগী হইতে মুক্ত রাখিও না, খোদার নির্দেশ ও বিধানকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া অথবা কোন স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মানুষের অনুসারী ও অনুগামী হইয়া চলিও না। বস্তুতঃ খোদার বন্দেগীর এই অর্থই আমরা প্রচার করিয়া থাকি, এইরূপ বন্দেগী কবুল করার জন্যই আমরা মুসলিম, অমুসলিম সকল মানুষকেই আহবান জানাইয়া থাকি।

মুনাফিকীর মূলকথা

দ্বিতীয়তঃ আমরা এই দাওয়াতও দেই যে, যাহারা ইসলামের অনুসরণ করিয়া চলার দাবী করে, কিংবা যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যেন বাস্তব জীবনে মুনাফিকী নীতি পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের জীবনকে যেন আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও কর্মের বৈষাদৃশ্য (Inconsistencies) হইতে পবিত্র রাখে। 'মুনাফিকী নীতি' বলিতে বুঝায় সেই অবস্থাকে, যখন মানুষ নিজের ঈমান ও দ্বীন-এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের জীবন ব্যবস্থাকে নিজের উপর প্রভাবশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হয় এবং উহার আমূল পরিবর্তন করিয়া তথায় নিজের দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আদৌ চেষ্টা করে না; বরং সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠিত ফাসেকী ও খোদাদ্রোহীমূলক জীবন-ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূল মনে করিয়া উহাতে নিজের 'মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ' রচনার চিন্তায় মশগুল হয়। তাহা পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেও তাহার উদ্দেশ্য ফাসেকী জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা নহে, বরং এক ধরনের ফাসেকী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য একটি ফাসেকী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আমাদের মতে এই কর্মনীতি সম্পূর্ণ মুনাফিকী কর্মনীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ এক প্রকার জীবন-ব্যবস্থার প্রতি ঈমান রাখা এবং কার্যতঃ উহার বিপরীত ধরনের জীবন-ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের পরিচয় এই যে, যে জীবন-ব্যবস্থার প্রতি ঈমান আনা হইবে উহাকেই বাস্তব জীবনের বিধান ও আইন হিসাবে চালু করিতে হইবে এবং এই জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপনের পথে যত বাধা-প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন, উহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাণ কাতর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। প্রকৃত ঈমান উহার বিকাশ পথেই এই ধরনের সামান্যতম বাধা বরদাশত করিতেও প্রস্তুত হয় না। আর সমগ্র দ্বীনকে বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীন থাকিতে দেখার এবং তাহা সহ্য করার তো কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

www.pathagar.com

কারণ, এই অবস্থায় তাহার দ্বীন-এর কোন অংশেরই বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। কোন কোন দেশ বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের বিশেষ কয়েকটি অংশকে অক্ষতিকর মনে করিয়া অনুগ্রহ স্বরূপ চলিতে দেয় বটে, কিন্তু মানব জীবনের অন্যান্য সমগ্র ব্যাপারই দ্বীন-ইসলামের বিপরীত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলিয়া থাকে। এই অবস্থায়ও সেখানে ঈমানের কোনই ক্ষতি হয় না বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। সেখানে কাফেরী ব্যবস্থাকে এক স্থায়ী নিয়তি মনে করিয়াই অন্যান্য কাজ সম্পর্কে চিন্তা করা হয়। ফিকাহ শাস্ত্রের বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ধরনের ঈমানের যত মূল্যই হোক না কেন, কিন্তু দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মুনাফিকী ও এই ধরনের ঈমানের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কুরআনের অসংখ্য আয়াতও ইহাকে মুনাফিকী বলিয়াই অভিহিত ও প্রমাণিত করে।

পূর্বোক্ত অর্থ অনুযায়ী যাহারাই খোদার বন্দেগী কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিবে, তাহাদের সকলেরই জীবনকে এইরূপ মুনাফিকী হইতে পবিত্র করিয়া তোলাই হইল আমাদের এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য। খোদার বন্দেগীর সঠিক ধারণা অনুযায়ী ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিতই অবিশ্রান্তভাবে আমাদের এই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। কারণ আমরা চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার নবীদের মারফতে যে জীবন পদ্ধতি, আইন-কানুন এবং তমদ্দুন, নৈতিক চরিত্র, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং চিন্তা ও কর্মের যে বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা আমাদের পরিপূর্ণ জীবনে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিব এবং এক মুহূর্তের জন্য জীবনের কোন একটি কাজকেও-কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও-খোদার দেওয়া সত্য জীবন বিধানের পরিবর্তে অপর কোন আদর্শ ও নীতির বিন্দুমাত্র প্রভাবও স্বীকার করিব না। বাতিল জীবন ব্যবস্থার সামান্য প্রভাবকেও বরদাশত করা যেখানে প্রকৃত ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার, সেখানে উহাতে সন্তুষ্ট হওয়া, উহার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির চেষ্টায় অংশগ্রহণ করা কিংবা এক প্রকারের বাতিল ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য এক প্রকারের বাতিল বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা যে প্রকৃত ঈমানের কত বিপরীত, তাহা কাহারও অজ্ঞাত থাকা উচিত নহে।

কর্মের বৈসাদৃশ্যের তত্ত্বকথা

মুনাফিকীর পর দ্বিতীয়তঃ আমরা যে জিনিসকে নূতন পুরাতন সকল মুসলমানের জীবন হইতে দূর করিতে চাই এবং প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে উহা দূর করিতে বলি তাহা হইতেছে কর্মীয় বৈসাদৃশ্য- কথা ও কাজের

www.pathagar.com

অসামঞ্জস্য। মানুষ মুখে মুখে যে আদর্শের প্রতি ঈমান গ্রহণের দাবী করে, উহার বিপরীত কাজ করাকেই বলা হয় অসামঞ্জস্য। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করাকেও অসামঞ্জস্য বলা হয়। কাজেই কেহ যদি সমগ্র জীবনকে খোদার বন্দেগীর অনুসারী করার দাবী করে, তবে চেতনা থাকিতে জীবনে কোন একটি কাজও এই বন্দেগীর বিপরীত কার্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতে পারে না। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে সংগে সংগেই নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া খোদার বন্দেগীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। সমগ্র জীবনকে খোদার দাসত্ব স্বীকারের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সহিত গঠন করা ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। বহুরূপী হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃত ঈমান দ্বিরূপী হওয়াও বরদাশত করে না। আমরা যদি এক দিকে খোদা, পরকাল, অহি, নবুয়াত এবং শরীয়তকে মানিয়া চলার দাবী করি, আর অপর দিকে বৈষয়িক স্বার্থ, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য বস্তুবাদী, খোদা ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষালাভের জন্য যাই-এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেরা চেষ্টা করি ও অপরকেও সেইজন্য উৎসাহিত করি, তবে আমাদের দৃষ্টিতে ইহা বহুরূপী নীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। একদিকে খোদার শরীয়তের প্রতি ঈমান গ্রহণের দাবী করি, আর সেই সংগে খোদার দুশমনদের রচিত আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত আদালতের জজ ও উকিল হইতে এবং সেই আদালতের বিচারকের উপর সত্য-মিথ্যা, হক, না-হক নির্ধারণে একান্তভাবে নির্ভর করি; একদিকে মসজিদে গিয়া নামাজ পড়ি অপরদিকে মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়াই নিজেদের পারিবারিক জীবনে, লেন-দেনের ব্যাপারে, জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে, বিবাহ-শাদীতে, মীরাস বন্টনে, রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে এবং নিজেদের সকল প্রকার পার্থিব ব্যাপারে খোদাকে এবং খোদার শরীয়তকে ভুলিয়া গিয়া কোথাও নিজেদের নফসের দাসত্ব করি, কোথাও বংশীয় নিয়ম-প্রথা, কোথাও সমাজের রীতি-নীতি এবং কোথাও খোদাদ্রোহী শাসকদের দাসত্ব করি। একদিকে আমরা খোদার নিকট এই বলিয়া বারবার প্রতিশ্রুতি দেই যে, আমরা তোমারই বান্দাহ-আমরা তোমারই ইবাদত ও দাসত্ব করি, আর অপরদিকে আমরা এমন সকল 'মূর্তির' পূজা করি-যাহার সহিত আমাদের কিছু না কিছু স্বার্থ, ভালবাসা, দরদ, মনের সংস্কার, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তবে ইহা সবই কর্মীয় বৈষম্য, অসামঞ্জস্য এবং মুনাফিকী ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমান মুসলমানদের জীবনে যে এই ধরনের অসংখ্য বৈসাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে না। আমার মতে

www.pathagar.com

মুসলিম জাতির ইহা এক মারাত্মক রোগ, যাহা ইহার চরিত্র ও প্রকৃতি এবং দ্বীন ও ঈমানকে ভিতর হইতেই ঘুনের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে। বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আজ যে তাহাদের দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও মূল কারণ হইতেছে এই কর্মীয় বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য। দীর্ঘকাল হইতে মুসলিম জাতিকে এই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হইতেছে যে, মুখ দ্বারা তাওহীদ ও নবুয়াতের সাক্ষ্য দিলে এবং নামাজ, রোজা ইত্যাদি কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করিলেই সকল কর্তব্য আদায় হইয়া গেল, অতঃপর জীবনের অন্যান্য সকল কাজে দ্বীন বিরোধী ও ঈমান বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করিলেও তোমাদের ঈমানের এক বিন্দুও ক্ষতি হইবে না, আর তোমাদের মুক্তি লাভের ব্যাপারেও কোন আশংকা দেখা দিবে না। এই সুবিধা দানের (Allowance) সীমা ক্রমশঃ এত দূর সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার জন্য নামাজ পড়াও আর কোন অনিবার্য শর্ত রহিল না। মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাও বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইল যে, ঈমান ও ইসলামের স্বীকারোক্তি হইলেই যথেষ্ট, কার্যতঃ সমস্ত জীবন ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে চলিলেও কোন ক্ষতি নাই। ইহারই ফলে আজ দেখিতেছি সকল প্রকার ফাসেকী, কাফেরী, পাপ, না-ফরমানী, জুলুম ও স্পষ্ট খোদাদ্রোহিতাকে অবলীলাক্রমে ইসলামের নামে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। মুসলমানগণ বর্তমানে যে পথে তাহাদের সময়, শ্রম, ধন-মাল, শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং জীবন ও প্রাণ একান্তভাবে নিযুক্ত করিতেছে, যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পশ্চাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সাধনা করিতেছে, তাহার অধিকাংশই যে তাহাদের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত, এইটুকু কথাও আজ মুসলমানরা অনুধাবন করিতে সমর্থ হন না। বস্তুতঃ এই অবস্থা বর্তমান থাকিতে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণেরও কোন সার্থকতা নাই। কারণ এই লবণের খনিতে বিচ্ছিন্নভাবে যত লোকই প্রবেশ করিবে তাহারা লবণের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে। কাজেই এই সব বৈষম্য ও কর্মীয় বৈসাদৃশ্য হইতে জীবনকে পবিত্র করার জন্য মুসলমানকে আহ্বান জানান আমাদের মূল দাওয়াতের একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকেই আমরা সম্পূর্ণ একমুখী, এক নীতির অনুসারী ও একই আদর্শবাদী হইতে এবং ঈমান ও ইসলামী জীবন ধারার বিপরীত সকল প্রকার কাজ-কর্মের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে না পারিলে, তাহা করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও সাধনা করিতে আহবান জানাই। অনুরূপভাবে আমরা ঈমানের সকল দাবীকেই গভীর ও সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করিতে এবং তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত থাকার জন্য প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকেই বলিয়া থাকি।

www.pathagar.com

নেতৃত্বে মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা

আমাদের ইসলামী দাওয়াতের তৃতীয় দিক হইতেছে নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন সৃষ্টির সাধনা। ইতিপূর্বে যে দুইটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এই তৃতীয় বিষয়টিকে উহার অনিবার্য ফল হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের নিজেদেরকে এক খোদার দাসত্বের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার মুনাফিকী ও বৈসাদৃশ্যের ফাঁক না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করিতে হইলেই অনিবার্যরূপে আমাদেরকে বর্তমান জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কুফর, নাস্তিকতা, শিরক, ফাসেকী ও অসচ্চরিত্রতার ভিত্তিতে স্থাপিত রহিয়াছে। উহার পরিকল্পনা রচনাকারী, চিন্তাশীল এবং কর্মপরিচালক রাষ্ট্রনীতিবিদগণ নির্বিশেষে খোদা এবং তাঁহার বিধানকে অমান্য করিতেছে। বস্তুতঃ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব যতদিন পর্যন্ত এই সব লোকের করায়ত্ত থাকিবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার-বেতার, আইন রচনা ও জারি করা, অর্থবিভাগ, ব্যবসায়-শিল্প, কৃষি বিভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ও প্রত্যেকটি জিনিসেরই মূল চাবিকাঠি যতদিন ইহাদের হাতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে খাঁটি মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করা এবং খোদার দাসত্বকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা কেবল কার্যতই কঠিন নহে, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী রাখিয়া যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত খোদার সন্তোষ এবং বিধান অনুযায়ী দুনিয়া হইতে ধ্বংস ও বিপর্যয়মূলক অবস্থা দূর করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তা এবং স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা খোদার প্রত্যেক নিষ্ঠাবান বান্দাহরই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু দেশ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যতদিন পর্যন্ত খোদার সৎ বান্দাহদের হাতে অর্পিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই বিরাট ও মহান উদ্দেশ্য কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ফাসেক-ফাজের, খোদাদ্রোহী এবং শয়তানের দাসানুদাসগণ বিশ্বের নেতা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক থাকিলে জুলুম, অত্যাচার, অশান্তি, বিপর্যয়, নৈতিক ভাঙ্গন এবং ব্যাপক অধঃপতনের মারাত্মক পর্যায় দেখা দিবে না ইহা বুদ্ধি, বিবেক এবং স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব আমরা 'মুসলিম' হইলে দুনিয়ার বুক হইতে পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব চিরতরে খতম করিয়া দেওয়া এবং কুফর ও শিরকের প্রাধান্য চূর্ণ করিয়া সত্য ও সঠিক জীবন-ব্যবস্থা দ্বীন-ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের পরিবর্তন কিরূপে হইবে

কিন্তু শুধু চাহিলে বা ইচ্ছা করিলেই নেতৃত্বের এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হইতে পারে না। আল্লাহ্ পৃথিবীর সুব্যবস্থার উপর নিশ্চয় অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং বিশ্ব-পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু না কিছু যোগ্যতা, শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা যথাযথভাবে অর্জিত না হইলে মানুষের কোন দলই বিশ্ব পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজ হাতে লইতে এবং তাহা সঠিকভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না। খোদার নেক বান্দাহদের কোন সুসংগঠিত দল যদি বিশ্ব-পরিচালনার যোগ্য না থাকে, তবে খোদার বিধান অনুযায়ী 'অঈমানদার' ও 'অসৎ' লোকদের হাতেই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এমন একটা দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যাহাদের খাঁটি ঈমান আছে, যাহারা প্রকৃত সৎ এবং যাহাদের বিশ্ব-পরিচালনার জন্য অপরিহার্য গুণাবলী-শক্তি ও কর্মক্ষমতা কাফেরদের অপেক্ষা বেশী আছে; তবে মনে রাখিতে হইবে যে, খোদার বিধান কখনও জালেম নহে- বিপর্যয়কামীও নহে। অতএব এমতাবস্থায় বিশ্বের নেতৃত্ব ফাসেক ও কাফেরদের হাতেই থাকিয়া যাইবে, এই ধারণা কিছুতেই করা যায় না। কাজেই দুনিয়ার কর্তৃত্ব ফাসেক ও কাফেরদের হাত হইতে সৎ ঈমানদার লোকদের হাতে শুধু সোপর্দ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বরং সক্রিয়ভাবে ঈমানদার ও সৎলোকদের একটি আদর্শ দল গঠন করাও আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দাওয়াত এই যে, ঈমানদার ও সালেহ লোকদের এমন একটি দল ও সংগঠন করা হউক যাহারা শুধু ঈমানের দিক দিয়াই মজবুত হইবে না, ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীই হইবে না, তাহাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত চরিত্রই কেবল পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হইবে না, বরং সেই সঙ্গে নিষ্ঠার সহিত বিশ্বের বাস্তব জীবন ধারা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ যোগ্যতা এবং দক্ষতাও তাহাদের থাকিবে। শুধু তাহাই নহে- এইসব গুণ ও যোগ্যতার দিক দিয়া বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনেতা ও কর্মকর্তাদের তুলনায় তাহারা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠত্বেরও পরিচয় দিবে।

www.pathagar.com

গ. জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও নীতি

এ অংশটি 'জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। এটি অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য

যে মহান উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা হলোঃ

"মানব জীবনের গোটা ব্যবস্থাকে তার সমস্ত দিক ও বিভাগ (দর্শন, দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা, ধর্ম ও নৈতিকতা, চরিত্র ও আচরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং যাবতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) সহ আল্লাহর দাসত্ব এবং নবীগণের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া।"

প্রথম দিন থেকেই এউদ্দেশ্য আমাদের সামনে ছিল। আজো এউদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য কখনো আমাদের সামনে ছিলনা। আজো নেই। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবেনা। আজ পর্যন্ত আমরা যে কাজের প্রতি আগ্রহ এবং আকর্ষণ দেখিয়েছি তা কেবল এউদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই দেখিয়েছি। আর কেবল ততোটুকুই দেখিয়েছি আমাদের জানামতে যতোটুকু ছিল এউদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত।

আমারা যে জিনিস প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, কুরআনের পরিভাষায় তার অর্থবহ নাম হচ্ছে 'দীনে হক'। অর্থাৎ সেই জীবন ব্যবস্থা (দীন), যা সত্যের (নবীগণের আনীত হিদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটাকে বুঝাবার জন্যে আমরা কখনো কখনো 'হুকুমতে ইলাহিয়া' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি। এর অর্থ অন্যদের নিকট যা–ই হোকনা কেন, আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলাকে প্রকৃত শাসক ও হুকুমকর্তা স্বীকার করে নিয়ে গোটা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে তাঁর শাসন ও হুকুমের অধীনে পরিচালিত করাই কেবল এর অর্থ। এ হিসেবে শব্দটি পুরোপুরি

www.pathagar.com

'ইসলাম' এর সমার্থক। এরই ভিত্তিতে আমরা এই তিনটি পরিভাষা (দীনে হক, হুকুমতে ইলাহিয়া, ইসলাম) সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। আর সেই মহান উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা সংগ্রামের নাম দিয়েছি আমরা 'ইকামতে দীন', 'শাহাদতে হক' এবং 'ইসলামী আন্দোলন'। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি পরিভাষা কুরআন থেকে গৃহীত হয়েছে। আর শেষোক্ত শব্দটি সাধারণভাবে পরিচিত হবার কারণে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো একটি পরিভাষার ব্যাপারে যদি কারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি আমাদের পরিভাষা থেকে পরিভাষা থেকে নিজের মনমতো অর্থ গ্রহণ করার কারণেই সে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে যদি গ্রহণ করতেন তবে তার কোনো অভিযোগ করার সম্ভাবনা ছিলনা।

আমাদের দাওয়াত গোটা মানবজাতির জন্যে

আমাদের মতে, ইসলাম জন্মসূত্রের মুসলমানদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। বরঞ্চ আল্লাহর এ নিয়ামত তিনি গোটা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠিয়েছেন। এহিসেবে কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জীবনকে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্যের এই ব্যাপকতা স্বাভাবিকভাবেই দাবী করে, আমাদের আহবান যেন হয় সার্বজনীন এবং কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থকে সামনে রেখে যেন আমরা এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন না করি, যা ইসলামের এই সার্বজনীন আহবানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কিংবা মূল উদ্দেশ্যের সাথে হবে সাংঘর্ষিক। মুসলমানদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ একারণে নয় যে, আমরা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছি এবং তারা আমাদের জাতির লোক। বরঞ্চ তাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণ কেবল এটাই যে, তারা ইসলামকে মানে। পৃথিবীতে নিজেদের ইসলামের প্রতিনিধি মনে করে। গোটা মানবজাতির কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানোর জন্যে তাদেরকেই মাধ্যম বানানো যেতে পারে। আর পূর্ব থেকে যারা মুসলমান রয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের সঠিক নমুনা পেশকরা ছাড়া অন্যদের নিকট ইসলামের আহবান আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে সবসময় ঐ সমস্ত লোকদের পথ থেকে আমাদের পথ পৃথক ছিল এবং আজো আছে, মুসলমানদের প্রতি যাদের আকর্ষণের মূল কারণ হলো, তারা তাদেরই জাতির লোক। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই, কিংবা থাকলেও একারণে যে, এটা তাদের জাতির ধর্ম।

www.pathagar.com

ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং আমরা

আমরা আমাদের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি, তা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা আমাদের আন্দোলনের জন্যে অনুকূল কর্মনীতি অবলম্বন করেছি। আমরা একদিকে সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে সেই মহান উদ্দেশ্যের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি। অপর দিকে যারা পূর্ব থেকেই মুসলমান তাদেরকে জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে ইসলামের পূর্ণাংগ ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে তৈরী করছি। আমরা কখনো ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের পার্থক্যকে চোখের আড়াল হতে দিইনি। ইসলামের আদর্শ, বিধিমালা এবং ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থকে আমরা সবসময় জাতি এবং জাতীয় স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। যেখানেই এদুটির মধ্যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এক মুহূর্তের জন্যেও ইসলামের স্বার্থে আমরা জাতি ও জাতীয় স্বার্থের সাথে লড়াই করতে দ্বিধা সংকোচ করিনি। আমরা মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যে চেষ্টা করে থাকলে, তা এজন্যে করিনি যে, অন্যান্য জাতির মতো এ জাতিটিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকুক, বরঞ্চ তা কেবল এ জন্যেই করেছি, পৃথিবীতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যেন জাতিটি বেঁচে থাকে। আমরা একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যদি চেয়ে থাকি, তবে তা এজন্যে চাইনি যে, পৃথিবীতে আরো একটি তুরস্ক, মিশর বা ইরানের জন্ম হোক।[১] বরঞ্চ কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছিলাম, যেন একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পৃথিবীর সামনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ নমুনা উপস্থিত করবে।

ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষে কখনো আমাদের এই অবস্থানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যারা ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একাকার করে ফেলেছে। কিংবা জাতিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। অথবা, দীনের পরিবর্তে কেবল জাতির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমাদের আর তাদের পথ কখনো কোনো স্থানে এসে যদি একত্র হয়েও থাকে, তবে তা নিতান্তই সাময়িকভাবে হয়েছে এবং ঐ স্থানেই হয়েছে, যেখানে ঘটনাচক্রে ইসলাম আমাদেরকে ও তাদেরকে একত্র করে দিয়েছে। তা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের এবং তাদের চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতিতে বৈপরীত্য ও সংঘাতই বর্তমান। এই বৈপরীত্য ও সংঘাতের ফলে আমাদেরকে বারবার 'গাদ্দারীর'

---

১. প্রকাশ থাকে যে পুস্তিকাটি ১৯৫১ সালে লেখা হয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলোর তৎকালীন অবস্থাই লেখকের সামনে ছিল। অনুবাদক।

www.pathagar.com

ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এ ভর্ৎসনা আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমরা কেবল আল্লাহ্ এবং রাসূলের জন্যেই এই অধিকার মনে করি যে, কেবল তাদের কাছেই আমাদেরকে বিশ্বস্ত হতে হবে। এরপর আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের কাছে বিশ্বস্ত হতে হবে, যারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের বাধ্যগত ও বিশ্বস্ত। এই বিশ্বস্ততা থেকে বিচ্যুত হওয়াকে আমরা অবশ্যই আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের অভিশাপ মনে করি। এই বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যদি আমরা অটল অবিচল থাকি, তবে অপর যেকোনো জিনিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে 'গাদ্দার' মনে করা হোকনা কেন, সেটা আমাদের জন্যে লজ্জার বিষয় নয়, বরং গর্বের বিষয়।

দীন সম্পর্কে আমাদের ধারণা

'দীনে হক' এবং 'ইকামতে দীন' এর যে ধারনা আমরা পোষণ করি, সেক্ষেত্রেও আমাদের এবং অন্য কিছু লোকের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা 'দীনকে' কেবল পূজা পার্বণ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও রসম রেওয়াজের সমষ্টি মনে করিনা। বরঞ্চ আমাদের মতে; এ শব্দটি জীবন পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থার সমার্থক। এই দীন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। জীবনকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে পৃথক পৃথক স্কীমের অধীন পরিচালনা করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করিনা। আমাদের মতে জীবনকে এভাবে ভাগ করা হলেও তা স্থায়ী হতে পারেনা। কারণ, মানব জীবনের বিভিন্ন দিক মানব দেহের বিভিন্ন অংশের মতোই একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে যে, সবগুলি মিলিত হয়ে একটি এককে পরিণত হয়ে আছে এবং একটি প্রাণই তাদেরকে জীবিত রাখে ও পরিচালিত করে। এই প্রাণ যদি আল্লাহ্ এবং পরকাল থেকে বিমুখ এবং নবীগণের শিক্ষা থেকে সম্পর্কহীন প্রাণ হয়, তবে জীবনের গোটা কাঠামোই একটি ভ্রান্ত দীনে পরিণত হয়ে যায়। এর সাথে যদি খোদামুখী ধর্মের সংযোগ রাখাও হয়, তবে গোটা কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে সেটাকে গ্রাস করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে যায়। আর এই প্রাণ যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ ও অনুবর্তণের প্রাণ হয়, তবে তার দ্বারা গোটা জীবন কাঠামো একটি সত্য দীনে পরিণত হয়ে যায়। তার কার্যপরিধির মধ্যে খোদার অবাধ্যতার কোনো ফিতনা কোথাও যদি থেকেও যায়, তবে তা সহসা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারেনা। এ কারণেই আমরা যখন 'ইকামতে দীন' শব্দ ব্যবহার করি, তখন তার অর্থ কেবল মাত্র

www.pathagar.com

মসজিদে দীন কায়েম করা কিংবা কয়েকটি ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান প্রচার করাই আমরা বুঝাইনা। বরঞ্চ, আমাদের নিকট এর অর্থ হলো, ঘরবাড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, কলেজ ইউনিভার্সিটি, হাট বাজার, থানা, সেনানিবাস, কোর্ট-কাচারী, সংসদ, মন্ত্রীসভা, দূতাবাস, সর্বত্রই সেই এক খোদার দীন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাকে আমরা আমাদের রব এবং মা'বুদ বলে মেনে নিয়েছি। আর এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা সেই রাসূলের (সা) শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত করতে হবে, যাঁকে আমরা আমাদের প্রকৃত পথ প্রদর্শক বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আমাদের কথা হলো, আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি, তবে আমাদের প্রত্যেকটি জিনিসকেই মুসলমান হতে হবে। আমাদের জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগকে আমরা শয়তানের হাতে সমর্পণ করতে পারিনা। আমাদের সবকিছুর মালিক আল্লাহ। এতে শয়তান বা কাইজারের কোনো অংশ নেই।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ

আমাদের এসব বক্তব্যে কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়। এরা হলো তারা, যারা ধর্মের একটি সীমাবদ্ধ ধারণা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে। এরা দীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক পৃথক জিনিস মনে করে। তাদের মতে এগুলোর একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মতে, মানুষের জীবন খোদা এবং কাইজারের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হতে পারে এবং হওয়া উচিত। তারা মনে করে, খোদা ভক্তির ধর্ম, খোদাহীন সভ্যতা ও রাজনীতির সাথে জীবনের বিভক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মসজিদ আর খানকা নিজের হাতে রেখে বাকী সবকিছু শত্রুর হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

আমাদের সম্পর্কে এরা বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেঃ

ক. ধর্ম ও রাজনীতি

কেউ বলেঃ 'তোমরা ধর্ম প্রচার করো, কিন্তু আবার রাজনীতিতে অংশ নেও কেন?' আমরা বলিঃ

"দীন যদি কর জুদা রাজনীতি রেখে
তবে তো কেবল চেংগিজীই যায় থেকে।"

তবে কি তারা এটাই চান যে, আমাদের রাজনীতিতে চেংগিজী জেঁকে বসে থাকুক আর আমরা মসজিদে বসে ধর্ম প্রচার করতে থাকি? আসলে তারা আমাদেরকে কোন্ ধর্মটি প্রচার করার কথা বলছেন? সেটা যদি পাদ্রীদের ধর্ম

হয়ে থাকে, রাজনীতিতে যার প্রবেশাধিকার নেই, তবে আমরা সে ধর্মের প্রতি ঈমান রাখিনা। আর সেটা যদি কুরআন ও হাদীসের ধর্ম হয়ে থাকে, যার প্রতি আমরা ঈমান রাখি, তবে তা রাজনীতিতে কেবল প্রবেশাধিকারই দেয়না, বরঞ্চ রাজনীতিকে নিজের একটি অপরিহার্য অংগ বানিয়ে রাখতে চায়।

কেউ বলেনঃ 'তোমরা প্রথমত ধর্মীয় লোকই ছিলে, কিন্তু এখন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হয়ে গেছো।' অথচ আমাদের অবস্থা তাদের এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমরা এমন একটি দিনও অতিবাহিত করিনি যখন আমরা অরাজনৈতিক ধর্ম অনুযায়ী 'ধর্মীয়' ছিলাম আর এখন ধর্মহীন রাজনীতি অনুযায়ী 'রাজনৈতিক' হয়ে গেছি। আমরা তো কেবল ইসলামের অনুসারী এবং কেবলমাত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইসলাম যতোটা 'ধর্মীয়' আমরা ততোটাই 'ধর্মীয়' আছি এবং প্রথমদিন থেকেই ছিলাম। আর ইসলাম যতোটা 'রাজনৈতিক' আমরাও প্রথমদিন থেকে কেবল ততোটাই 'রাজনৈতিক' ছিলাম এবং আজো আছি। আপনারা আমাদেরকে সেদিনও বুঝতে পারেননি, যখন আমাদেরকে 'ধর্মীয় সম্প্রদায়' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর আজো বুঝতে পারেননি যখন আমাদেরকে 'রাজনৈতিক দল' বলে অভিহিত করছেন। ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে আপনাদের গুরু হচ্ছে ইউরোপ। একারণে আপনারা ইসলামকেও বুঝতে পারেননি, আর আমাদেরকেও।

কারো কারো অভিযোগ হচ্ছেঃ খোদা তো কেবল উপাস্য মা'বুদ। তোমরা কেমন করে তাঁর জন্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রমাণ করছো? তোমাদের প্রতি অভিশাপ, তোমরা মানুষের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, সে কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করছো। এটাতো নিরেট 'খারেজী মতবাদ'। কারণ খারেজীরা তোমাদেরই মতো إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ (কর্তৃত্ব–সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে)–র দাবীদার।

কিন্তু আমরা মনেকরি, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ কেবল উপাস্যই নন। বরঞ্চ আনুগত্য ও দাসত্ব লাভের অধিকারও কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে। এর মধ্যে যে অধিকারের ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করা হোকনা কেন, তা হবে শিরক। কোনো বান্দার আনুগত্য যদি করা যেতে পারে, তবে কেবল আল্লাহর শরয়ী অনুমতির ভিত্তিতেই করা যেতে পারে আর তাও কেবল আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতর। খোদার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে, স্বাধীন আনুগত্যের দাবীদার হবার অধিকার তো রাসূলেরও (সা) নেই। সেক্ষেত্রে কোনো মানবরাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার

www.pathagar.com

অধিকারের তো প্রশ্নই উঠেনা। যে আইন আদালতে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী (FINAL AUTHORITY) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়না, যেখানে এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত যে, সামাজিক জীবনের সমগ্র বিষয়ের মূল ও শ্রেণী বিভাগ নির্ণয়ের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের, আর যেসব আইন পরিষদে খোদায়ী বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তণ করার প্রয়োজনই স্বীকৃত নয় এবং বাস্তবেও এর বিপরীত আইন প্রণয়ন করা হয়, সেসবের আনুগত্য করা তো দূরের কথা, কুরআন এবং হাদীসে তা বৈধ হবারই কোনো প্রমাণ বর্তমান নেই। এ বিপত্তিকে খুব বেশী হলে ঐ অবস্থায় কেবলমাত্র বরদাশত করা যেতে পারে, যখন মানুষ তার ক্ষমতার খপ্পরে বন্দী হয়ে পড়ে। কিন্তু, যে ব্যক্তি এধরনের রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করে নেবে এবং খোদয়ী নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে, 'মানুষ নিজেই নিজের সমাজ, কৃষ্টি, রাজনীতি ও অর্থনীতির মূলনীতি ও আইন কানুন প্রণয়নের বৈধ কর্তৃপক্ষ' একথাকে একটি সঠিক মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করে নেবে, সে ব্যক্তি যদি খোদাকে স্বীকার করে, তবে সে অবশ্যি শির্কে নিমজ্জিত।

আমাদের এই মত ও নীতিকে 'খারেজী' মতবাদ বলে ব্যাখ্যা করা আহলুস সুন্নাত এবং খারেজী মতবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ। আহলুস সুন্নাতের আলেমগণের লিখিত উসূলের গ্রন্থাবলীর যেটি ইচ্ছা খুলে দেখুন। দেখবেন, তাতে লেখা রয়েছে হুকুমদানের অধিকার আল্লাহর জন্যে নিদির্ষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ আল্লামা আমিদীর গ্রন্থ দেখুন, তিনি তাঁর 'আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اعلم انه لاحاكم سوى الله ولا حكم الاماحكم به

জেনে রাখো, হুকুমকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যে হুকুম দিয়েছেন তাছাড়া কোনো হুকুম নেই।"

শায়খ মুহম্মাদ খিদরী তাঁর 'উসূলুল ফিকহ্' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

الحكم هو خطاب الله فلا حكم الا لله وهذه قضية اتفق عليها المسلمون قاطبة

"হুকুম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ফরমানের নাম। সুতরাং হুকুম দেবার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এটা এমন একটি মীমাংসিত ব্যাপার, যে ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত।"

এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'জন খারেজীর (?) বক্তব্য উল্লেখ করলাম। এ ধরনের খারেজীর (?) তালিকা যতো চান দীর্ঘ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

খ. ইসলামী রাষ্ট্র

এমন কিছু লোক আছে, যারা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেঃ 'এই ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা কোন্ নবীর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল?' কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করছি, এই যে কুরআনে এবং তাওরাতে আকীদা ও ইবাদতের সাথে সাথে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম কানুন এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো কি শাস্ত্র চর্চার জন্যেই আলোচিত হয়েছে? কিতাবুল্লাহর শিক্ষার যে অংশ আপনার ইচ্ছা মানবেন আর যে অংশ ইচ্ছা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করবেন, একাজটি কি আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে? পূর্ববর্তী নবীগণ (আ) এবং আখেরী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা কি তাদের নবুয়্যতী মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা? তাঁরা কি কেবল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের রাজত্বের আকাংখা পূর্ণ করেছিলেন? পৃথিবীতে কি কেবল পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, যেটাকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না? আমরা প্রতিদিন নামাযে আল্লাহর কিতাবের সেইসব আয়াত পাঠ করবো যেগুলোতে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে মূলনীতি ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আর রাতদিন আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ কারবার সেগুলোর বিপক্ষে পরিচালিত করবো, ঈমান কি সত্যিই এই জিনিসের নাম?

আমাদের কর্মনীতি

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও গোলামীর উপর আমাদের গোটা জীবন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ ব্যাপারেও আমাদের একটি সুস্পষ্ট কর্মনীতি আছে। আর আমাদের এ কর্মনীতিকেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল উপদল বিভিন্ন কারণে পছন্দ করেনা। আমাদের মতে কোনো ব্যক্তির এই স্বাধীনতা নেই যে, সে নিজ ইচ্ছা ও মর্জিমতো আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করবে। বরঞ্চ তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করার সঠিক পন্থা কেবলমাত্র একটিই। আর তা হলো, সেই শরীয়তের অনুসরণ ও অনুকরণ করা যা নিয়ে এসেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)। এশরীয়তের ব্যাপারে আমরা কোনো মুসলমানের এরূপ অধিকারকে স্বীকার করিনা যে, সে এর যতোটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যতোটুকু ইচ্ছা বর্জন করবে। বরঞ্চ আমরা মনে করি, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মানা এবং মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়ত অনুযায়ী চলার নামই হচ্ছে ইসলাম।

www.pathagar.com

আমাদের মতে শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের উপায় হলো কুরআন। সেই সাথে রাসূলের হাদীসও। আর কুরআন হাদীস থেকে যুক্তি ও দলিল গ্রহণের সঠিক পন্থা এটা নয় যে, কোনো ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিভংগি ও মতবাদের ভিত্তিতে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) হিদায়াতকে ঢেলে সাজাবে। বরঞ্চ এর সঠিক পন্থা হলো, ব্যক্তি তার যাবতীয় দৃষ্টিভংগি ও মতবাদকে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) হিদায়াতের ভিত্তিতে যাচাই করবে। তাছাড়া আমরা এমন কোনো জড় জমাট তাকলীদের সমর্থক নই, যেখানে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে আমরা এমন ইজতেহাদেরও সমর্থক নই যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী বংশ (GENERATION) পূর্ববর্তী বংশধরদের সমস্ত কার্যক্রমকে উপেক্ষা করবে এবং সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরীর চেষ্টা করবে।

এই কর্মনীতির প্রতিটি অংশ এমন, যার ফলে আমাদের জাতির কোনো না কোনো গোষ্ঠী আমাদের উপর অসন্তুষ্ট। কেউ কেউ তো আল্লাহ্র বন্দেগীরই সমর্থক নয়। কেউ শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের মন মতো আল্লাহর বন্দেগী করতে চায়। কেউ আবার শরীয়তের উপর নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। তাদের দাবী হলো, যা কিছু তাদের পছন্দসই তাই শরীয়তে থাকবে, আর যা তাদের অপছন্দনীয় তা শরীয়ত থেকে খারিজ করে দিতে হবে। আবার কেউ কুরআন হাদীসকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া নীতিমালার নাম দিয়েছে 'ইসলাম'। কেউ হাদীস ত্যা গকরে কেবল কুরআনকে মানে। কেউ আদর্শ ও দৃষ্টিভংগি অন্যখান থেকে আমদানী করে এনেছে, কিংবা নিজেদের মনমতো তৈরী করে নিয়েছে। অতপর কুরআন ও হাদীসের বাণীকে জোর জবরদস্তি করে সেগুলোর পক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। কেউ বাড়াবাড়ি করছে জড় জমাট তাকলীদের পক্ষে। আবার কেউ অতীতের সমস্ত ইমামগণের মহান কার্যক্রমকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে নতুন নতুন ইজতিহাদ করতে চাইছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী দাওয়াতের নৈতিক ভিত্তি

- মৌলিক মানবীয় চরিত্র
- ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

এটি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সেই ভাষণের অংশ, যা তিনি ১৯৪৫ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে পাঠান কোটের দারুল ইসলামে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে প্রদান করেছিলেন। ভাষণটি পরবর্তীতে 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এটি অনুবাদ করেছেন মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

মৌলিক মানবীয় চরিত্র

মৌলিক মানবীয় চরিত্র বলিতে বুঝায় সেই সব গুণ বৈশিষ্ট্য যাহার উপর মানুষের নৈতিক সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুনিয়ার মানুষের সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণ–গরিমাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কোন সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করুক, কি ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে– সকল অবস্থায় তাহা একান্তই অপরিহার্য। মানুষ খোদা, অহী, রাসূল এবং পরকাল বিশ্বাস করে কি করে না, তাহার হৃদয় কলুষমুক্ত কিনা, নিয়্যত ও লক্ষ্য কল্যাণময় কিনা, সে নিজে সৎ গুণ ও সৎকর্মে ভূষিত কিনা, সদুদ্দেশ্যে কাজ করে, না অসদুদ্দেশ্যে– উল্লেখিত চরিত্রের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই অবাস্তব। কাহারো মধ্যে ঈমান থাকুক কি না থাকুক, তাহাদের জীবন পবিত্র হউক কি অপবিত্র, তাহার চেষ্টা সাধনার উদ্দেশ্য সৎ হউক কি অসৎ– এসব প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকিয়া পার্থিব জগতে সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য গুণগুলি কেহ আয়ত্ব করিলেই সে নিশ্চিন্তরূপে সাফল্য মন্ডিত হইবে এবং ঐসব গুণের দিক দিয়া যাহারা পশ্চাদপদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে।

ঈমানদার, কাফের, নেককার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপর্যয়কারী প্রভৃতি যে যাহাই হউক না কেন, তাহার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা, বীরত্ব ও বীর্যবত্তা, সহনশীলতা ও পরিশ্রম প্রিয়তা, উদ্দেশ্যের আকর্ষণ এবং সেজন্য সবকিছুরই উৎসর্গ করার প্রবণতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢালিয়া গঠন করা ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা, নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা বাসনা, স্বপ্নসাধ ও উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাহাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করার দুর্বার বিচক্ষণতা যদি কাহারো মধ্যে পুরাপুরিভাবে বর্তমান থাকে তবে এই দুনিয়ায় তাহার জয় সুনিশ্চিত।

সেই সঙ্গে এমন গুণও কিছু না কিছু থাকা অপরিহার্য, যাহা মনুষ্যত্বের মূল- যাহাকে সৌজন্য ও ভদ্রতামূলক স্বভাব-প্রকৃতি বলা যায়। ইহারই দৌলতে এক একজন লোকের সম্মান-মর্যাদা, মানব সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আত্মসম্মান জ্ঞান, বদান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য্য, ও হৃদয় মনের প্রসারতা, বিশালতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাস পরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ওয়াদাপূর্ণ করা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, ভব্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং মন ও আত্মার সংযম শক্তি- প্রভৃতি ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কোন জাতির বা মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলীর সমাবেশ হয়, তবে মানবতার প্রকৃত মূলধনই তাহার অর্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গঠন করা তাহার পক্ষে অতীব সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু এই মূলধন সমাবিষ্ট হইয়া কার্যতঃ একটি সুদৃঢ় ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক রূপলাভ করিতে পারে না- যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার সহিত আরো কিছু নৈতিক গুণ আসিয়া মিলিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজের সমগ্র কিংবা অধিকাংশ মানুষই একটি সামগ্রিক লক্ষ্যকে নিজেদের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিবে। সেই লক্ষ্যকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ-এমনকি, নিজের ধন-প্রাণ ও সম্পদ সন্তান হইতেও অধিক ভালবাসিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব প্রবল হইবে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার প্রস্তুতি থাকিবে। সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার জন্য যতখানি আত্মদান অপরিহার্য, তাহা করিতে তাহারা প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকিবে। ভাল ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা তাহাদের থাকিতে হইবে- যেন যোগ্যতম ব্যক্তি তাহাদের নেতা নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অপরিসীম দূরদৃষ্টি ও গভীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং এতদ্ব্যতীত নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য গুণাবলীও বর্তমান থাকা দরকার। সমাজের সকল লোককে নিজেদের নেতৃবৃন্দের আদেশ পালন ও অনুগমনে অভ্যস্থ হইতে হইবে। তাহাদের উপর জনগণের বিপুল আস্থা থাকিতে হইবে এবং নেতৃবৃন্দের নির্দেশে নিজেদের সমগ্র হৃদয় মন দেহের শক্তি এবং যাবতীয় বৈষয়িক উপায় উপাদান লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার জন্য যে কোন কাজে জনমত প্রয়োগ

www.pathagar.com

করিতে প্রস্তুত থাকিবে শুধু তাহাই নয়, গোটা জাতির সামগ্রিক জনমত এত সজাগ সচেতন ও তীব্র হইতে হইবে যে, সামগ্রিক কল্যাণের বিপরীত ক্ষতিকারক কোন জিনিসকেই নিজেদের মধ্যে এক মুহূর্তের তরেও টিকিতে দিবে না।

বস্তুতঃ এইগুলিই হইতেছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র। এইগুলিকে আমি "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" বলিয়া এইজন্য অভিহিত করিয়াছি যে, মূলতঃ এই নৈতিক গুণগুলিই হইতেছে মানুষের নৈতিক শক্তি ও প্রতিভার মূল উৎস। মানুষের মধ্যে এই গুণাবলীর তীব্র প্রভাব বিদ্যমান না থাকিলে কোন উদ্দেশ্যের জন্যই কোন সার্থক সাধনা করা তাহার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। এই গুণগুলিকে ইস্পাতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইস্পাতের মধ্যে দৃঢ়তা, অক্ষয়তা ও তীব্রতা রহিয়াছে, ইহারই সাহায্যে একটি হাতিয়ার অধিকতর শাণিত ও কার্যকরী হইতে পারে। অতঃপর তাহা ন্যায় কাজে ব্যবহৃত হইবে কি অন্যায় কাজে- সে প্রশ্ন অপ্রাসংগিক। যাহার সদুদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং সেজন্য কাজ করিতে চাহে, ইস্পাত-নির্মিত অস্ত্রই তাহার জন্য বিশেষ উপকারী হইতে পারে, পচা কাষ্ঠ-নির্মিত অস্ত্র নয়। কারণ আঘাত সহ্য করার মত কোন ক্ষমতাই উহাতে নাই। ঠিক এই কথাটি নবী করীম (ছঃ) হাদীস শরীফে এরশাদ করিয়াছেনঃ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ "তোমাদের মধ্যে ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের উত্তম লোকগণ ইসলামী যুগেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবে।" অর্থাৎ জাহেলী যুগে যাহাদের মধ্যে যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ কর্মক্ষমতা এবং প্রতিভা বর্তমান ছিল ইসলামের মধ্যে আসিয়া তাহারাই যোগ্যতম কর্মী প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের কর্মক্ষমতা উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বে তাহাদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা ভুল পথে ব্যবহৃত হইত, এখন ইসলাম তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছে। কিন্তু অকর্মণ্য ও হীনবীর্য লোক না জাহেলীয়াতের যুগে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছে না ইসলামের কোন বৃহত্তর খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হইয়াছে। আরব দেশে নবী করীমের (ছঃ) যে বিরাট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হইয়াছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রভাব সিন্ধু নদ হইতে শুরু করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বিরাট অংশের উপর বিস্তারিত হইয়াছিল তাহার মূল কারণ ইহাই ছিল যে, আরব দেশের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ তাঁহার আদর্শানুগামী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে উক্ত রূপ চরিত্রের বিরাট শক্তি

www.pathagar.com

নিহিত ছিল। মনে করা যাইতে পারে, আরবের অকর্মণ্য, অপদার্থ, বীর্যহীন, ইচ্ছাশক্তি-বিবর্জিত, বিশ্বাস-অযোগ্য লোকদের একটি বিরাট ভিড় যদি নবী করীমের (ছঃ) চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হইত, তবে অনুরূপ ফল কখনোই লাভ করা সম্ভব হইত না। এ কথা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ।

ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্ট্য

নৈতিক চরিত্রের দ্বিতীয় প্রকার- যাহাকে আমি "ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্ট্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছি- এ সম্পর্কেও আলোচনা করিতে হইবে। মূলতঃ ইহা মৌলিক মানবীয় চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কোন জিনিস নয়, বরং উহার বিশুদ্ধকারী ও পরিপূরক মাত্র।

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সঠিক ও নির্ভুল কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর ইহা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ও মঙ্গলময়ে পরিণত হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুনিরপেক্ষ নিছক একটি শক্তি মাত্র। এই অবস্থায় তাহা ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, কল্যাণকরও হইতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হইতে পারে। যেমন, একখানি তরবারি, একটি তীর শাণিত অস্ত্র মাত্র। ইহা একটি দস্যুর মুষ্টিবদ্ধ হইলে যুলুম-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হইবে। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর হাতে পড়িয়া ইহা হইতে পারে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের নিয়ামক। অনুরূপভাবে "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" কাহারো মধ্যে শুধু বর্তমান থাকাই উহার কল্যাণকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নৈতিক শক্তি সঠিক পথে নিয়োজিত হওয়ার উপরই তাহা একান্তভাবে নির্ভর করে। ইসলাম উহাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে মাত্র। ইসলামের তাওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্যই হইতেছে খোদার সন্তোষ লাভ করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী লোকদের পার্থিব জীবনের সমগ্র চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম মেহনতকে খোদার সন্তোষ লাভের জন্যই নিয়োজিত হইতে হইবে।

وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

"হে খোদা! আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা এবং সকল দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে তোমার সন্তোষ লাভ।" ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের সকল তৎপরতা খোদা নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইবে। (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ)
"হে খোদা! আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার জন্য আমরা নামায ও সিজদায় ভূলুণ্ঠিত হই।"

www.pathagar.com

ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ও অন্তর্নিহিত শক্তি-নিচয়কে এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই মৌলিক সংশোধনের ফলে উপরোল্লেখিত সকল বুনিয়াদী মানবীয় চরিত্রই সঠিক পথে নিযুক্ত ও পরিচালিত হয় এবং তাহা ব্যক্তিস্বার্থ, বংশ-পরিবার কিংবা জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য অযথা ব্যয়িত না হইয়া একান্তভাবেই সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্যই সংগতরূপে ব্যয় হইতে থাকে। ইহার ফলেই তাহা একটি নিছক শক্তিমাত্র হইতে উন্নীত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কল্যাণ ও রহমতের বিরাট উৎসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সুদৃঢ় করিয়া দেয় এবং চরম প্রান্তসীমা পর্যন্ত উহার ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যেও যে ধৈর্য ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যদি নিছক বৈষয়িক স্বার্থের জন্য হয় এবং শের্ক ও বস্তুবাদী চিন্তার মূল হইতে রস গ্রহণ করে, তবে উহার একটি সীমা আছে, যে পর্যন্ত পৌছিয়া উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর উহা কাঁপিয়া উঠে, নিস্তেজ ও নিস্প্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ধৈর্য ও তিতিক্ষা তওহীদের উৎসমূল হইতে 'রস' গ্রহণ করে এবং যাহা পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য নয়- একান্তভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত- তাহা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এক অতলস্পর্শ মহাসাগরে পরিণত হইবে। দুনিয়ার সমগ্র দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত মিলিত হইয়াও উহাকে শূন্য ও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্যই 'অমুসলিম' দের ধৈর্য খুবই সংকীর্ণ ও নগণ্য হইয়া থাকে। যুদ্ধের মাঠে তাহারা হয়ত গোলাগুলির প্রবল আক্রমণের সম্মুখে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে; কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ আসা মাত্রই কামাতুর বৃত্তির সামান্য উত্তেজনার আঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু ইসলাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তারিত করিয়া দেয় এবং সামান্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত প্রতিরোধের ব্যাপারেই নয়, সকল প্রকার লোভ-লালসা, ভয়, আতঙ্ক ও আশংকা- এবং প্রত্যেকটি পাশবিক বৃত্তির মোকাবিলায় স্থিতি লাভের জন্য ইহা একটি বিরাট শক্তির কাজ করে। বস্তুতঃ ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে একটি অচল-অটল ধৈর্যপূর্ণ পর্বতপ্রায় সহিষ্ণু জীবনে পরিণত করে। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই হয় এহেন ইসলামী জীবনের মূলনীতি। তাহাতে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-মুসীবত, ক্ষতি-লোকসান বরদাশত করিতে হইলেও এই

www.pathagar.com

জীবনে উহার কোন 'সুফল' পাওয়া না গেলেও জীবনের গতিধারায় এক বিন্দু পরিমাণ বক্রতা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই জীবন কোনরূপ স্খলন বরদাশত করিতে পারে না– অভাবিতপূর্ব সুযোগ–সুবিধা লাভ, উন্নতি এবং আশার–প্রলোভন হাতছানি দিলেও নয়। পরকালের নিশ্চিত সুফলের সন্দেহাতীত আশায় দুনিয়ার সমগ্র জীবনে অন্যায় ও পাপ হইতে বিরত থাকা এবং পূণ্য, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হওয়ারই নাম হইতেছে ইসলামী সহিষ্ণুতা– ইসলামী সবর। পরন্তু কাফেরদের জীবনের খুব সংকীর্ণতম পরিবেশের মধ্যে ততোধিক সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী সহিষ্ণুতার যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমানদের জীবনে তাহাও অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হইবে। এই উদাহরণের ভিত্তিতে অন্যান্য সমগ্র মৌলিক মানবীয় চরিত্র সম্পর্কেও ধারণা করা যাইতে পারে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভুল চিন্তা ও আদর্শ ভিত্তিক না হওয়ার দরুন কাফেরদের জীবন কত দুর্বল এবং সংকীর্ণ হইয়া থাকে তাহাও নিঃসন্দেহে অনুধাবন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইসলাম সেই সবকে বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া অধিকতর মজবুত এবং বিস্তৃত ও বিশাল অর্থ দান করে।

তৃতীয়তঃ ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের উপর মহান উন্নত নৈতিকতার একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ পর্যায় রচনা করিয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষ সৌজন্য ও মাহাত্ম্যের এক চূড়ান্ত ও উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করিয়া থাকে। ইসলাম মানুষের হৃদয়মনকে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা ও অসংলগ্নতা উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া দেয় এবং তাহাতে খোদার ভয়, তাক্‌ওয়া, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা জাগাইয়া তোলে। তাহার মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র ও সচেতন করিয়া তোলে। আত্মসংযমে তাহাকে সর্বতোভাবে অভ্যস্ত, নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতি তাহাকে দয়াবান, সৌজন্যশীল, অনুগ্রহসম্পন্ন সহানুভূতিপূর্ণ, বিশ্বাসভাজন, স্বার্থহীন, সদিচ্ছাপূর্ণ, নিষ্কলুষ, নির্মল ও নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং সর্বক্ষণের জন্য সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় করিয়া দেয়। তাহার মধ্যে এমন এক উচ্চ পবিত্র প্রকৃতি লালিত পালিত হইতে থাকে, যাহার নিকট সব সময় মঙ্গলেরই আশা করা যাইতে পারে– অন্যায় এবং পাপের কোন আশংকা তাহার দিক হইতে থাকিতে পারে না। উপরন্তু ইসলাম মানুষকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে সৎ বানাইয়াই ক্ষান্ত হয়না– তাহা যথেষ্টও মনে করে না। রাসূলের বাণী অনুযায়ী তাহাকে : مِفْتَاحٌ لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقٌ لِلشَّرِّ "কল্যাণের দ্বার উৎঘাটন এবং অকল্যাণের পথ রোধকারীও বানাইয়া দেয়। অন্য কথায় গঠনমূলক দৃষ্টিতে

ইসলাম তাহার উপর ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনের বিরাট কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করে। এইরূপ স্বভাব-প্রকৃতি লাভ করিতে পারিলে এবং কার্যতঃ ইসলামের বিরাট মহান মিশনের জন্য সাধনা করিলে উহার সর্বাত্মক বিজয়াভিযানের মোকাবিলা করা কোন পার্থিব শক্তিরই সাধ্যায়ত্ত হইবে না।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতি

দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতেই আল্লাহ তায়ালার একটি স্থায়ী নিয়ম ও রীতি চলিয়া আসিয়াছে এবং মানব জাতি বর্তমান প্রকৃতির উপর যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহা একই ধারায় জারী থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে প্রসংগতঃ সেই নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক কার্যকারণ ও জড় উপায়-উপাদান প্রয়োগকারী কোন সুসংগঠিত দল যখন বর্তমান থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হস্তে ন্যস্ত করেন যে দল অন্ততঃ মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক উপায়-উপাদানসমূহ ব্যবহার করার দিক দিয়া অন্যান্যের তুলনায় অধিকতর অগ্রসর। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই পৃথিবীর শৃংখলা বিধান করিতে দৃঢ় সংকল্প। এই শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব ঠিক সেই মানব গোষ্ঠীকেই দান করেন, যাহারা সমসাময়িক দলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ দুনিয়ার নেতৃত্ব দান সম্পর্কে ইহাই হইতেছে আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী নীতি।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সুসংগঠিত দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যাহা ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয় দিক দিয়াই অবশিষ্ট সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট প্রমাণিত হইবে এবং জাগতিক উপায়-উপাদান ও জড় শক্তি প্রয়োগেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইবে না, তবে তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কোন দলের হস্তে অর্পিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। শুধু অসম্ভবই নয় তাহা অস্বাভাবিকও বটে, তাহা মানুষের জন্য নির্ধারিত খোদার স্থায়ী নিয়ম নীতিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা সত্যপন্থী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের জন্য তাঁহার কিতাবে যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাহারও খেলাফ হইয়া পড়ে। দুনিয়ার বুকে সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পন্থী, খোদার মর্জী অনুযায়ী বিশ্বপরিচালনার

www.pathagar.com

যোগ্যতা সম্পন্ন একটি একনিষ্ঠ মানব দল বর্তমান থাকা সত্বেও তিনি দুনিয়ার কর্তৃত্ব তাহার হস্তে অর্পণ না করিয়া কাফের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও খোদাদ্রোহী লোকদের হাতে ন্যস্ত করিবেন– একথা কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে?

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ অনিবার্য পরিণাম ঠিক তখনি লাভ করা যাইতে পারে যখন উল্লেখিত গুণাবলী সম্বলিত একটি দল বাস্তবিকই দুনিয়াতে বর্তমান থাকিবে। এক ব্যক্তির সৎ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সৎ ব্যক্তির বর্তমান থাকায় দুনিয়ায় নেতৃত্ব লাভের খোদায়ী নীতিতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইতে পারে না– সেই ব্যক্তিগণ যত বড় অলীআল্লাহ–পয়গম্বরই হউক না কেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা বিক্ষিপ্ত ও অসংঘবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে নয়; এমন একটি দলকে ইহা দান করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছেন যাহা কার্যতঃ ও বাস্তবক্ষেত্রে خَيْرَ اُمَّةٍ "সর্বোত্তম জাতি" ও اُمَّةً وَّسَطًا "মধ্যম পন্থানুসারী জাতি" বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্তরূপ গুণে ভূষিত একটি দলের শুধু বর্তমান থাকাই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়, তাহা এমন নয় যে, এদিকে এইরূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করিবে, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশ্তা অবতরণ করিয়া ফাসেক–কাফের–দিগকে 'নেতৃত্ব'–কর্তৃত্বের গদি হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে এবং এই দলকে তদস্থলে আসীন করিবে। এইরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানুষ সমাজে কখনই কোন পরিবর্তন সূচিত হইতে পারে না। নেতৃত্বের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে হইলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে, প্রত্যেক কদমেও পদক্ষেপে কাফের ও ফাসেকী শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব ও প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করিতে হইবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কোরবানী দিয়া নিজের সত্য প্রীতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিজের অপ্রতিভ যোগ্যতাও প্রমাণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা এমন একটি অনিবার্য শর্ত যাহা নবীদের উপরও প্রযোজ্য হইয়াছে। অন্য কাহারো এই শর্ত পূরণ না করিয়া সমাজ নেতৃত্বের কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে পারার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিক শক্তির তারতম্য

জাগতিক জড়শক্তি এবং নৈতিক শক্তির তারতম্য সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের গভীরতর অধ্যয়নের পর খোদার এই সুন্নাত বা রীতি আমি বুঝিতে

www.pathagar.com

পারিয়াছি যে, সেখানে নৈতিক শক্তি বলিতে কেবলমাত্র মৌলিক মানবীয় চরিত্রই হইবে, সেখানে জাগতিক উপায়–উপাদান ও জড় শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি একটি বৈষয়িক জড়শক্তি যদি বিপুল পরিমাণে বর্তমান থাকে তবে সামান্য নৈতিক শক্তির সাহায্যেই সে সারাটি দুনিয়া গ্রাস করিতে পারে। আর অপর দল নৈতিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াও কেবলমাত্র বৈষয়িক শক্তির অভাব হেতু সে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু যেখানে নৈতিক শক্তি বলিতে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয়ের প্রবল শক্তির সমন্বয় হইবে, সেখানে বৈষয়িক জড়শক্তির সাংঘাতিক পরিমাণে অভাব হইলেও নৈতিক শক্তিই জয়লাভ করিবে এবং নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষিয়িক জড়শক্তির ভিত্তিতে যে শক্তিসমূহ মস্তক উত্তোলন করিবে তাহা নিশ্চিতরূপেই পরাজিত হইবে। সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য একটি হিসাবের অবতারণা করা যাইতে পারে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সহিত যদি একশত ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি অপরিহার্য হয় তবে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের পূর্ণ সমন্বয় হওয়ার পর মাত্র ২৫ ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি উদ্দেশ্য লাভের জন্য যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ জড়শক্তির অভাব কেবল ইসলামী নৈতিকতাই পূরণ করিয়া দিবে। উপরন্তু নবী করীমের (সঃ) জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, রসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণের সমপরিমাণ ইসলামী নৈতিকতা হইতে মাত্র শতকরা পাঁচভাগ জড়শক্তিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য বলা হইয়াছে কোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত–

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۝

–"তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন পরম ধৈর্যশীল লোক হয় তবে তাহারা দুইশত জনের উপর জয়ী হইতে পারিবে।"

এই শেষোক্ত কথাটিকে নিছক 'অন্ধভক্তি ভিত্তিক ধারণা' মনে করা ভুল হইবে। আর আমি যে কোন মো'জেজা বা কেরামতির কথা বলিতেছি তাহাও মনে করিবেন না। বস্তুতঃ ইহা এক বাস্তব এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা সন্দেহ নাই। এই সত্য তত্ত্ব কার্যকারণ পরম্পরা অনুযায়ী এই দুনিয়াতেই পরিস্ফুট হয়–সকল সময় ইহা পরিস্ফুট হইতে পারে। ইহার কারণ যদি বর্তমান থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতা– যাহার মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্রও ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে– বৈষয়িক জড়শক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ

www.pathagar.com

বরং ৫০ ভাগ অভাব কিরূপে পূরণ করে; তাহা একটি নিগূঢ় রহস্য বটে। কাজেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ইহার বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই রহস্য হৃদয়ংগম করিবার জন্য সমসাময়িক কালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। বিগত মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাপান ও জার্মানীর পরাজয় ঘটে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের দিক দিয়া এই বিপর্যয়ের সংশ্লিষ্ট উভয় দলই প্রায় সমান। বরং সত্য কথা এই যে, কোন দিক দিয়া জার্মান ও জাপান মিত্র পক্ষের মোকাবিলায় অধিকতর মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছে। জড়বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং উহার বাস্তব প্রয়োজনের ব্যাপারেও উভয় পক্ষই সমান ছিল। বরং সত্য কথা এই যে, এই ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন বিদিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেবল একটি ব্যাপারেই এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে অনেকটা অগ্রসর– আর তাহা হইতেছে বৈষয়িক কার্যকারণের আনুকূল্য। এই জনশক্তির অপরাপর সকল পক্ষ অপেক্ষাই অনেক গুণ বেশী। বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। উহার ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার ঐতিহাসিক কার্যকারণ অপরাপর পক্ষের তুলনায় বহু গুণ বেশী অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়া দিয়াছিল। ঠিক এইজন্য মিত্রপক্ষ বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়। আর এইজন্যই যে জাতির জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত, বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান যাহার নিকট কম, তাহার পক্ষে অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত ও বিপুল জাগতিক উপায়-উপাদান বিশিষ্ট জাতির মোকাবিলায় মস্তকোত্তলন করিয়া দন্ডায়মান হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও জড়বিজ্ঞান ব্যবহারের দিক দিয়া খুব বেশী অগ্রসর হইলেও উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কারণ মৌলিক মানবীয় চরিত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উত্থিত জাতি হয় জাতীয়তাবাদী হইবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশও অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে, নতুবা তাহা এই সার্বজনীন আদর্শ ও নিয়ম বিধানের সমর্থক হইবে এবং তাহা গ্রহণ করিবার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহকেও আহবান জানাইবে। –সে জাতির এই দুইটির যে কোন এক অবস্থা নিশ্চয়ই হইবে। প্রথম অবস্থা হইলে বৈষয়িক জড়শক্তি ও জাগতিক উপায়-উপাদানের দিক দিয়া অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর হওয়া ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার দ্বিতীয় কোন পন্থা আদৌ থাকিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, যেসব জাতিকে সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লিপ্সার অগ্নিযজ্ঞে আত্মহুতি দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছে তাহারা

www.pathagar.com

অত্যন্ত তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষী মনোভাব লইয়া তাহার প্রতিরোধ করিবে এবং তাহার পথরোধ করিতে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবে। কাজেই তখন আক্রমণকারী জাতির পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কিন্তু উক্ত জাতির যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয়- যদি উহা কোন সার্বজনীন আদর্শের নিশান বরদার হয়, ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন জাতিকে প্রতিবন্ধকতার পথ হইতে অপসৃত করিতে খুব বেশী শক্তি প্রয়োগ করার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু এখানে ভুলিলে চলিবে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি মনোমুগ্ধকর নীতি-আদর্শই কখনো মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। সেজন্য সত্যিকার সদিচ্ছা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্খা, সততা, সত্যবাদিতা নিঃস্বার্থতা, উদারতা, বদান্যতা, সৌজন্য ও ভদ্রতা এবং নিরপেক্ষ সুবিচার-নীতি একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাহাই নয়, এই মহৎ গুণগুলিকে যুদ্ধ-সন্ধি, জয়-পরাজয়, বন্ধুতা-শত্রুতা, এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কঠিন পরীক্ষায় অত্যন্ত খাঁটি, অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ প্রমাণিত হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ ভাবধারার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে উন্নত চরিত্রের উচ্চতম ধাপের সহিত এবং তাহার স্থান মৌলিক মানবীয় চরিত্রের অনেক উর্ধ্বে। ঠিক এই কারণেই নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক শক্তির ভিত্তিতে উথিত জাতি প্রকাশ্যভাবে জাতীয়তাবাদীই হউক কি গোপন জাতীয়তাবাদের সহিত কিছুটা সার্বজনীন আদর্শের প্রচার ও সমর্থন করার ছদ্মবেশই ধারণ করুক- একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীগত অথবা জাতীয় স্বার্থ লাভ করাই হয় তাহার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময় আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে ঠিক এই ভাবধারাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের যুদ্ধসংগ্রামের ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি জাতি প্রতিপক্ষের সম্মুখে এক দুর্জয় দুর্গের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায় এবং উহার প্রতিরোধে স্বীয় সমগ্র নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রয়োগ করে। তখন আক্রমণকারী জাতির শ্রেষ্ঠতর জড়শক্তির আক্রমণে শত্রু পক্ষকে সে নিজ দেশের চতুঃসীমার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিবে না।

কিন্তু এই সময় এইরূপ পরিবেশের মধ্যে এমন একটা মানব গোষ্ঠী যদি বর্তমান থাকে প্রথমত তাহা একটি জাতির লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হইয়া থাকিলেও কোন দোষ নাই- যদি তাহা একই জাতি হিসাবে না উঠিয়া একটি আদর্শবাদী জামায়াত হিসাবে দণ্ডায়মান হয়, যাহা সকল প্রকার ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থপরতার বহু উর্ধ্বে থাকিয়া বিশ্ব-মানবতাকে আমন্ত্রণ জানাইবে- যাহার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার চরম লক্ষ্য হইবে নির্দিষ্ট কতকগুলি

www.pathagar.com

আদর্শের অনুসরণের মধ্য দিয়া বিশ্বমানবতার মুক্তিসাধন এবং সেই আদর্শ ও নীতিসমূহের ভিত্তিতে মানবজীবনের গোটা ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন। ঐসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এই দল যে জাতি গঠন করিবে তাহাতে জাতীয়, ভৌগোলিক, শ্রেণীগত ও বংশীয় বা গোত্রীয় বৈষম্যের নামগন্ধও থাকিবে না। সকল মানুষই তাহাতে সমান মর্যাদা ও অধিকার লইয়া প্রবেশ করিতে পারিবে এবং সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে নেতৃত্ব ও পথনির্দেশকারী মর্যাদা কেবল সেই ব্যক্তি বা সেই মানব সমষ্টিই লাভ করিতে পারিবে, যাহারা সেই আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করিয়া চলার দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবে। তখন তাহার বংশ মর্যাদা বা আঞ্চলিক জাতীয়তার কোন তারতম্য বিচার হইবে না, এমনকি এই নূতন সমাজে এতদূরও হইতে পারে যে, বিজিত জাতির লোক ঈমান আনিয়া নিজেকে অন্যান্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শানুসরণে এবং যোগ্যতর প্রমাণ করিতে পারিলে বিজয়ী তাহার সকল চেষ্টা ও যুদ্ধ সংগ্রামলব্ধ যাবতীয় 'ফল' তাহার পদতলে আনিয়া ঢালিয়া দিবে এবং তাহাকে 'নেতা' রূপে স্বীকার করিয়া নিজে 'অনুসারী' হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত হইবে।

এমন একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করিতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ততই উন্নত-চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ-মাহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে থাকে। সে তাহার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি- তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিসত্তা কিংবা তাহাদের জাতীয়তার সহিত ইহার কোন শত্রুতা নাই। শত্রুতা আছে শুধু তাহাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সহিত। তাহা পরিত্যাগ করিলেই তাহার রক্তপিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালবাসা দান করিতে পারে- বুকের সঙ্গে মিলাইতে পারে। পরন্ত সে আরও প্রমাণ করিবে যে, বিরুদ্ধ পক্ষের ধন দৌলত কিংবা তাহাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তাহার কোন লালসা নাই, তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনই তাহার একমাত্র কাম্য। তাহা লাভ হইলেই যথেষ্ট- তাহাদের ধন দৌলত তাহাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হইবে। কঠিন কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় লইবে না। কুটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তাহারা সহজ সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করিবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার

www.pathagar.com

সময়ও অত্যাচার অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মাতিয়া উঠিবে না। যুদ্ধের প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তাহারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করিবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তাহার জন্ম। এইজন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির উপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া থাকে। নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথমতঃ আদর্শ হিসাবে সততা ও ন্যায়বাদের যে মানদণ্ড বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করিয়াছিল, নিজেকে উহার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া সত্য এবং খাঁটি বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। শত্রু পক্ষের ব্যভিচারী, মধ্যপায়ী, জুয়াড়ী, নিষ্ঠুর ও নির্দয় সৈন্যদের সহিত এই দলের খোদাভীরু, পবিত্র-চরিত্র, মহান আত্মা, দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদার-উন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন মুজাহিদদের প্রবল মোকাবিলা হয়, তখন এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত ও মানবিক গুণ-গরিমা প্রতিপক্ষের পাশবিক ও বর্বরতার উপর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইতে থাকে। শত্রু পক্ষের লোক আহত বা বন্দী হইয়া আসিলে চতুর্দিকে ভদ্রতা, সৌজন্য, পবিত্রতা ও নির্মল মানসিক চরিত্রের রাজত্ব বিরাজমান দেখিতে পায় এবং তাহা দেখিয়া তাহাদের কলুষিত আত্মাও পবিত্র ভাবধারার সংস্পর্শে কলুষমুক্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এই দলের লোক যদি বন্দী হইয়া শত্রু পক্ষের শিবিরে চলিয়া যায়, সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পুতি গন্ধময় পরিবেশে ইহাদের মনুষ্যত্বের মহিমা আরো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ হইয়া ওঠে। ইহারা কোন দেশ জয় করিলে বিজিত জনগণ প্রতিশোধের নির্মম আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা ও করুণা পায়, কঠোরতা-নির্মমতার পরিবর্তে সহানুভূতি; গর্ব অহঙ্কার ও ঘৃণার পরিবর্তে পায় সহিষ্ণুতা ও বিনয়; ভর্ৎসনার পরিবর্তে পায় সাদর সম্ভাষণ এবং মিথ্যা প্রচারণার পরিবর্তে সত্যের মূলনীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রচার। আর এই সব দেখিয়া খুশিতে তাহাদের হৃদয়-মন ভরিয়া ওঠে। তাহারা দেখিতে পায় যে, বিজয়ী সৈনিকরা তাহাদের নিকট নারীদেহের দাবী করে না, গোপনে- লোকচক্ষুর অন্তরালে ধন-সম্পত্তি খোঁজ করিয়া বেড়ায় না, তাহাদের শৈল্পিক গোপন রহস্যের সন্ধান করিবার জন্যও ইহারা উদগ্রীব নয়, তাহাদের অর্থনৈতিক শক্তি-সম্পদকে ধ্বংস করার চিন্তাও ইহাদের নাই। তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সম্মান-মর্যাদার উপরও ইহারা হস্তক্ষেপ করে না। বিজিত জনতা শুধু দেখিতে পায় ইহারা এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই জন্য যে, বিজিত দেশের একটি মানুষেরও সম্মান বা সতীত্ব যেন নষ্ট না হয়, কাহারো ধনমাল যেন ধ্বংস না হয়, কেহ যেন সংগত অধিকার হইতে বঞ্চিত না থাকিয়া যায়, কোনরূপ অসচ্চরিত্রতা তাহাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যেন ফুটিয়া না ওঠে এবং সামগ্রিক জুলুম-পীড়ন যেন কোনরূপেই অনুষ্ঠিত হইতে না পারে।

পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাহাদের অত্যাচার, নির্মমতা ও অমানুষিক ধ্বংস লীলায় আর্তনাদ করিয়া উঠে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই ধরনের আদর্শবাদী জিহাদের সহিত জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ-সংগ্রামের কত আকাশস্পর্শী পার্থক্য হইয়া থাকে। এই ধরনের লড়াইয়ে উচ্চতর মানবিকতা নগণ্য বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ সহকারে ও শত্রুপক্ষের লৌহবর্ম রক্ষিত পাশবিকতাকে যে অতি সহজেই- প্রথম আক্রমণেই পরাজিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ উন্নত নির্মল নৈতিকতার হাতিয়ার বন্দুক-কামানের গোলাগুলি অপেক্ষাও দূর পাল্লায় গিয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে। প্রচন্ড লড়াইয়ের কঠিন মুহূর্তেও শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হইবে। দেশের পূর্বে মানুষের হৃদয়-মন বিজিত হইবে, দেশের পর দেশ-জনপদের পর জনপদ বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করিয়া মুক্তির চিরন্তন স্বাদ গ্রহণ করিবে। ওদিকে এই সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা ও অত্যল্প উপায়-উপাদান সহকারে গঠনমূলক কাজ শুরু করিবে তখন সেনাপতি, সৈনিক, যোদ্ধা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই ধীরে ধীরে বিরোধী শিবির হইতেই পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার এই উক্তি নিছক কল্পনা-ধারণা এবং আন্দাজ অনুমানের উপরই ভিত্তিশীল নয়, নবী করীম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, ইতিপূর্বেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আজিও এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। অবশ্য সেজন্য শর্ত এই যে, এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও সৎসাহস লইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

আমি আশা করি, আমার উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা হইতে আমার একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শক্তিই হইতেছে শক্তির আসল উৎস। কাজেই দুনিয়ার কোন মানব সমষ্টি যদি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে ইসলামী নৈতিকতারও আধার হয় তখন উহার বর্তমানে অন্য কোন দলের পক্ষে দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া থাকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কঠিন এবং স্বভাবতঃই তাহা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের মূলীভূত কারণ কি উপরের আলোচনা হইতে তাহাও আশা করি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা না বৈষয়িক উপায়

www.pathagar.com

উপাদান প্রয়োগ করিবে, না মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত হইবে, আর না সমষ্টিগতভাবে ইসলামী নৈতিকতার অস্তিত্বই তাহাদের মধ্যে থাকিবে, তাহারা যে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে কিছুতেই অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, ইহা সর্বজন বিদিত সত্য। এমতাবস্থায় এমন সব কাফের লোকদেরই কর্তৃত্ব দান করা খোদার স্থায়ী রীতি, যাহাদের ইসলামী নৈতিকতা না থাকিলেও মৌলিক মানবীয় চরিত্র তো রহিয়াছে, আর জাগতিক জড় উপায় উপাদান ব্যবহার এবং শাসন শৃংখলা রক্ষার দিক দিয়া নিজদিগকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন অভিযোগ করিবার থাকিলে তাহা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হইতে পারে, এই ব্যাপারে খোদার স্থায়ী নিয়ম বিধানের আদৌ কোন ত্রুটি নাই। আর নিজেদের বিরুদ্ধে যদি বাস্তবিকই কোন অভিযোগ জাগে, তাহাদের অনিবার্য ফলে নিজেদের যাবতীয় দোষ ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যত্নবান হওয়া এবং যে কারণে মুসলমান নেতৃত্বের আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া অনুগত হইতে বাধ্য হইয়াছে সেই কারণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামী নৈতিকতার মূল ভিত্তিসমূহের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ আমি জানি এই ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অস্পষ্ট এবং ভ্রান্তির শিকার হইয়া রহিয়াছে। এই অস্পষ্টতা ও ভ্রান্তির কারণেই ইসলামী নৈতিকতা আসলে যে কি জিনিস এবং এই দিক দিয়া মানুষের চরিত্র গঠন ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কোন্ জিনিস কোন্ শ্রেণী পরস্পরা ও ক্রমিক ধারা অনুযায়ী তাহার মধ্যে লালিত-পালিত করা অপরিহার্য তাহা খুব কম লোকই জানিতে পারিয়াছে।

ইসলামী চরিত্রের চার পর্যায়

ইসলামী নৈতিকতা বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষানুযায়ী উহার চারিটি ক্রমিক পর্যায় রহিয়াছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাক্ওয়া এবং চতুর্থ ইহ্সান। বস্তুতঃ এই চারিটি পর্যায় পরস্পর এমন স্বাভাবিক শ্রেণী পরস্পরা অনুযায়ী সুসংবদ্ধ হইয়া আছে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায়ই পূর্ববর্তী পর্যায় হইতে উদ্ভূত এবং অনিবার্যরূপে উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য নিম্নবর্তী পর্যায় যতক্ষণ না দৃঢ় পরিপক্ক হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহার উপরের পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। এই সমগ্র ইমারতের মধ্যে ঈমান হইতেছে প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তর। ইহারই উপর ইসলামের স্তর রচিত হয়, তাহার উপর 'তাকওয়া' এবং সকল পর্যায়ের উপরে

www.pathagar.com

হয় ইহ্সানের' প্রতিষ্ঠা। ঈমান না হইলে ইসলাম, তাকওয়া কিংবা ইহ্সান লাভ করার কোন সম্ভাবনাই হইতে পারে না। ঈমান দুর্বল হইলে তাহার উপর উচ্চতর পর্যায় সমূহের দুর্বহ বোঝা চাপাইয়া দিলেও তাহা অতিশয় কাঁচা, শিথিল অন্তসারশূন্য হইয়া পড়িবে। এই ঈমান সংকীর্ণ হইলে যতখানি উহার ব্যাপ্তি হইবে, ইসলাম এবং ইহসান ঠিক ততখানি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত না হইবে, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উহার উপর ইসলাম, তাক্ওয়া কি ইহ্সান প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। অনুরূপভাবে 'তাকওয়ার' পূর্বে 'ইসলাম' এবং ইহসানের পূর্বে 'তাকওয়া' বিশুদ্ধকরণ, সুষ্ঠুতা বিধান এবং সম্প্রসারিতকরণ অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, এই স্বাভাবিক ও নীতিগত শ্রেণী পরম্পরার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় এবং ঈমান ও ইসলামের পর্যায়ে পূর্ণতা সাধন ব্যতীতই তাকওয়া ও ইহ্সানের আলোচনা শুরু করিয়া দেওয়া হয়। ইহা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণতঃ লোকদের মনে ঈমান ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এজন্যই শুধু বাহ্যিক বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খানা-পিনা প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করিতে পারিলেই 'তাকওয়ার' পূর্ণতা সাধন হইয়া গেল। আর ইবাদতের মধ্যে নফল নামাজ, দরূদ, অজিফা পাঠ এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ কাজ করিলেই ইহ্সানের উচ্চতম অধ্যায় লাভ হয় বলিয়া ধারণা করে। অথচ এই ধরনের তাক্ওয়া ও ইহ্সানের সংগে সংগে লোকদের জীবনের এমন অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শনও পাওয়া যায় যাহার ভিত্তিতে অনায়াসে বলা চলে যে, তাক্ওয়া ও ইসলাম তো দূরের কথা, আসল ঈমানই এখন পর্যন্ত তাহার মধ্যে পরিপক্কতা ও সুষ্ঠুতা লাভ করে নাই। এইরূপ ভুল ধারণা ও ভুল দীক্ষার পদ্ধতি আমাদের মধ্যে যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামী নৈতিকতার অপরিহার্য অধ্যায়সমূহ কখনো অতিক্রম করিতে পারিব বলিয়া আশা করা যায় না। এই জন্যই ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহ্সান- এই চারটি অধ্যায় সম্পর্কে পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং সেই সংগে উহাদের স্বাভাবিক ও ক্রমিক শ্রেণী পরম্পরাও অনুধাবন করা একান্তই অপরিহার্য।

১. ঈমান

সর্বপ্রথম ঈমান সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। কারণ ইহা ইসলামী জিন্দেগীর প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। তওহীদ ও রিসালাত-আল্লাহ্র একত্ব ও

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–কে রাসূলরূপে স্বীকার করিয়া লওয়াই এক ব্যক্তির ইসলামের পরিসীমায় প্রবেশ লাভের জন্য যথেষ্ট। তখন তাহার সহিত ঠিক একজন মুসলমানেরই ন্যায় আচরণ করা আবশ্যক–তখন এইরূপ আচরণ ও ব্যবহার পাইবার তাহার অধিকারও হয়। কিন্তু সাধারণ স্বীকারোক্তি এমনি আইনগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হইলেও ইসলামী জিন্দেগীর সমগ্র 'ত্রিতল বিশিষ্ট উচ্চ প্রাসাদের' ভিত্তি প্রস্তর হওয়ার জন্যও কি ইহা যথেষ্ট হইতে পারে? সাধারণ লোকেরা এইরূপই ধারণা করে। আর এইজন্য যেখানেই এই স্বীকারোক্তিটুকু পাওয়া যায়, সেখানেই বাস্তবিকভাবে ইসলাম, তাক্‌ওয়া ও ইহ্‌সানের উচ্চতলসমূহ তৈয়ার করার কাজ শুরু করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সাধারণতঃ ইহা হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদেরই(?) অনুরূপ ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ একটি পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত, সম্প্রসারিত, ব্যাপক গভীর ও সুদৃঢ় ঈমান একান্তই অপরিহার্য। ঈমানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হইতে জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগও যদি বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে ইসলামী জিন্দেগীর সেই দিকটিই পুনর্গঠন লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে এবং উহার গভীরতায় যতটুকু অভাবই থাকিবে, ইসলামী জিন্দেগীর প্রাসাদ সেখানেই দুর্বল ও শিথিল হইয়া থাকিবে, একথায় কোনই সন্দেহ নাই।

উদাহরণ স্বরূপ "খোদার প্রতি ঈমানের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ খোদার প্রতি ঈমান দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খোদাকে স্বীকার করার উক্তিটুকু সাদাসিধা পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর উহার বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও "খোদার প্রতি ঈমান" এই কথা বলিয়া শেষ করা যায় যে, খোদা বর্তমান আছেন সন্দেহ নাই, পৃথিবীর তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়, ইহাও সত্য কথা। কোথাও আরও একটু অগ্রসর হইয়া খোদাকে মা'বুদ স্বীকার করা হয় এবং তাঁহার উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তাও মানিয়া লওয়া হয়। কোথাও খোদার গুণ এবং তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও ব্যাপক ধারণাও শুধু এতটুকু হয় যে, আলেমুল গায়েব, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, প্রার্থনা শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূরণকারী তিনি এবং পূজা উপাসনার সকল খুঁটিনাটি রূপ একমাত্র তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কেহ তাঁহার শরীক নাই। আর "ধর্মীয় ব্যাপারসমূহ" চূড়ান্ত দলীল হিসাবে খোদার কিতাবকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন ধারণা–বিশ্বাসের পরিণামে যে একই ধরনের জীবন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠতে পারে

www.pathagar.com

না, তাহা সুস্পষ্ট কথা। বরং যে ধারণা যতখানি সীমাবদ্ধ, কর্মজীবনে ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অনিবার্যরূপে ততখানি সংকীর্ণ হইয়াই দেখা দিবে। এমনকি যেখানে সাধারণ ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী "খোদার প্রতি ঈমান" অপেক্ষাকৃতভাবে অতীব ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হইবে, সেখানেও ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব রূপ এই হইবে যে, একদিকে খোদার দুশমনদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা হইবে এবং অন্যদিকে খোদার "আনুগত্য" করার কাজও সেই সংগেই সম্পন্ন করা হইবে কিংবা ইসলামী নেজাম (ব্যবস্থা) ও কাফেরী নেজাম মিলাইয়া একটি জগাখিচুড়ী তৈয়ার করা হইবে।

এইভাবে "খোদার প্রতি ঈমান"-এর গভীরতার মাপকাঠিও বিভিন্ন। কেহ খোদাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সাধারণ জিনিসকেও খোদার জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয় না। কেউ খোদার কোন কোন জিনিস অপরাপর জিনিস অপেক্ষা 'অধিক প্রিয়' বলিয়া মনে করে। আবার অনেক জিনিসকে খোদার অপেক্ষাও প্রিয়তর হিসাবে গ্রহণ করে। কেহ নিজের জান-মাল পর্যন্ত খোদার জন্য কোরবানী করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নিজের মনের ঝোঁক-প্রবণতা, নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারা কিংবা নিজের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করিতে প্রস্তুত হয় না। ঠিক এই হার অনুসারেই ইসলামী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা নির্ধারিত হইয়া থাকে। আর যেখানেই ঈমানের বুনিয়াদ দুর্বল থাকিয়া যায়, ঠিক সেখানেই মানুষের ইসলামী নৈতিকতা নির্মমভাবে প্রতারিত হয়।

বস্তুতঃ ইসলামী জিন্দেগীর একটি বিরাট প্রাসাদ একমাত্র সেই তওহীদ স্বীকারের উপরই স্থাপিত হইতে পারে, যাহা মানুষের গোটা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের উপর সম্প্রসারিত হইবে, যাহার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেকটি বস্তুতেই "খোদার মালিকানা" বলিয়া মনে করিবে, প্রত্যেকটি মানুষ সেই এক খোদাকেই নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর একই সংগত মালিক, মাবুদ, প্রভু, অনুসরণযোগ্য এবং আদেশ নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলিয়া মানিয়া লইবে। মানব জীবনের জন্য অপিরহার্য জীবন-ব্যবস্থার উৎস একমাত্র তাঁহাকেই স্বীকার করিবে এবং খোদার আনুগত্য বিমুখতা কিংবা তাঁহার জীবন-বিধান উপেক্ষা করা অথবা খোদার নিজ সত্তা ও গুণগরিমা এবং অধিকার ও ক্ষমতার অন্যের অংশীদারিত্ব যে দিক দিয়া এবং যেরূপেই রহিয়াছে, তাহা মারাত্মক ভ্রান্তি ও গোমরাহী হইবে-এই নিগূঢ় সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রাসাদ অত্যধিক সুদৃঢ় হওয়া ঠিক তখনই সম্ভব, যখন কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছা সহকারে তাহার নিজ সত্তা,

www.pathagar.com

যাবতীয় ধনপ্রাণ নিঃশেষে খোদার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত করিবে। নিজের মনগড়া ভাল মন্দের মানদণ্ড চূর্ণ করিয়া সর্বোতভাবে ও সর্বক্ষেত্রে খোদার সন্তোষ ও অসন্তোষকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিবে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করিয়া নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, মনোবাসনা, মানসিক ভাবধারা ও চিন্তাপদ্ধতিকে একমাত্র খোদার দেওয়া জ্ঞানের (কোরআনের) আদর্শে ঢালিয়া গঠন করিবে। যেসব কাজ সুসম্পন্ন করার মারফতে খোদার আনুগত্য করা হয় না, বরং যাহাতে খোদার নাফরমানী করা হয় তাহা সবকিছুই পরিত্যাগ করিবে। নিজের হৃদয়-মনের সর্বোচ্চ স্থানে অভিষিক্ত করিবে খোদার প্রেম-খোদার ভালবাসাকে এবং মনের মণিকোঠা হইতে খোদা অপেক্ষা প্রিয়তর 'ভূত' যেখানে যেখানে আছে, তাহা আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে চূর্ণ করিবে। নিজের প্রেম-ভালবাসা, নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নিজের আগ্রহ ও ঘৃণা, নিজের সন্ধি ও যুদ্ধ-সবকিছুকেই খোদার মরজীর অধীন করিয়া দিবে, ফলে মন শুধু তাহাই পাইতে চাহিবে, যাহা খোদা পছন্দ করেন আর যাহা খোদা পছন্দ করেন না, তাহা হইতে মন দূরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে। বস্তুতঃ খোদার প্রতি ঈমানের ইহাই হইতেছে নিগূঢ় অর্থ। অতএব যেখানে ঈমানই এই সকল দিক দিয়া গভীর, ব্যাপক ও সুদৃঢ় এবং পরিপক্ক না হইবে, সেখানে তাক্‌ওয়া ও ইসলাম যে হইতেই পারে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দাড়ির দৈর্ঘ্য এবং পোশাকের কাটছাট অথবা তসবীহ পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামাজ ইত্যাদি দ্বারা ঐরূপ ঈমানের অভাব কি কখনো পূর্ণ হইতে পারে?

এই দৃষ্টিতে ঈমানের অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কেও চিন্তা করিয়া দেখা যাইতে পারে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে ও ব্যাপারেই নবীকে একমাত্র নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে মানিয়া না লইবে এবং তাঁহার নেতৃত্ব বিরোধী কিংবা উহার প্রভাবমুক্ত যত নেতৃত্বই দুনিয়াতে প্রচলিত হইবে, তাহার সবগুলিকেই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান না করিবে, তক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের প্রতি ঈমান কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না। খোদার কিতাব-প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হওয়ার এক বিন্দু ভাব বর্তমান থাকিলে কিংবা খোদার নাজিলকৃত ব্যবস্থাকে নিজের ও সমগ্র পৃথিবীর জীবন-বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য মনের ব্যাকুলতার কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হইলে খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, সে ঈমান বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অনুরূপভাবে পরকালের প্রতি ঈমান ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না-যতক্ষণ না মানুষের মন

www.pathagar.com

অকুণ্ঠভাবে পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দান করিবে, পরকালীন কল্যাণের মূল্যমানকে ইহকালীন কল্যাণের মূল্যমান অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য- শেষোক্তটিকে প্রথমটির মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলিয়া মনে করিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পরকালে খোদার সম্মুখে জওয়াবদিহি করার বিশ্বাস তাহার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই তাহাকে ভাবিত ও সংযত করিয়া তুলিবে। বস্তুতঃ এই মূল ভিত্তিসমূহই যেখানে পূর্ণ হইবে না- সুদৃঢ় ও ব্যাপক হইবে না, সেখানে ইসলামী জিন্দেগীর বিরাট প্রাসাদ কিসের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে, তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যখন এই ভিত্তিসমূহের পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও পক্কতা সাধন ব্যতীতই ইসলামী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া মনে করিল, তখন ইসলামী সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা গেল। দেখা গেল আল্লাহ্‌র কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দানকারী বিচারপতি, শরীয়ত-বিরোধী আইনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী উকিল, কাফেরী সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনের কাজকর্ম সম্পন্নকারী কর্মী, কাফেরী আদর্শের তমদ্দুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থানুযায়ী জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী নেতা ও জনতা-সকলের জন্যই তাক্‌ওয়া ও ইহ্‌সানের উচ্চতম পর্যায়সমূহ হাসিল করা একেবারে সহজ হইয়া গেল। সকলেরই জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। আর তাহাদের জীবনের বাহ্যিক বেশভূষা, ধরন ধারণ ও আচার-অনুষ্ঠানকে একটি বিশেষ ধরনে গঠন করা এবং কিছু নফল নামায, রোযা ও জেকের আজকারের অভ্যাস করাই সেজন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইল।

২. ইসলাম

ঈমানের উপরোক্ত ভিত্তিসমূহ যখন বাস্তবিকই পরিপূর্ণ ও দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় তখনই তাহার উপর ইসলামের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনা করার কাজ শুরু হয়। বস্তুতঃ ইসলাম হইতেছে ঈমানেরই বাস্তব অভিব্যক্তি-ঈমানেরই কর্মরূপ। ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক বীজ ও বৃক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ। বীজের মধ্যে যাহা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, তাহাই বৃক্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি বৃক্ষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া- বীজের মধ্যে কি ছিল, আর কি ছিলনা, তাহা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, ইহা ধারণা করা যায় না যে, বীজ ছিল না কিন্তু বৃক্ষ বর্তমান ছিল। এটাও সম্ভব নয় যে, জমি বন্ধ্যা ও অনুর্বর নয় এমন জমিতে বীজ বপন করিলে বৃক্ষ অংকুরিত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলামের অবস্থা ঠিক এইরূপ। যেখানে বস্তুতই ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে, সেখানে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে,

www.pathagar.com

কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতিবিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতায়, স্বভাব প্রকৃতিতে, দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকারের দিকে ও পথে, সময়, শক্তি এবং যোগ্যতার বিনিয়োগ-জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই উহার বাস্তব অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ হইবেই হইবে। উল্লেখিত দিকসমূহের মধ্যে কোন একটি দিকেও যদি ইসলামের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম ও ভাবধারা প্রকাশ হইতে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে মনে করিতে হইবে যে, সেই দিকটি ঈমান শূন্য অথবা তাহা থাকিলেও একেবারে নিঃসার, নিস্তেজ ও অচেতন হইয়া রহিয়াছে। গোটা বাস্তব জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমদের ধারা পদ্ধতিতে যাপিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার মনে ঈমানের অস্তিত্ব নাই। কিংবা থাকিলেও উহার ক্ষেত্র অত্যন্ত অনুর্বর ও উৎপাদন শক্তিহীন হওয়ার কারণে ঈমানের বীজই তথায় অংকুরিত হইতে পারে নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। যাহাই হউক, আমি কোরআন ও হাদীস যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহার উপরে নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, মনের মধ্যে ঈমান বর্তমান থাকা এবং কর্মজীবনে ইসলামের বাস্তব প্রকাশ না হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

(এই সময় একজন শ্রোতা দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঈমান ও 'আমল'-কে কি আপনি একই জিনিস বলিয়া মনে করেন? অথবা এই দুইটির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মওলানা মওদূদী বলেন)-

এ সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের উত্থাপিত বিতর্ক অল্প সময়ের জন্য মন হইতে দূরে রাখিয়া সরাসরিভাবে কোরআন মজীদ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে চেষ্টা করুন। কোরআন হইতে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় যে, বিশ্বাসগত ঈমান ও বাস্তব কর্মজীবনের ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও সৎ কাজের ("আমিলে সালেহ") একই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সকল ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি কেবল সেই বান্দাদের জন্যই যাহারা বিশ্বাসের দিক দিয়া ঈমানদার এবং বাস্তব কর্মের দিক দিয়া পূর্ণরূপে 'মুসলিম'। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যেসব লোককে 'মুনাফিক' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাদের বাস্তব কর্মের দোষক্রটির ভিত্তিতেই তাহাদের ঈমানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং বাস্তব কর্মগত ইসলামকেই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আইনতঃ কাহাকেও 'কাফের' ঘোষণা করা এবং মুসলিম জাতির সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সে

www.pathagar.com

ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় আইন প্রযুক্ত হইতে পারে যে ঈমান ও ইসলামের উপর, এখানে আমি সেই ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি না। বরং যে ঈমান খোদার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পরকালীন ফলাফল যাহার ভিত্তিতেই মীমাংসিত হইবে, এখানে আমি কেবল সেই ঈমান সম্পর্কেই বলিতেছি। আইনগত দৃষ্টিভংগী পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার ও নিগূঢ় সত্য যদি আপনি জানিতে চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চিতরূপেই দেখিতে পাইবেন যে, কার্যতঃ যেখানে খোদার সম্মুখে আত্মসমর্পণ, আত্মোৎসর্গ ও পরিপূর্ণরূপে আত্মাহুতির অভাব রহিয়াছে, যেখানে নিজ মনের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায় নাই, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, যেখানে খোদার আনুগত্য করিয়া চলার সংগে সংগে কার্যতঃ "অন্য শক্তির"ও আনুগত্য করা হইতেছে, যেখানে আল্লাহ্র দ্বীন-ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার পরিবর্তে অন্যান্য কাজের দিকেই মনের ঝোঁক ও আন্তরিক নিষ্ঠা রহিয়াছে, যেখানে খোদার নির্দিষ্ট পথে চেষ্টা-সাধনা এবং দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করা হইতেছে না, বরং এই সব কিছুই হইতেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে-ভিন্ন উদ্দেশ্যে, সেখানে যে ঈমানের মৌলিক ত্রুটি রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের উপর তাক্ওয়া ও ইহ্সানের অধ্যায় যে রচিত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। বাহ্যিক বেশভূষায় তাক্ওয়া কিংবা ইহসানের কৃত্রিম অনুকরণের চেষ্টা করিলেও উহার প্রকৃত ভাবধারা লাভ করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক বেশভূষা ও কৃত্রিম আচারানুষ্ঠান সাধারণতঃ অন্তসারশূন্য হইলে এবং অন্তর্নিহিত ভাবধারার সহিত বাহ্যিক বেশভূষার সামঞ্জস্য না হইলে তাহা একটি সুশ্রী ও সুঠাম মৃতদেহের অনুরূপ হইয়া থাকে। উহার বাহ্যিক আকার আকৃতি ও বেশভূষা যতই সুন্দর ও উত্তম হউক না কেন, তাহা প্রাণশূন্য বলিয়া জনগণ তাহা দেখিয়া প্রতারিত হইতে পারে মাত্র। এই বাহ্যিক বেশভূষা ও সুঠাম দেহের প্রতি কোন কাজের আশা করিয়া থাকিলে বাস্তব ঘটনাই উহার ব্যর্থতা প্রমাণ করিবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যাইবে যে, একটি কুৎসিত জীবিত মানুষ একটি সুশ্রী লাশ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে। প্রকাশ্য বেশভূষার দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ও আত্মপ্রতারণা করা সহজ বা সম্ভব, কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় উহার কোন মূল্যই প্রমাণিত হয় না-খোদার নিকট উহার এক বিন্দু মূল্য হওয়া তো দূরের কথা। অতএব বাহ্যিক নয়, প্রকৃত ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ তাক্ওয়া ও ইহ্সান লাভ করিতে হইলে- আর ইহা ব্যতীত দুনিয়ার বুকে খোদার দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন

www.pathagar.com

কল্যাণ লাভ মাত্রই সম্ভব নয়- আমার এই কথা মনের পৃষ্ঠায় বদ্ধমূল করিয়া লউন যে, উপরের এই দুইটি পর্যায় কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না, যতক্ষণ না ঈমানের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হইবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মগত ইসলাম কার্যতঃ খোদার আনুগত্য ও অনুসরণের ভিতর দিয়া নিঃসন্দেহে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের ভিত্তি মজবুত হইতে পারে না।

তাক্ওয়া

তাক্ওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'তাক্ওয়া' কাহাকে বলে তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তাকওয়া কোন বাহ্যিক ধরন-ধারণ এবং বিশেষ কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়। তাক্ওয়া' মূলতঃ মানব মনের সেই অবস্থাকেই বলা হয় যাহা খোদার গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির দরুন সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের মনে খোদার ভয় হইবে, নিজে খোদার দাসানুদাস- এই চেতনা জাগ্রত থাকিবে খোদার সম্মুখে নিজের দায়িত্ব ও জওয়াবদিহি করার কথা স্মরণ থাকিবে এবং এই একটি পরীক্ষাগার, আল্লাহ্ জীবনের একটি নির্দিষ্ট আয়ুদান করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন-এই খেয়াল তীব্রভাবে বর্তমান থাকিবে। পরকালে ভবিষ্যতের ফয়সালা এই দৃষ্টিতে হইবে যে, এই নির্দিষ্ট অবসরকালের মধ্যে এই পরীক্ষাগারে নিজের শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে, খোদার ইচ্ছানুক্রমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার ব্যবহার কিভাবে করিয়াছে এবং খোদার নিজস্ব বিধান অনুযায়ী জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়া যেসব মানুষের সহিত বিজড়িত করিয়াছে, তাহাদের সহিত কিরূপ কাজকর্ম ও লেন-দেন করা হইয়াছে- এই কথাটিও মনের মধ্যে জাগরূক থাকিবে।

বস্তুতঃ এইরূপ অনুভূতি ও চেতনা যাহার মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান থাকিবে, তাহার হৃদয় মন জাগ্রত হইবে, তাহার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হইবে, খোদার মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বস্তুই তাহার মনে খটকার সৃষ্টি করিবে, খোদার অপছন্দনীয় মনোনীত প্রত্যেকটি জিনিসই তাহার রুচিতে অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন সে নিজেই নিজের যাচাই করবে। তাহার কোন্ ধরনের ঝোঁক ও ভাবধারা লালিত পালিত হইতেছে নিজেই তাহার জরীপ করিবে। সে কোন্ সব কাজকর্মে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছে, তাহার হিসাব সে নিজেই করিতে শুরু করিবে। তখন সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ কোন কাজ করা দূরের কথা সংশয়পূর্ণ কোন কাজেও লিপ্ত হইতে সে নিজে ইতস্ততঃ করিবে। তাহার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাহাকে খোদার সকল নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সহিত

www.pathagar.com

পালন করিতে বাধ্য করিবে। যেখানেই খোদার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হওয়ার আশংকা হইবে, সেখানেই তাহার অন্তর্নিহিত খোদাভীতি তাহার পদযুগলে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করিবে, চলৎশক্তি রহিত করিয়া দিবে। খোদার হক ও মানুষের হক রক্ষা করা স্বতঃস্ফূর্ত রূপেই তাহার স্বভাবে পরিণত হইবে। কোথাও সত্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ তাহার দ্বারা না হইয়া পড়ে সেই ভয়ে তাহার মন সতত কম্পমান থাকিবে। এইরূপ অবস্থা বিশেষ কোন ধরনের কিংবা বিশেষ কোন পরিধির মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে না, ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা পদ্ধতি এবং তাহার সমগ্র জীবনের কর্মধারাই ইহার বাস্তব অভিব্যক্তি হইবে। ইহার অনিবার্য প্রভাবে এমন এক সুসংবদ্ধ, সহজ, ঋজু এবং একই ভাবধারা বিশিষ্ট ও পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি গঠিত হইবে, যাহাতে সকল দিক দিয়াই একই প্রকারের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে কেবল বাহ্যিক আকার–আকৃতি ও কয়েকটি নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ এবং নিজেকে কৃত্রিমভাবে কোন পরিমাপযোগ্য ছাঁচে ঢালিয়া লওয়াকেই যেখানে তাকওয়া বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানে শিখাইয়া দেওয়া কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে 'তাকওয়া' পালন হইতে দেখা যাইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে এমন সব চরিত্র, চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মনীতি পরিলক্ষিত হইবে, যাহা 'তাকওয়া' তো দূরের কথা ঈমানের প্রাথমিক স্তরের সহিতও উহার কোন সামঞ্জস্য হইবে না। ইহাকেই হযরত ঈসা (আঃ) উদাহরণের ভাষায় বলিয়াছেন– "এক দিকে মাছি বাছিয়া বাহির কর আর অন্যদিকে বড় বড় উট অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ কর।"

প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়ার পারস্পরিক পার্থক্য অন্য একভাবেও বুঝিতে পারা যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি তীব্র ও জাগ্রত রুচি অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে, সে নিজেই অপবিত্রতা ও পংকিলতাকে ঘৃণা করিবে–তাহা যে আকারেই হউক না কেন এবং পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিবে। উহার বাহ্যিক অনুষ্ঠান যথাযথরূপে প্রতিপালিত না হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। অপর ব্যক্তির আচরণ উহার বিপরীত হইবে। কারণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোন স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা তাহার মধ্যে নাই; বরং ময়লা ও অপবিত্রতার একটি তালিকা কোথা হইতে লিখিয়া লইয়া সব সময়ই সঙ্গে রাখিয়া চলে, ফলে এই ব্যক্তি তাহার তালিকায় উল্লেখিত ময়লাগুলি হইতে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও ঘৃণিত বহু প্রকার পংকিলতার মধ্যে সে অজ্ঞাতসারেই লিপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ তালিকায়

www.pathagar.com

অনুল্লেখিত পংকিলতা যে কোনরূপ পংকিল বা ঘৃণিত হইতে পারে ইহা সে মাত্রই বুঝিতে পারে না। এই পার্থক্য কেবল নীতিগত ব্যাপারেই নয়, চারিদিকে যাহাদের তাকওয়ার একেবারে ধুম পড়িয়া গিয়াছে তাহাদের জীবনে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। তাহারা একদিকে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করিয়া থাকে, এমনকি দাড়ির দৈর্ঘ্য একটি বিশেষ পরিমাপ হইতে একটু কম হইলেই তাহাকে জাহান্নামী হওয়ার "সুসংবাদ" শুনাইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করে না এবং ফিকাহ্‌র শাস্ত্রীয় মত হইতে কোথাও সামান্য বিচ্যুতিকেও তাহারা দ্বীন ইসলামের সীমা লংঘন করার সমান মনে করে। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে তাহারা চরমভাবে উপেক্ষা করিয়া চলে, গোটা জীবনের ভিত্তি তাহারা স্থাপিত করিয়াছে 'রোখছত' অনুমতি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির উপর। আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলাম কায়েম করার জন্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব এড়াইবার জন্য তাহারা বহু সুযোগের পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। কাফেরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে তাহারা ইসলামী জিন্দেগী যাপরেন প্রস্তুতি করার জন্যই সকল চেষ্টা ও সাধনা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহাদেরই ভুল নেতৃত্ব মুসলমানদিগকে এই কথা বুঝাইয়াছে যে, এক ইসলাম বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থার অধীন থাকিয়া-বরং উহার 'খিদমত' করিয়াও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ধর্মীয় জীবন যাপন করা যায় এবং তাহাতেই দ্বীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ প্রতিপালিত হইয়া যায়-অতঃপর ইসলামের জন্য তাহাদিগকে আর কোন চেষ্টা সাধনা বা কষ্ট স্বীকার আদৌ করিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, তাহাদের সম্মুখে দ্বীন ইসলামের মূল দাবী যেমন পেশ করা হয় এবং দ্বীন (ইসলামী নেজাম) কায়েম করিবার চেষ্টা সাধনা ও আন্দোলনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তাহারা উহার প্রতি শুধু চরম উপেক্ষাই প্রদর্শন করে না, উহা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানকেও উহা হইতে বিরত রাখিবার জন্য শত রকমের কৌশলের আশ্রয় লয়। আর এতসব সত্ত্বেও তাঁহাদের 'তাকওয়া' ক্ষুণ্ন হয় না; আর ধর্মীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের মনে তাহাদের 'তাকওয়া'র অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র জাগ্রত হয় না। এইভাবেই প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ 'তাকওয়া' এবং কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য 'তাকওয়া'র পারস্পরিক পার্থক্য বিভিন্নরূপে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। কিন্তু তাহা অনুভব করার জন্য 'তাকওয়া'র প্রকৃত ধারণা মনের মধ্যে পূর্বেই বদ্ধমূল হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ, চালচলন, উঠাবসা ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

বাহ্যিক রূপ যাহা হাদীস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে আমি হীন ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি- আমার পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সেরূপ ধারণা করা মারাত্মক ভুল হইবে; সন্দেহ নাই। এইরূপ কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমি শুধু এই কথাই বুঝাইতে চাই যে, প্রকৃত তাকওয়াই হইতেছে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, উহার বাহ্যিক প্রকাশ মুখ্য নয়, গৌণ। আর প্রকৃত 'তাকওয়ার মহিমা দীপ্তি যাহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিবে, তাহার সমগ্র জীবনই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সহিত খাঁটি 'ইসলামী জীবন' রূপেই গড়িয়া উঠিবে এবং তাহার চিন্তাধারায়, মতবাদে, তাহার হৃদয়াবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতায়, তাহার স্বভাবগত রুচি, তাহার সময় বন্টন ও শক্তিনিচয়ের ব্যয় ব্যবহার, তাহার চেষ্টা সাধনার পথে ও পন্থায়, তাহার জীবন ধারায় ও সমাজ পদ্ধতিতে, তাহার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে, তাহার সমগ্র পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে পূর্ণ ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার সহিত ইসলাম রূপায়িত হইতে থাকিবে। কিন্তু আসল তাকওয়া অপেক্ষা উহার বাহ্যিক বেশভূষাকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়- উহার উপরই যদি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রকৃত তাকওয়ার বীজ বপন ও উহার পরিবর্ধনের জন্য যত্ন না নিয়া যদি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বাহ্যিক হুকুম আহকাম পালন করা হয়, তবে বর্ণিত রূপেই যে উহার পরিণাম ফল প্রকাশিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমোক্ত কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সেইজন্য অসীম ধৈর্যের আবশ্যক; ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারেই উহা বিকশিত হইয়া এবং দীর্ঘ সময়ের সাধনার পরই তাহা সুশোভিত হইয়া থাকে। ঠিক যেমন একটি বীজ হইতে বৃক্ষ সৃষ্টি এবং তাহাতে ফুল এবং ফল ধারণে স্বভাবতই বহু সময়ের আবশ্যক হয়। এই কারণেই স্থূল ও অস্থির স্বভাবের লোক ঐরূপ তাকওয়া লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে সাধারণতঃ প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়া- তাকওয়ার বাহ্যিক বেশভূষা- সহজলভ্য, অল্প সময় সাপেক্ষ; যেমন একটি কাষ্ঠখণ্ডে পত্র ও ফুল ফল বাঁধিয়া "ফল ফুলে শোভিত একটি বৃক্ষ" দাঁড় করা হয়ত বা সহজ; কিন্তু মূলতঃ তাহা কৃত্রিম, প্রতারণামূলক এবং ক্ষণস্থায়ী। এইজন্যই আজ শেষোক্ত প্রকারের তাকওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃক্ষ হইতে যাহা কিছু লাভ করার আশা করা যায়; একটি কৃত্রিম বৃক্ষ হইতে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, ইহা সর্বজনবিদিত সত্য।

৪. ইহসান

এখন ইহসান সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল- সর্বোচ্চ পর্যায়। মূলতঃ 'ইহসান' বলা

www.pathagar.com

হয়ঃ আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার ইসলামের সহিত মনের এমন গভীরতর ভালবাসা, দুচ্ছেদ্য বন্ধন এবং আত্মহারা প্রেম-পাগল ভাবধারাকে, যাহা একজন মুসলমানকে 'ফানা ফিল ইসলাম' (ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত) প্রাণ করিয়া দিবে। তাকওয়ার মূলকথা হইতেছে খোদার ভয়, যাহা খোদার নিষিদ্ধ কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইহসানের মূলকথা হইতেছে খোদার প্রেম-খোদার ভালোবাসা। ইহা মানুষকে খোদার সন্তোষ লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে। এই দুইটি জিনিসের পারস্পরিক পার্থক্য একটি উদাহরণ হইতে বুঝা যায়। সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে, যাহারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্যানুভূতি ও আগ্রহ উৎসাহের সহিত যথাযথ ভাবে আঞ্জাম দেয়। সমগ্র নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া তাহারা চলে এবং সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোন কাজই তাহারা কখনো করে না। এতদ্ব্যতীত আর এক ধরনের লোক থাকে, যাহারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গপূর্ণ ভাবধারার সহিতই সরকারের কল্যাণ কামনা করে। তাহাদের উপর যেসব কাজ ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহারা কেবল তাহাই সম্পন্ন করে না, যেসব কাজে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হইতে পারে আন্তরিকতার সহিত সেই সব কাজও তাহারা আঞ্জাম দিবার জন্য যত্নবান হয় এবং এইজন্য তাহারা আসল কর্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোন ঘটনা ঘটিয়া বসিলেই তাহারা নিজেদের জানমাল ও সন্তান সব কিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কোথাও আইন শৃংখলা লংঘিত হইতে দেখিলে তাহাদের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলে তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহা দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। নিজে সচেতনভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা তো দূরের কথা উহার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগিতে দেওয়া তাহাদের পক্ষে সহ্যাতীত হইয়া পড়ে এবং সকল প্রকার দোষত্রুটি দূর করিবার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। পৃথিবীতে একমাত্র তাহাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হউক এবং সর্বত্রই উহারই বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়া পত পত করিতে থাকুক-ইহাই হয় এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মনের বাসনা। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ হয় রাষ্ট্রের 'মুত্তাকী' আর শেষোক্ত কর্মচারীগণ হয় 'মুহসিন'। উন্নতি এবং উচ্চপদ মুত্তাকীরা লাভ করিয়া থাকে, বরং যোগ্যতম কর্মচারীদের তালিকায় তাহাদেরই নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'মুহসীন'দের জন্য সরকারের নিকট যে সম্মান ও মর্যাদা হইয়া থাকে, তাহাতে অন্য কাহারোই অংশ থাকিতে পারে না। ইসলামের 'মুত্তাকী' ও

www.pathagar.com

'মুহসীন' দের পারস্পরিক পার্থক্য উক্ত উদাহরণ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে। তাহারাও শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হইতেছে মুহসিনগণ! আর পৃথিবীতে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য একমাত্র 'মুহসীন' দের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

ইহসান-এর নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া লওয়ার পর প্রত্যেক পাঠকই অনুমান করিতে পারেন যে, যাহারা খোদার দ্বীন ইসলামকে কুফরের অধীন-কুফর কর্তৃক প্রভাবান্বিত দেখিতে পায়, যাহাদের সম্মুখে খোদা নির্ধারিত সীমা লংঘিত ও পর্যুদস্তই শুধু নয়, নিঃশেষে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়, খোদার বিধান কেবল কার্যতঃই নয়-সর্বতোভাবেই বাতিল করিয়া দেওয়া হয়, খোদার পৃথিবীতে খোদার পরিবর্তে খোদাদ্রোহীদের 'রাজত্ব' ও প্রভাব স্থাপিত হয়, কাফেরী ব্যবস্থার আধিপত্যে কেবল জন-সমাজেই নৈতিক ও তমদ্দুনিক বিপর্যয় উদ্ভুত হয় না-স্বয়ং মুসলিম জাতিও অত্যন্ত দ্রুততার সহিত নৈতিক ও বাস্তব (কর্মগত) ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে-সেখানে এইসব প্রত্যক্ষ করার পরও যাহাদের মনে একটু ব্যথা দুঃখ বা চিন্তা জাগিয়া ওঠে না, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন উদ্যম ও প্রয়োজনীয়তা-বোধই যাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, বরং যাহারা নিজেদের মনকে এবং মুসলমান জনসাধারণকে ইসলাম-বিরোধী জীবন ব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে নীতিগত ও কার্যতঃ বরদাশ্ত করার জন্য সান্ত্বনা দেয়; এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'মুহসিন' বলিয়া কিরূপে মনে করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহ করা সত্ত্বেও কেবল চাশ্ত, এশ্রাক ও তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামাজ পড়ার দরুন, জেকের-আজকার, মোরাকাবা-মুশাহাদা, হাদীস-কোরআনের অধ্যাপনা, খুঁটিনাটি সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষ ইহসানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়।

سر داد نداد دست در دست یزید

"মস্তক দিয়াছি, কিন্তু ইয়াজীদের হাতে হাত মিলাইতে প্রস্তুত হই নাই"।

এইরূপ বিপ্লবী ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আত্মোসংর্গী ভাব কোন লোকের মধ্যেই উঠে নাই। এইজন্যই- بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا

"জয়লাভ হয়তো করি নাই, নিজের মস্তক তো উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি"-বলিয়া নিজেকে সত্যিকারভাবে একমাত্র খোদার জন্য উৎসর্গ করিতে পারি নাই।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বৈষয়িক রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মধ্যেও নিষ্ঠাবান, অনুগত এবং অবাধ্য কর্মচারীদের মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশে বিদ্রোহ ঘোষিত হইলে কিংবা দেশের কোন অংশের উপর শত্রুপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হইলে তখন যাহারা বিদ্রোহ ও শত্রুদের এই অন্যায় পদক্ষেপকে সংগত বলিয়া মনে করে, অথবা উহাতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাহাদের সহিত বিজিতের ন্যায় আচরণ করিতে শুরু করে, কিংবা তাহাদের প্রভুত্বাধীন এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করে যাহার কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি শত্রুদের নিকট থাকিবে, আর কিছু ছোটখাটো ব্যাপারের আবিষ্কার ও ক্ষমতা তাহারা নিজেরা লাভ করিবে- কোন রাষ্ট্র কিংবা জাতিই এই শ্রেণীর লোকদিগকে অনুগত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিকরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। জাতীয় পোশাক ও বাহ্যিক চালচলন কঠোরভাবে অনুসরণ করিয়া চলিলেও এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে জাতীয় আইন দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া চলিলেও উহার কোন মূল্যই দেওয়া হয় না, বর্তমান যুগের কত ঘটনাকেই ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানী বহু দেশ দখল করিয়াছিল এবং সেই বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক লোকই তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলি যখন জার্মান প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল তখন জার্মান প্রভুত্বের সহিত সহযোগিতাকারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হইয়াছিল। এই সব রাষ্ট্র ও জাতির নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার একটি মাত্র মাপকাঠি রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ-শত্রুপক্ষের প্রভুত্ব বিলুপ্তির জন্য কে কতখানি কাজ করিয়াছে এবং যাহার প্রভুত্ব সে স্বীকার করে বলিয়া দাবী করে, তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কে কতখানি চেষ্টা ও সাধনা করিয়াছে- নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার ইহাই হইতেছে একমাত্র মানদণ্ড।

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলিরই যখন এইরূপ অবস্থা- সকল প্রকার আনুগত্যকে এই তীব্র শাণিত মানদণ্ডে যাচাই করিয়া লওয়াই যখন উহাদের রীতি দুনিয়ার কম বুদ্ধির মানুষের ন্যায় নিজের নিষ্ঠাবান আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে পরীক্ষা করার জন্য খোদার নিকট কি কোন মানদণ্ড নাই? আল্লাহ তায়ালা কি শুধু শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য, লুংগী- পায়জামার উর্ধ্বস্থতা, তসবীহ পাঠ এবং দরুদ, অজীফা, নফল এবং মোরাকাবা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকর্ম দেখিয়া প্রতারিত হইবেন, আর নিজেরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাহ বলিয়া মনে করিবেন? খোদা সম্পর্কে এত হীন ধারণা করা কি কোনরূপেই সমীচীন হইতে পারে?

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তব চিত্র

ক. আমাদের কর্মপদ্ধতি, তার কৌশল ও সুফল

খ. আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

গ. কর্মসূচী

www.pathagar.com

ক. আমাদের কর্মপদ্ধতি তার কৌশল ও সুবিধা

এটি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) সেই বক্তৃতার শেষাংশ যার শিরোনাম "ইসলামী দাওয়াত ও তার কর্ম পদ্ধতি।" ভাষণটির প্রথম অংশ এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

পয়লা সুফল

অতঃপর আমাদের এই আন্দোলনের জন্য গৃহীত কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে পেশ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের মূল দাওয়াতের ন্যায় আমাদের কর্মপদ্ধতিও কুরআন এবং নবীদের কর্মপদ্ধতি হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দাওয়াত যাহারা গ্রহণ করে, আমরা তাহাদেরকে সর্বপ্রথম কার্যতঃ খোদার দাসত্ব অনুযায়ী জীবন গড়িয়া তুলিতে এবং এই কাজে নিজেদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিয়া থাকি। ঈমানের বিপরীত সকল কাজ হইতেই তাহাদের নিজেদের জীবনকে পবিত্র করিতেও বলি। বস্তুতঃ এখান হইতেই তাহাদের চরিত্র শুদ্ধি, স্বভাব প্রকৃতি গঠন এবং উহার যাচাই শুরু হইয়া যায়। যাহারা বড় ও উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরকে নিজেদের রচিত গগনচুম্বী স্বপ্ন প্রাসাদ নিজেদের হাতেই ধূলিসাৎ করিয়া দিতে হয় এবং এমন এক জীবন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে মান সম্মান, পদমর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা তাহাদের নিজেদের জীবনেই শুধু নহে, পরবর্তী কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। আর যাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা–লুণ্ঠিত সম্পদ, অংশীদারদের অপহৃত অংশ এবং উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করা সম্পত্তি ও জমি জায়গার উপর স্থাপিত, এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাহাদেরকে ইহার সব কিছু ত্যাগ করিয়া সর্বহারা সাজিতে হয়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা যে খোদাকে নিজেদের মালিক ও মনিব হিসাবে স্বীকার করিয়াছে, সেই খোদাই কাহারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা মোটেই পছন্দ করেন না। যাহাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় শরীয়ত বিরোধী কিংবা বাতিল রাষ্ট্র–ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, উন্নতির স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা, বর্তমান উপায়ে অর্জিত খাদ্যের একমুঠি গলাধঃকরণ করাও তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা বর্তমান জীবিকার উপায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি পবিত্র পন্থা–তাহা যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন–গ্রহণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এতদ্ভিন্ন উপরে যেমন বলিয়াছি কার্যতঃ এই আদর্শ গ্রহণ করিলেই প্রত্যেকটি লোকের

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী লোকজন তাহার দুশমন হইয়া পড়ে। তাহার পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-সন্তান এবং তাহার নিকটাত্মীয় লোকই সর্বপ্রথম তাহার ঈমানের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই আদর্শ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষেরই শান্তিপূর্ণ ও স্নেহময় নীড় বোলতার বাসায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইহাই হইতেছে সর্বপ্রথম ট্রেনিং কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের মারফতেই আমরা সৎ, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র এবং দৃঢ় স্বভাব-প্রকৃতির কর্মী লাভ করিয়া থাকি। ইহা ইসলামী আন্দোলনের অনুকূলে খোদার তরফ হইতে এক স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এই প্রাথমিক অগ্নি-পরীক্ষায় যাহারা ব্যর্থ হয় তাহারা এই আন্দোলন ও সংগঠন হইতে স্বঃতই ঝরিয়া পড়ে, আমাদের সেইজন্য বিশেষ কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আর যাহারা ইহাতে সাফল্য লাভ করে, তাহারা নিজেদের প্রাথমিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সংকল্প, সত্যের প্রতি প্রেম এবং সুদৃঢ় স্বভাব-প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে-যাহা খোদার পথে অন্ততঃ প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় অতিক্রম করার জন্য একান্তই অপরিহার্য। এই অধ্যায়ের সফলতা প্রাপ্ত লোকদেরকে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দিকে অগ্রসর করিতে পারি। কারণ এই অধ্যায়ে পূর্বাপেক্ষাও অধিক কঠিন পরীক্ষা দেখা যায়। সেই পরীক্ষা আর একটি অগ্নিকুন্ডের সৃষ্টি করে, তাহাও পূর্বানুরূপ 'জাল মুদ্রাগুলিকে' বাছাই করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে এবং খাঁটি ও অকৃত্রিম মুদ্রাগুলি আমাদের কাছে রাখিয়া দেয়। আমাদের জ্ঞানমতে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, মানবীয় খনি হইতে অকৃত্রিম ও কার্যকরী অংশগুলি ছাটাই করিবার এবং উহাদের অধিকতর কর্মোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ইহাই চিরন্তন ও শাশ্বত পন্থা। এই অগ্নিকুন্ডে যে 'তাকওয়া' গড়িয়া উঠে তাহা ফিকাহ শাস্ত্রের পরিমাপে উত্তীর্ণ না হইলেও এবং পীরের খানকার মানদন্ডে অসম্পূর্ণ হইলেও মূলত এই ধরনের 'তাকওয়া'ই বিশ্ব পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করিবার এবং এই বিরাট আমানতের দুর্বহ ভার বহন করিবার যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু 'খানকায়' যে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা ইহার একশত ভাগের এক ভাগও বহন করিবার যোগ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় সুফল

দ্বিতীয়তঃ জামায়াতের সদস্যদের উপর আদর্শ প্রচারেরও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যে সত্যের আলো তাহারা লাভ করিয়াছে, উহাকে নিজেদের নিকটবর্তী পরিবেশের সকল লোকের মধ্যে বিকীর্ণ করাও তাহাদের অন্যতম ও প্রধান

www.pathagar.com

কর্তব্য। এইসব ক্ষেত্র হইতেও যাহাতে কিছু না কিছু লোক এই সত্যকে গ্রহণ করে, সেইজন্য চেষ্টা করা তাহাদের দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হয়। এখানে আবার নূতন পরীক্ষা শুরু হইয়া যায়। সর্বপ্রথম এই প্রচারমূলক কাজের চাপে প্রচারকের নিজের জীবনই নির্ভুল হইতে শুরু করে— কারণ এই কাজ আরম্ভ করার সংগে সংগে অসংখ্য দূরবীক্ষণ ও সন্ধানী আলো (Search-light) তাহার জীবন ও চরিত্রের দিকে উত্তোলিত হয়। ফলে প্রচারকের নিজের জীবনে ঈমান বিরোধী সামান্য কিছু থাকিলেও এই বিনা পয়সার সংশোধনী প্রচেষ্টার সাহায্যে তাহার নিজের নিকটই উহা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে এবং নিরন্তর 'চাবুক লাগাইয়া' তাহার জীবনকে নিখুঁত ও নির্মল করিয়া তোলে। প্রচারক প্রকৃতই যদি এই দাওয়াতের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ঈমান আনিয়া থাকে, তবে এই সমালোচনায় সে মোটেই ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হইবে না এবং গোজামিল দিয়া নিজের কাজের ভুল গোপন করিতে কখনও চেষ্টা করিবে না। বরং লোকদের এই সমালোচনার আলোকে তাহা নিছক বিরুদ্ধতার উদ্দেশ্যে হইলেও বিনা পরিশ্রম ও বিনা ব্যয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার অবকাশ পাইবে। যে পাত্রকে শত শত হাত মাজিয়া-ঘষিয়া ছাফ করিতে চেষ্টা করিবে, উহার ময়লা যতই পুঞ্জীভূত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহা যে নির্মল ও স্বচ্ছ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সুফল

শুধু তাহাই নহে, এই ধরনের প্রচার-প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের কর্মীদের মধ্যে এমন অনেক গুণ বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ হয়, যাহা পরবর্তী কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বৃহত্তর কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রচারক যখন নানাবিধ প্রতিকূল ও হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, কোথাও তাহার উপর বিদ্রুপবাণ বর্ষিত হয়, কোথাও অপমানকর উক্তি শুনিতে হয়, অসংখ্য প্রকার ভর্ৎসনা এবং নানাবিধ মূর্খতামূলক কার্য দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করা হয়, কোথও তাহার উপর নানা প্রকার দোষারোপ ও অভিযোগ উথাপন করিয়া তাহার জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয়, কোথাও তাহাকে নানা প্রকার ফেতনা ও ঝগড়া-বিতর্কে জড়াইবার জন্য অভিনব উপায় অবলম্বন করা হয়, কোথাও তাহাকে ঘর হইতে বিতাড়িত করা হয়, উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, বন্ধুতা এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা হয় এবং তাহার নিজ পরিবেশে তাহার জীবন দুর্বিষহ করিয়া দেওয়া হয়-এইরূপ অবস্থায়ও আমাদের যে কর্মী সাহস হারায় না, সত্যের এই আন্দোলন হইতে বিরত থাকে না,

বাতিলপন্থীদের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয় না, বিক্ষুব্ধ হইয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় ভারসাম্য হারায় না-বরং উহার বিপরীত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, বুদ্ধিমত্তা, অনমনীয় দৃঢ়তা, স্থিরতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরহেজগারী ও ঐকান্তিক একনিষ্ঠ মন লইয়া নিজ আদর্শের উপর অচল-অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং নিজ পরিবেশকে আদর্শের অনুকূল করিয়া তুলিবার জন্য অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা করে, তাহার মধ্যে যে উচ্চতর মহান গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর বস্তুতঃ এই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যই ইসলামী আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে একান্ত অপরিহার্য।

দাওয়াত দান পদ্ধতি

আদর্শ প্রচারের জন্য আমরা আমাদের কর্মীদের কুরআনে উপস্থাপিত কর্ম পদ্ধতিই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। অর্থাৎ যুক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মহৎ উপদেশের সাহায্যে লোকদেরকে খোদার পথে আহবান জানানো, ক্রমশঃ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ক্রমিক নীতি অনুসারে লোকদের সম্মুখে দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে বাস্তব জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা। কাহাকেও সাধ্যাতীত খোরাক দান, মূলনীতির পূর্বে খুঁটিনাটি বিষয় পেশ করা, মৌলিক দোষত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা করার পরিবর্তে বাহ্যিক দোষত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করার মত অবৈজ্ঞানিক কাজ করিতে কর্মীদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়। অবসাদ এবং বিশ্বাস ও কর্মগত ভ্রান্তিতে জড়িত লোকদের সহিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত ব্যবহার না করিয়া একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার সহিত মানুষের প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করিতে চেষ্টা করাই আমাদের কাজ। ভর্ৎসনা এবং পাথর নিক্ষেপের উত্তরে কল্যাণকর কাজ করিতে শিখা, অত্যাচার ও নিপীড়ন হইলে ধৈর্য ধারণ করা, অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের সহিত কুতর্কে এবং স্বার্থসংকুল বিসম্বাদে লিপ্ত না হওয়া, অর্থহীন কথা-বার্তাকে উন্নত ও মহান আত্মার ন্যায় উপেক্ষা করাই আমাদের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য। সত্যের আদর্শ হইতে যাহারা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করার পরিবর্তে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য- বৈষয়িক পদমর্যাদার দিক দিয়া তাহারা যতই হীন হোক না কেন। এই চেষ্টা-সাধনার ব্যাপারে রিয়াকারী ও প্রদর্শনীমূলক কাজ-কর্ম হইতে দূরে থাকা, নিজেদের কীর্তি-কলাপ গনিয়া গনিয়া গৌরবের সহিত লোকদের সম্মুখে পেশ করিয়া

www.pathagar.com

তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা না করা, সকল কাজ একমাত্র খোদার উদ্দেশ্যে করা এবং উহার ফল খোদার নিকট হইতেই পাইবার আশা করা আমাদের কর্মীদের কর্তব্য। তাহাদের মনে এই ভাব থাকা দরকার যে, আল্লাহ তাহাদের সকল কাজ দেখিতেছেন এবং তিনি তাহাদের সকল কাজের মূল্য নিশ্চয়ই দিবেন। দুনিয়ার মানুষ উহার মূল্য বুঝুক আর না বুঝুক, মানুষ কোন সুফল দিক আর শাস্তিই দিক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বস্তুতঃ এইরূপ কর্মনীতিতে অনন্য সাধারণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সৃষ্টি হয়, এই আন্দোলনের অত্যধিক সংকটপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য অধ্যায়সমূহে এই গুণাবলীর সর্বাধিক গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার ফলে আন্দোলন কিছুটা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিলেও উহার প্রতিটি পদক্ষেপ সুদৃঢ় ও গভীর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। একমাত্র এই ধরনের কর্মনীতির সাহায্যেই সমাজের সর্বোত্তম অংশকে আন্দোলনে টানিয়া আনা সম্ভব। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন অপদার্থ লোকদের বিরাট ভীড় সৃষ্টি করার পরিবর্তে উল্লিখিত রূপ কর্মনীতির দ্বারাই সমাজের সর্বাধিক সৎলোকদেরকে আন্দোলনের কর্মী হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে। এই ধরনের একজন কর্মী সহস্র অকর্মন্য অপদার্থ লোকের অপেক্ষা যে সমধিক মূল্যবান ও শক্তিপ্রদ তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কর্মপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা

আমাদের কর্ম পদ্ধতির একটি বিরাট অংশ এই যে, আমরা নিজেদেরকে বাতিল শাসন ব্যবস্থার আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। আমরা নিজেদের মানবীয় অধিকার, নিজেদের জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম কোন জিনিসেরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন সাহায্যই গ্রহণ করিব না- যদিও ইহা আমাদের সকল সদস্যের উপর কর্তব্য হিসাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই, বরং ইহাকে একটি উচ্চ মান হিসাবে সকলের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে এবং সকলকে ইহার গ্রহণ সম্পর্কে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে এই উচ্চতর মান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, অন্যথায় প্রতিকূল অবস্থায় ঘাত-প্রতিঘাতে পরাজিত হইয়া অধোগতি লাভ করিবে। অবশ্য নিম্ন গতিরও এখানে একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই শেষ সীমাও যাহারা লংঘন করিবে, যাহারা তাহারও নীচে পড়িয়া যাইবে, তাহাদেরকে আর জামায়াতের মধ্যে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। যে মিথ্যা মোকদ্দমা করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়, কিংবা কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়ে- নিছক স্বার্থপরতা,

www.pathagar.com

লালসাবৃত্তি চরিতার্থতা কিংবা কোন বন্ধুতা বা আত্মীয়তার অমূলক সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কোন মোকদ্দমায় লিপ্ত হয় জামায়াতে ইসলামীতে তাহার কোন স্থান হইতে পারে না।

আইন ও আদালত সম্পর্কে অনুসৃত আমাদের এই নীতির যৌক্তিকতা আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেকেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য নানা প্রকার অমূলক প্রশ্ন উথাপন করে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহার অন্তর্নিহিত বিপুল স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা আমরা আমাদেরকে একটি আদর্শবাদী জামায়াত হওয়ার কথা বাস্তব কাজের সাহায্যে প্রমাণিত করিতে পারি। মনে রাখা দরকার যে, ইহা একটি তামাসা ও স্ফূর্তির ব্যাপার নহে; এইজন্য অত্যন্ত তিক্ত ও কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় নিজেকে সমর্পণ করিতে হয়। আমরা যখন বলি, মানব জীবনের জন্য আইন রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো নাই, যখন দাবী করি, প্রভুত্ব (Sovereignty) একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং খোদার আনুগত্য না করিয়া ও তাঁহার আইন না মানিয়া পৃথিবীতে হুকুম বা শাসন চালাইবার অধিকার কেহই পাইতে পারে না, আমাদের বিশ্বাসই যখন এই যে, খোদায়ী আইন ব্যতীত মানুষের ব্যাপারসমূহের বিচার ফায়সালা যে করিবে, সে কাফের, ফাসেক এবং জালেম-তখন আমাদের বিশ্বাস ও দাবী অনুযায়ী অ-খোদার আইনের ভিত্তিতে আমাদের অধিকার স্থাপিত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। বাতিল রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর আমরা হক ও বাতিলের বিচার ভার স্বভাবতই ন্যস্ত করিতে পারি না। আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের এই দাবী যদি সর্বাধিক কঠিন ক্ষতি এবং বিপদকালেও যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দেখাইতে পারি তবে ইহা আমাদের সততা, আমাদের স্বভাব-দৃঢ়তা, আদর্শবাদিতা এবং আমাদের বিশ্বাস ও বাস্তব কাজে গভীর সামঞ্জস্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ হইবে। পক্ষান্তরে কোন স্বার্থ, আশা, লোভ, কোন বিপদাশঙ্কা, কোন জুলুম-নিপীড়নের আঘাত যদি আমাদের ঈমানের বিরুদ্ধে কাজ করিতে আমাদেরকে বাধ্য করে, তবে ইহাতে আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির অন্তসারশূন্যতা প্রকট হইয়া উঠিবে এবং অতঃপর সেইজন্য আর প্রমাণেরই আবশ্যক করে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সদস্যদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিবার জন্য ইহা আমাদের নিকট এক সন্দেহাতীত মানদন্ড বিশেষ, আমাদের মধ্যে কোন্ সব লোক আস্থাভাজন, সুদৃঢ় এবং কোন্ ধরনের পরীক্ষায় তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহা ইহারই মারফতে সঠিকভাবে জানিতে পারা যায়।

www.pathagar.com

ইহার তৃতীয় এবং বিরাট সার্থকতা এই হইবে যে, আমাদের সদস্যগণ এই নীতি গ্রহণ করিবার পর সমাজের সহিত নিজেদের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ আইনের পরিবর্তে ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে স্থাপন করিতে স্বতঃই বাধ্য হইবে। তাহাদের নিজেদের নৈতিক চরিত্র এত উচ্চ মান পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে এবং পরিবেশের মধ্যে নিজেদের এতদূর সত্যাদর্শ, দ্বীনপন্থী, খোদাভীরু এবং মঙ্গলময় কাজের বাস্তব প্রতীক হইতে হইবে যে, সমাজের লোকগণ স্বতঃই তাহাদের অধিকার, মান-সম্মান এবং জানমাল রক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। কারণ এই নৈতিক সংরক্ষণ ব্যতীত আত্মরক্ষার আর কোন উপায় এই দুনিয়ায় তাহাদের নাই। এমতাবস্থায় নৈতিক নিরাপত্তা লাভ করিতে না পারিলে নিবিড় অরণ্যের নেকড়ের পালের মধ্যে একটি ছাগলের মতই তাহার অবস্থা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থতঃ আমরা এইভাবে নিজেদেরকে ও নিজেদের সকল স্বার্থ ও অধিকারকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বর্তমান সমাজের নৈতিক অবস্থাকে একেবারে উলংগ করিয়া তুলিতে চাই। আমরা পুলিশ ও আদালতের সাহায্য গ্রহণ করি না জানিতে পারিয়া চারিদিক হইতে আমাদের অধিকারের উপর যখন দস্যুবৃত্তির আঘাত হানা হইবে, তখন আমাদের দেশের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা বিশ্বের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের মধ্যে কত লোক শুধু আইন, শাসন ও পুলিশের ভয়েই 'ভদ্র' সাজিয়াছে আর কত লোক ধর্ম-নৈতিকতার ও মানবতার মিথ্যা আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে এবং ধরপাকড়ের ভয় না হইলে প্রকাশ্যভাবে দস্যুবৃত্তির যথাযর্থতা দেখাইতে পারে। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইবে যে, সময় ও সুযোগ পাইলে এইসব 'ভদ্র' ধর্মচারী লোক নিকৃষ্টতম চরিত্রহীনতা, ধর্মহীনতা এবং পাশবিতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা আমাদের জাতীয় নৈতিক চরিত্রের মধ্যে একটি ঘুণের ন্যায় ইহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের এই কর্মনীতির ফলে এই ভিতরকার রোগ লোক সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিবে। তাহা দেখিয়া আমাদের সমাজের চক্ষু যেন উম্মীলিত হয় এবং যে মারাত্মক রোগকে আজ পর্যন্ত উপেক্ষা করা হইয়াছে উহার ভয়াবহতা সম্পর্কে যেন সঠিক ধারণা জন্মে।

www.pathagar.com

খ. আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এ অংশটি 'জামায়াতে ইসলামী কা মাকসাদ তারিখ আওর লায়েহায়ে আমল—জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

এভাবে সমাজ থেকে যেসব লোককে বাঁছাই করা হয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে আমাদেরকে কোনো খানকা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম দিন থেকেই আমরা প্রশিক্ষণের সেই স্বাভাবিক পন্থার উপর বিশ্বাস করে আসছি, যে পন্থায় নবুয়্যতের প্রাথমিক অধ্যায়ে মক্কার মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। সেই মুসলমানদের জন্যে তাদের নিজেদের ঘর, নিজেদের পাড়া ও জনপদের অলি গলি এবং হাট বাজারই ছিল প্রশিক্ষণাগার। তাঁদের উপর আপতিত পরীক্ষাসমূহই তাদেরকে তৈরী করার এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে তারা যখন একটি আদর্শকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তখন প্রশিক্ষণ দানের জন্যে তাদেরকে কোনো জংগল কিংবা গহবরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। তাদের চরিত্র গঠনের জন্যে পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন পড়েনি। তারা যে সমাজে বাস করছে, সে সমাজ যখন তাদের মুখ থেকে সত্য আদর্শ অনুসরণের ঘোষণা শুনতো, তাদের জীবনে যখন সেই ঘোষণার প্রভাব অনুভব করত, তখনই তাদেরকে জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যাচার নির্যাতন এবং দুঃখ কষ্ট দিয়ে দিয়ে মজবুত করার কাজে লেগে যেতো। এই প্রশিক্ষণাগার থেকেই তারা তৈরী হয়ে বের হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আরবের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছিল। আমরা এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছি। যে ব্যক্তিই জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ করেছেন, তার কাছ থেকেই এ শপথ নেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে তিনি বিশ্ব নিখিলের প্রভু মহান আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (স) হিদায়াতের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবেন আর আল্লাহ ও রাসূলের (স) দীনকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কাজ করবেন।

এরপর এই লোকগুলো যে যেখানে যে অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিলেন সেখানেই তার জন্যে এক সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক

প্রশিক্ষণাগার খুলে যায়। যদিও সে এমন এক সমাজে জীবন যাপন করছিল, যেখানে কেউ–ই খোদার খোদায়ীত্ব এবং মুহাম্মদের (স) রিসালতে অস্বীকারকারী ছিল না এবং এমন কথা বলবার জন্যেও কেউ প্রস্তুত ছিল না যে, পৃথিবীতে ইসলামের পরিবর্তে কুফরী বিজয়ী হোক। কিন্তু কোনো প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই একথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যকার কোনো একজন লোকও এই সমাজে এমন একটা অনুকূল জায়গা পাননি, যেখানে বাস্তব ও কার্যকরভাবে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের (স) অনুসরণ এবং জাহেলী পন্থা পদ্ধতির উপর স্বেচ্ছায় ও আনন্দচিত্তে ইসলামী পন্থা পদ্ধতির অগ্রাধিকার মেনে নেয়া হয়েছে। আমাদের লোকগুলো সত্য আদর্শের পথ অবলম্বন করতেই তাদের প্রত্যেককে সর্বত্র একটি সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। এই সংঘাতের সূচনা হয় নিজের নফসের সাথে। অতপর তার পরিধি এমন সকল স্থানে বিস্তৃত হতে থাকে, যেখানেই এই বিকৃত সমাজের পথ ও পন্থার সাথে আমাদের এই নতুন পথ ও পন্থার ধাক্কা লাগে। কারো স্বভাব চরিত্রের কোনো কন্দরেও যদি কোনো ত্রুটি থেকেছে, তবে সে সেই কন্দরেই পরাস্ত হয়েছে এবং এই সংঘাত এরূপ লোকদেরকে তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ছাঁটাই করে দূরে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু যারা ঘোষণা করেছে, 'রাববুনাল্লাহ (আল্লাহ আমাদের রব)' অতপর এই ঘোষণার উপর অটল অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তাদের জন্যে এই সংঘাত এক অতি উত্তম প্রশিক্ষক ও পরিচ্ছন্নকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই সংঘাত তাদেরকে সবর, সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগ ও কুরবাণীর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদের অন্তরে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের চিন্তা ও বাসনাকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছে। উদ্দেশ্যের প্রতি প্রবল ভালবাসা জাগিয়ে তুলেছে এবং তার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করার জযবা সৃষ্টি করে দিয়েছে। কামনা, বাসনা ও লোভ লালসাকে পরাস্ত করতে শিখিয়েছে। এই সংঘাত তাদেরকে এতোটা উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে যে, যে জিনিসকে তারা সত্য বলে অনুভব করেছে তা করার জন্যে কোনো প্রকার লোভ বা বাইরের চাপ ছাড়াই স্বীয় ঈমানের তাগিদে সে জন্যে সময় ও শ্রম ব্যয় করেছে। নিজের উদ্দেশ্য পথে যতো ক্ষতিই স্বীকার করতে হোক না কেন, যতো বিপদই পোহাতে হোক না কেন, যতো সমস্যারই মোকাবেলা করতে হোক না কেন, এবং যত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোক না কেন এই সংঘাত তাদের মধ্যে তা মেনে নেবার শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই স্বাভাবিক কোর্সের সহযোগিতার জন্যে আরো তিনটি জিনিস ছিল, যা সেই প্রশিক্ষণের ঘাটতিকে পূরণ করে দিয়েছে। সেগুলো হলোঃ

www.pathagar.com

এক. দাওয়াত ও তাবলীগ
দুই. সাংগঠনিক শৃংখলা
তিন. সমালোচনার স্পীরিট

দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াত ও তাবলীগের একটি উপকারিতা হলো এই যে, এতে অপর মানুষের সংশোধনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজের পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু একাজের উপকারিতা কেবল এই একটিই নয়। বরঞ্চ সেই সাথে এর আরেকটি ফায়দা হলো এই যে, এতে দীনের প্রচারক ও আহবানকারীরও আত্মসংশোধন হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করার পরও যদি স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজের জীবনকেই সে অনুযায়ী গড়ার কাজে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যার কাছে কিছু পুঁজি আছে এবং সে ঘরে বসে বসে সেই পুঁজি দিয়ে জীবন নির্বাহ করছে। এই ব্যক্তির পরিণতি কেবল এটাই হবেনা যে, তার পুঁজি বাড়বেনা। বরঞ্চ কাজে না খাঁটানোর ফলে উল্টো তার মূল পুঁজিটাই দিন দিন কমে যাবে। এমনকি এমন একটি সময় আসবে, যখন তার পুঁজি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছুবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি সত্য লাভ করতে পেরেছে এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যবসায়ীর মতো, যে তার পুঁজিকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছে, এর ফলে বহু লোকের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ঘটেছে এবং তার নিজের পুঁজিও দিন দিন প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছে।

সত্য আদর্শ প্রচারের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যে ব্যক্তি একাজে আত্মনিয়োগ করে, তার নিজের জীবনেই এই আদর্শ সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এর চর্চা, এর প্রচার ও প্রসারের পথ খুঁজে বের করা, এর সমর্থনে যুক্তি প্রমাণ যোগাড় করা এবং এর পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার চিন্তায় সে যতো বেশী আত্মনিয়োগ করবে, ততো বেশীই সে স্বীয় আদর্শের গহীনে নিমজ্জিত হবে। নিজ আদর্শের জন্যে যখন সে বিভিন্ন রকম বিপদ মুসীবত ও দুঃখ কষ্টের মোকাবিলা করবে, গালি শুনবে, বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনা দ্বারা তিরস্কৃত হবে, অপবাদ ও অভিযোগ বরদাশত করবে এবং অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করবে, তখন এই সকল দুঃখ কষ্ট তার সেই সত্য আদর্শের প্রতি তার আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসাকে বৃদ্ধি করতে থাকবে।

www.pathagar.com

দীন প্রচারের এই কাজ তাকে খাঁটি মানুষ বানানোর ব্যাপারে আরেক ধরনের সাহায্য করে। সে যখন লোকদের বলে, নিজের গোটা জীবনে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করে, কথা ও কাজের পার্থক্য ও মুনাফেকী দূর করে এবং নিজের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূরে নিক্ষেপ করে, তখন তার চারপাশ থেকে সমাজের শত শত চোখ দূরবীণ দৃষ্টি দিয়ে তার নিজের জীবনের পর্যালোচনা শুরু করে দেয়। ফলে তার জীবনের একটি ত্রুটিও এমন থাকেনা যার প্রতি মানুষের বাক্যবাণ ইংগিত করেনি। এভাবে একটি লোককে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার কাজে আল্লাহর বহু বান্দা জেনে বা না জেনে আত্মনিয়োগ করে যিনি নিসংকোচে অভিযোগকারীদের এই সেবাকে নিজের সংশোধনীর কাজে লাগান, এক সুন্দর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার জীবন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে যিনি এই গণসমালোচনার মুখে পরাস্ত হয়ে পিছে হটে যান, তিনি নিজেই একথা প্রমাণ করে দেন, তিনি সত্য প্রচারের উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

সাংগঠনিক শৃংখলা

যারা জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ করতে চান, প্রথম দিন থেকেই আমরা তাদের একটি কথা জানিয়ে দিয়েছি। তা হলো, আপনি প্রথমেই ভালভাবে যাচাই পরখ করে নিশ্চিত হোন যে, সত্যিই জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং এর দাওয়াত, কর্মসূচী ও সাংগঠনিক আদর্শ সে রকম কিনা যা কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠাকামী একটি দলের হওয়া উচিত? অতপর এব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর যখন কেউ জামায়াতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে মা'রূফের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলা পালনের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম অধ্যবসায়ী হতে হবে, যার হুকুম দেয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। এরপর জামায়াতের ডিসিপ্লিন ভংগ করার অর্থ কেবল এই হবেনা যে, সে একটি দলের ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধাচরণ করছে, বরঞ্চ তার অর্থ হবে এই যে, সে নিজে নিজের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী যে কাজকে আল্লাহর কাজ মনে করেছিল, জেনে বুঝে সে সেটার ক্ষতি সাধন করেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের (স) বিরুদ্ধাচরণ করছে।

এধরনের নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর পয়লা ফায়দা যেটা হয়েছে, তা হলো, জামায়াতে এধরনের লোক কদাচিৎই প্রবেশ করতে পেরেছে, যারা জামায়াতকে সত্যের বাহক হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি

www.pathagar.com

এবং আবেগ উন্মাদনা, কল্পনা বিলাস ও সাময়িক আকর্ষণের কারণে জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এর ফলে জামায়াত দ্বিতীয় যে ফায়দাটি লাভ করেছে, তা হলো, যারাই জামায়াতে প্রবেশ করেছেন, আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলা পালন করার জন্যে তারা কোনো চাপ ও শাসনের মুখাপেক্ষী হননি। তারা বেশীরভাগই নিজেদের ঈমানের তাগিদে ডিসিপ্লিন মেনে নিয়েছেন। তাদেরকে নিয়ম শৃংখলা ও বিধি বিধান অনুযায়ী কাজ করতে অভ্যস্ত করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো কাঠখড়ি পোড়াতে হয়নি।

এখন যদি আমাদের ডিসিপ্লিন একটি ইসলামী জামায়াতের কাংখিত মানের চাইতে নীচে থেকে থাকে, তবে তার কারণ হলো, আমাদের ঈমান সেই মানের নয়, যেমনটি ছিল সাহাবায়ে কিরামের (রা)। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত ত্রুটি স্বীকার করা সত্ত্বেও আমরা অতিরঞ্জন ছাড়াই একথা বলতে পারি যে, জামায়াতে ইসলামী তার সাংগঠনিক নিয়ম শৃংখলা এবং কর্মীদের সুশৃংখলার দিক থেকে এদেশের অন্য সকল দলের তুলনায় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসত্য এখন আমাদের বিরোধী মহলও স্বীকার করতে বাধ্য।

সমালোচনার স্পীরিট

জামায়াতের ভিতরগত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার জন্যে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটির সাহায্য আমরা নিয়েছি, তা ছিল এই যে, প্রথম দিন থেকেই আমরা সংগঠনের অভ্যন্তরে গঠনমূলক সমালোচনার স্পীরিট সজীব রাখার চেষ্টা করেছি। সমালোচনাই হচ্ছে সেই জিনিস যা প্রতিটি ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি যথাসময়ে অংগুলি নির্দেশ করে এবং তা সংশোধনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সামষ্টিক জীবনে নৈতিক দিক থেকে সমালোচনার গুরুত্ব ঠিক সেরকম, প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব যেরকম। যেমন করে মালিন্য ও পবিত্রতার অনুভূতি বিলীন হয়ে যাওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে একটি জনপদের পরিবেশ নোংরা হয়ে যায় এবং সেই পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রার্দুভাব ঘটে, ঠিক তেমনি, সমালোচনার দৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে দেবার মতো চোখ, বলে দেবার মুখ এবং শুনবার মতো কান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে যে জাতি, সমাজ ও দলের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হবে, তা অন্যায় ও খারারীর কেন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য। অতপর কোনো প্রকারেই আর

www.pathagar.com

তা সংশোধন হতে পারেনা। এসত্যের ব্যাপারে আমরা কখনো অসতর্ক হইনি। আমরা যেভাবে সকল মানুষের, নিজ দেশের এবং মুসলিম মিল্লাতের ত্রুটিসমূহের স্বাধীনভাবে সমালোচনা করেছি, ঠিক তেমনি জামায়াতের অভ্যন্তরেও সমালোচনার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছি, যাতে করে জামায়াতের অভ্যন্তরে যেখানেই কোনো ত্রুটি বর্তমান থাকে যথাসময়ে তা চিহ্নিত হয় এবং তা দূর করার চেষ্টা চালানো যায়। জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তির কেবল সমালোচনার অধিকারই নেই, বরঞ্চ এটা তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য যে, তিনি যদি কোনো ত্রুটি অনুভব করেন, তবে সে সম্পর্কে চুপ থাকবেন না। জামায়াতের প্রতিটি সদস্যের দলীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি তার সাথী সদস্যদের ব্যক্তি জীবনে কিংবা সামষ্টিক আচরণে বা জামায়াতের সাংগঠনিক শৃংখলায় অথবা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তবে নির্দিধায় তা সংশ্লিষ্ট স্থান বা ব্যক্তিকে বলবেন এবং সংশোধনের আহবান জানাবেন। একইভাবে যাদের সমালোচনা করা হবে, তাদেরকে কেবল সমালোচনা বরদাশত করতে অভ্যস্তই বানানো হয়নি, বরঞ্চ এব্যাপারেও অভ্যস্ত করা হয়েছে যে, ঠাণ্ডা মাথায় ও স্থির চিত্তে সমালোচনা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবে এবং যে ত্রুটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে বর্তমান থাকে তবে তা দূর করার কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আর যদি তা তার মধ্যে বর্তমান না থাকে তবে সমালোচনাকারীর ভুল নিরশণ করে দিবে। এক্ষেত্রে অনেক সময় সমালোচনার বৈধ সীমা এবং যুক্তিসংগত পন্থা জানা না থাকার কারণে অনেক ভুলও হয়েছে। তাতে আমাদেরকে কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচনার এ প্রাণ স্পন্দনকে আমরা ঝিমিয়ে পড়তে দিইনি। এরই ফলে জামায়াতের প্রতিটি সদস্য গোটা জামায়াতের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়েছে এবং নিজের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে জামায়াত থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

গ. কর্মসূচী

এ অংশটি 'মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী' থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি মূলত ১৯৫১ সালের ১১ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্মেলনে প্রদত্ত মাওলানা মওদূদীর ভাষণ। অনুবাদ করেছেন জনাব আব্বাস আলী খান।

www.pathagar.com

আমাদের এ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার পর আমাদের কর্মসূচী বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, এর চারটি বড়ো বড়ো অংশ রয়েছে যা আমি পৃথক পৃথক আলোচনা করতে চাই।

১. চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন

এর প্রথম অংশ চিন্তার পরিশুদ্ধি ও চিন্তার পুনর্গঠন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন এজন্যে করতে হবে যাতে করে একদিকে জাহেলিয়াতের জরাজীর্ণ চিন্তাধারার আবর্জনা পরিষ্কার করে মূল ও প্রকৃত ইসলামের সরল সঠিক রাজপথ দৃশ্যমান করে তোলা যায় এবং অপর দিকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সভ্যতা সংস্কৃতির সমালোচনা পর্যালোচনা করে বলে দেয়া যায় যে, এর মধ্যে কি কি ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য বিষয় রয়েছে এবং কি কি বিষয় গ্রহণযোগ্য। অতঃপর সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ইসলামের মূলনীতি বর্তমান যুগের সমস্যার সাথে সুসামঞ্জস্য করে কিভাবে একটি সত্যনিষ্ঠ সংস্কৃতি গঠন করা যায় এবং এতে জীবনের এক একটি বিভাগের চিত্র কি হবে। এভাবে চিন্তাধারার পরিবর্তন হবে এবং তার পরিবর্তনের ফলে জীবনের এক নতুন দিকের সূচনা হবে এবং পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োজনীয় চিন্তার খোরাক লাভ করবে।

২. সৎ লোকদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দান

কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশ হলো সৎ লোকের সন্ধান, সংগঠন ও তরবিয়াত। এর জন্যে প্রয়োজন যে জনপদগুলো থেকে ঐসব নারী পুরুষকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে যারা প্রাচীন ও নতুন অনাচার থেকে মুক্ত অথবা এখন মুক্ত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত এবং যাদের মধ্যে সংশোধনের প্রেরণা বিদ্যমান, যারা সত্যকে সত্য

www.pathagar.com

বলে স্বীকার করে সময়, অর্থ ও শ্রম কুরবানী করতে প্রস্তুত– তাঁরা আধুনিক অথবা প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত হোন, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে হোন, অথবা বিশিষ্ট শ্রেণীভূক্ত, দরিদ্র হোন, ধনী হোন অথবা মধ্যবিত্ত, তাতে কিছু যায় আসে না। এ ধরনের লোক যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় স্থল থেকে বের করে সংগ্রাম ক্ষেত্রে আনতে হবে। এভাবে আমাদের সমাজে যে কিছু সৎ লোক রয়ে গেছে কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে অথবা আংশিক সংস্কার সংশোধনের ইতস্ততঃ চেষ্টা চরিতের কারণে কোন সুবিধাজনক ফল লাভ করতে পারছে না, তারা একটি কেন্দ্রে একত্র হবে এবং একটি বিজ্ঞতাপূর্ণ কর্মসূচী অনুযায়ী সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যে চেষ্টা চরিত্র চালাবে।

অতঃপর এ ধরনের একটি দল গঠনই যথেষ্ট হবে না। বরং সাথে সাথে তাদের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের কাজ করতে হবে যাতে করে তাদের চিন্তাধারা অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। তাদের চরিত্র অধিকতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, মজবুত এবং নির্ভরযোগ্য হয়। এ সত্য আমাদের কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা শুধু কাগজের নক্শা এবং মৌখিক দাবীর উপরে কায়েম করা যায় না। তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে এ বিষয়ের উপর যে, তার পেছনে গঠনমূলক যোগ্যতা এবং সৎ ব্যক্তি চরিত্র বিদ্যমান আছে কি না। কাগজের নক্শায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা আল্লাহ্‌র সাহায্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সব সময়েই দূর করতে পারে। কিন্তু যোগ্যতা ও সততার অভাব থাকলে কোন অট্টালিকা নির্মিতই হতে পারে না এবং নির্মিত হলেও তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

৩. সমাজ সংস্কার

এর তৃতীয় অংশ হচ্ছে সমাজ সংস্কারের। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের স্ব স্ব অবস্থা অনুযায়ী সংস্কার সংশোধন করা এ অংশের অন্তর্ভূক্ত। এ কাজ যারা করবে তাদের উপায় উপকরণ যতো বেশী হবে এ কাজের পরিধি ততো বিস্তৃত হবে। এ উদ্দেশ্যে কর্মীবৃন্দকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করে দেয়া উচিত। তাদের মধ্যে কেউ শহরবাসীর মধ্যে কাজ করবে, কেউ গ্রামবাসীর মধ্যে। কারো কাজ হবে কৃষকদের মধ্যে। কারো শ্রমিকদের মধ্যে। কেউ দাওয়াতী কাজ করবে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে, কেউ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। কেউ চাকুরীজীবীদের সংস্কারের জন্যে কাজ করবে, কেউ ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার কর্মচারীদের সংস্কারের চেষ্টা করবে। কেউ মনোযোগ দেবে

www.pathagar.com

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে এবং কেউ কলেজ বিশ্বদ্যিালয়ের দিকে। কেউ স্থবিরতার দুর্গ ধ্বংস করার কাজে লেগে যাবে। কেউ নাস্তিক্যের প্লাবন প্রতিরোধ করার কাজে। কেউ কাজ করবে কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কেউ গবেষণার ক্ষেত্রে। যদিও এ সবের কর্মক্ষেত্র পৃথক পৃথক, কিন্তু তাদের সকলের সামনে একই উদ্দেশ্য ও স্কীম থাকবে যার দিকে জাতির সকল শ্রেণীকে পরিবেষ্টন করে আনার চেষ্টা করবে। তাদের লক্ষ্য হবে মানসিক, নৈতিক ও বাস্তব নৈরাজ্য নির্মূল করা যা প্রাচীন রক্ষণশীল ও নতুন সক্রিয় প্রবণতার কারণে সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী আচার আচরণ এবং সত্যিকার মুসলমানের মতো বাস্তব জীবন গঠন করাও তাদের লক্ষ্য হবে।

এ কাজ শুধু ওয়াজ নসিহত, প্রচার প্রোপাগাণ্ডা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার দ্বারাই হওয়া উচিত নয়। বরং বিভিন্ন দিকে রীতিমতো গঠনমূলক কর্মসূচী তৈরী করে সামনে অগ্রসর হতে হবে। যেমন ধরুন, এ কাজের কর্মীগণ যেখানেই কিছু লোককে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সমমনা বানাতে সক্ষম হবে, সেখানে তারা সকলকে মিলিয়ে একটা স্থায়ী সংগঠন কায়েম করবে। অতঃপর তাদের সাহায্যে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। সে কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে–

জনবসতির মসজিদের সংস্কার, সাধারণ লোকদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দান করা, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অন্ততঃ একটি পাঠাগার কায়েম করা, জুলুম নিপীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বাসিন্দাদের সাহায্য- সহযোগিতায় পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করা। জনপদের এতিম, বিধবা, বেকার ও দরিদ্র ছাত্রদের তালিকা তৈরী করা এবং যেভাবে সম্ভব তাদের সাহায্য করা, সম্ভব হলে কোন প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, অথবা দ্বীনী ইলম শিক্ষাদানের জন্যে এমন মাদ্রাসা কায়েম করা যেখানে শিক্ষার সাথে চরিত্র গঠনেরও ব্যবস্থা থাকবে।

ঠিক এমনি যারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে, তারা তাদেরকে সমাজতন্ত্রের হলাহল থেকে রক্ষা করার জন্যে শুধু প্রচার প্রচারণাতেই সন্তুষ্ট থাকবে না, বরং কার্যতঃ তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করবে। তাদের এমন শ্রমিক সংগঠন কায়েম করাও উচিত যাদের উদ্দেশ্য হবে সুবিচার কায়েম করা–উৎপাদনের উপায় উপকরণ জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা নয়। শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের কাজ হবে বৈধ ও ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের

www.pathagar.com

সংগ্রাম করা। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া কলাপের পরিবর্তে তাদের কর্মপন্থা হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং আইন সম্মত। তাদের লক্ষ্য শুধু আপন অধিকার আদায় নয়, দায়িত্ব পালনও। যেসব শ্রমিক অথবা কর্মী তাদের মধ্যে শামিল হবে, তাদের উপর এ শর্ত আরোপিত হওয়া উচিত যে, তারা ঈমানদারী সহকারে নিজের অংশের করণীয় কাজ অবশ্যই করবে। তারপর তাদের কর্মের পরিধি শুধু আপন শ্রেণীর স্বার্থেই সীমিত থাকা উচিত হবে না, বরং যে শ্রেণীর সাথেই এ সংগঠন সংশ্লিষ্ট থাকবে তার নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যেও চেষ্টা করতে হবে।

এ সাধারণ সংস্কার সংশোধনের কর্মসূচীর মূলনীতি এই যে, যে ব্যক্তি যে মহলে ও শ্রেণীর মধ্যে কাজ করবে- সেখানে ক্রমাগত এবং সংগঠিত উপায়ে করবে এবং আপন চেষ্টা চরিত্র ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত কাজ ছেড়ে দেবে না। আমাদের কর্মপন্থা এ হওয়া উচিত নয় যে, আমরা আকাশের পাখী এবং ঝড় তুফানের মতো বীজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকবো। পক্ষান্তরে আমাদেরকে ঐ কৃষকের মতো কাজ করতে হবে যে কিছু ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট করে নেয়। তারপর জমি তৈরি করা থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত ক্রমাগত কাজের দ্বারা নিজের শ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করে ক্ষান্ত হয়। প্রথম পন্থা অবলম্বন করলে জমিতে জংগল ও আগাছা জন্মায় এবং দ্বিতীয় পন্থায় রীতিমত ফসল উৎপাদিত হয়।

৪. রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধন

এ কর্মসূচীর চতুর্থ অংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার। আমরা মনে করি জীবনের বর্তমান অধঃপতন দূর করার কোন চেষ্টা তদবীরই সফল হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের অন্যান্য চেষ্টার সাথে শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করা না হবে। এজন্যে যে শিক্ষা, আইন আদালত, আইন শৃংখলা এবং জীবিকা বন্টন প্রভৃতি শক্তির মাধ্যমে যে অনাচার নৈরাজ্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তার মুকাবিলায় শুধু ওয়াজ নসিহত ও তবলিগের মাধ্যমে কোন গঠনমূলক কাজ সম্ভব নয়। অতএব প্রকৃতপক্ষেই যদি আমরা আমাদের দেশের জীবন ব্যবস্থাকে পাপাচার ও পথভ্রষ্টতার পথ থেকে সরিয়ে দ্বীনে হকের, সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চালাতে চাই, তাহলে ক্ষমতার মসনদকে পাপাচার মুক্ত করে তথায় সততা, গঠনমূলক উপাদান ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হবে। একথা ঠিক যে, কল্যাণকামী ও সংস্কারধর্মী লোক ক্ষমতা লাভ করলে শিক্ষা, আইন-কানুন এবং আইন শৃংখলার পলিসির আমূল

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে মাত্র কয়েক বছরেই তারা এমন কিছু করে ফেলতে পারবে যা অরাজনৈতিক চেষ্টা তদবীরে এক শতাব্দীতে করাও সম্ভব হবে না।

এ পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার একটি মাত্র পথ রয়েছে এবং তা নির্বাচনের পথ। জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে, জনগণের নির্বাচনের মান বদলাতে হবে, নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। অতঃপর এমন সব সৎ লোককে ক্ষমতায় বসাতে হবে যারা খাঁটি ইসলামী বুনিয়াদের উপর দেশের শাসন ব্যবস্থা গঠনের ইচ্ছা ও যোগ্যতা রাখে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীদের আবশ্যিক গুণাবলী

ক. একটি সত্যপন্থী দলের নুন্যতম অপরিহার্য গুণাবলী

খ. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের মাপকাঠি

গ. কর্মীদের আসল পুঁজি

ঘ. সত্যপথের পথিকদের জরুরী পাথেয়

www.pathagar.com

ক. একটি সত্যপন্থী দলের নুন্যতম অপরিহার্য গুণাবলী

এটি ১৯৪৪ সালের ২৬শে মার্চ দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে প্রদত্ত মাওলানা মওদূদীর (রঃ) ভাষণ। এ সম্মেলনে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও বেলুচিস্থানের জামায়াত সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্যের প্রথম দিকে মাওলানা কিছু কিছু দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষের দিকে তিনি সেইসব গুণাবলীর উল্লেখ করেন যা একটি সত্যপন্থী দলের লোকদের মধ্যে অপরিহার্যভাবে থাকা উচিত। ভাষণটি 'জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ১ম খন্ডে সংকলিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবদুল মান্নান তালিব।

www.pathagar.com

আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন যে, আপনারা আসলে উম্মতে ওয়াসাত– মধ্যমপন্থী উম্মতের পদপ্রার্থী। এই উন্নত স্থান লাভ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এত বড় পদের প্রার্থী হবার পরও উচ্চতা অনুভব না করা এবং এর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত না করা একটি বিরাট অজ্ঞতা। আর এর চাইতেও বড় অজ্ঞতা হলো এই যে, একদিকে আপনারা এখনো বিরাট কাজের জন্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে পারেননি আবার অন্যদিকে আপনারা তাগিদ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে কোনো বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করার। আপনারা কি এতটুকুও বুঝেন না এবং এটিকে ভয় করেন না যে, যদি আপনারা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আপনাদের মধ্যে পয়দা না করে থাকেন, তাহলে আপনারা পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করবেন এবং এ পথে পশ্চাদপসরণ হলো فرار من الزحف (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন), খোদার শরীয়তে যা বিরাট গোনাহ বলে গণ্য?

এখন আমি আপনাদের বলবো, প্রথমতঃ ইসলামী কর্মীদের মধ্যে কি কি সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ একটি সালেহ (সৎ) জামায়াত গঠন করার জন্যে কি কি গুণাবলী প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ খোদার পক্ষে সংগ্রামকারী মুজাহিদদের জন্যে কি কি গুণাবলী অত্যাবশ্যক।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

১. নফসের সাথে সংগ্রাম

ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রথম ও বুনিয়াদি গুণ হলো এই যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের নফসের সংগে সংগ্রাম করে প্রথমে তাকে

www.pathagar.com

মুসলমান এবং খোদার নির্দেশের অনুগত করবে। এ কথাটিকে হাদীসে এভাবে বলা হয়েছেঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ -

"আসল মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে খোদার আনুগত্যের ব্যাপারে নিজের নফসের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।"

অর্থাৎ বাইরের জগতে খোদাদ্রোহীদের মোকাবিলা করার আগে আপনি সেই বিদ্রোহীকে অনুগত করুন যে আপনার ভেতরে রয়েছে এবং খোদার আইন ও তার সন্তুষ্টির বিপক্ষে চলার জন্যে হামেশা তাগিদ দিয়ে থাকে। যদি এ বিদ্রোহী আপনার ভিতরে লালিত হতে থাকে এবং আপনার উপর এতখানি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে থাকে যার ফলে খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার নিকট থেকে সে নিজের দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাইরের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনার যুদ্ধ ঘোষণা একটা অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হবে। এ যেন নিজের ঘরে শরাবের বোতল পড়ে আছে আর বাইরে গিয়ে শরাবীদের সংগে লড়াই করা হচ্ছে। এ বৈপরীত্য আমাদের আন্দোলনের জন্যে ধ্বংসকর। নিজে খোদার সম্মুখে মস্তক অবনত করুন অতঃপর অন্যদের কাছ থেকে আনুগত্যের দাবী করুন।

২. হিজরত

জেহাদের পর দ্বিতীয় স্থান হলো হিজরতের। ঘর বাড়ী ত্যাগ করা হিজরতের আসল অর্থ নয়। আসল অর্থ হলো খোদার নাফরমানী পরিহার করে তার সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। আসল মোহাজের তার জন্মভূমিতে খোদার আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করার সুযোগ না থাকার কারণে জন্মভূমি ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি জন্মভূমি পরিত্যাগ করে খোদার আনুগত্য না করে তাহলে সে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলো। এ সত্যটি হাদীসে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মিসাল স্বরূপ একটি হাদীস দেখুন। নবী করিমকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করা হলোঃ

اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

"হে খোদার রসুল। কোন্ হিজরতটি উত্তম?" জবাব দিলেন–

اَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهَ رَبُّكَ

www.pathagar.com

"(উত্তম হিজরত হলো) তুমি আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় যাবতীয় জিনিস পরিহার করো।"

ভেতরের বিদ্রোহী যদি অনুগত না হয়, তাহলে মানুষের নিছক জন্মভূমি পরিত্যাগ খোদার দরবারে কোনো গুরুত্ব রাখে না। এজন্যে আমি চাই আপনারা বাইরের শক্তির সংগে লড়াই করার পূর্বে ভেতরের বিদ্রোহী শক্তিগুলোর সংগে লড়াই করুন, এবং পারিভাষিক কাফেরদেরকে মুসলমান বানাবার পূর্বে নিজের নফসকে মুসলমান বানান। এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, নবী করিমের (সঃ) হাদীস মোতাবেক নিজেকে ঐ ঘোড়ার মতো করে তৈরী করুন যাকে একটি খুটায় বেঁধে রাখা হয়েছে এবং চারিদিকে যতই চলাফেরা করুক না কেন তার দড়ি তাকে যতদূর যেতে দেয় ততদূরই সে যেতে পারে, এর সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেইঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ -

এহেন ঘোড়ার অবস্থা আজাদ ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হয়। আজাদ ঘোড়া প্রত্যেক ময়দানে ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেক ক্ষেতে প্রবেশ করে এবং যেখানে সবুজ ঘাস দেখে সেখানেই একেবারে অধৈর্য হয়ে লাফিয়ে পড়ে। আজাদ ঘোড়ার চালচলন ও অবস্থা আপনারা নিজেদের মধ্যে থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন এবং খুঁটায় বেধে রাখা ঘোড়ার অবস্থা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

এ অবস্থা সৃষ্টি করার সাথে সাথেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নিজের নিকটতম পরিবেশের সংগে– যাকে আমি বলবো 'হোম ফ্রন্ট' লড়াই শুরু করে দিন। ঘরের লোক, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধাব এবং সমাজে যার সংগে আপনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সবার সংগে সক্রিয় সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। সংঘর্ষ এ অর্থে নয় যে, আপনি নিজের আত্মীয়–পরিজনদের সংগে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেবেন অথবা তাদের সংগে বিতর্ক ও বিবাদে লিপ্ত হবেন। বরং সংঘর্ষ এ অর্থে হওয়া উচিত যে, ব্যক্তি ও জামায়াত হিসেবে আপনি নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এত বেশী ভালোবাসুন এবং নিজের নীতি নিয়মের এত বেশী অনুগত হয়ে পড়ুন যে, আপনার আশেপাশে যে সব লোক কোনো আদর্শ ও লক্ষ্য ছাড়া নীতিহীন জীবন যাপন করছে তারা যেন আপনার নিয়মানুগ জীবন–যাত্রাকে বরদাশ্‌ত করতে না পারে। আপনার স্ত্রী সন্তান, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই আপনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়। আপনার

www.pathagar.com

নিজের শহরেই আপনি আগন্তুকে পরিণত হয়ে যান। জীবিকা উপার্জনের জন্যে আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানে আপনার অস্তিত্ব সবার চোখে খচ খচ করে বিঁধে। অফিসের যে আরাম কেদারায় বসে প্রতিপত্তি ও উন্নতির স্বপ্ন দেখা হয়, তা আপনার জন্যে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লি বনে যায়। সারকথা হলো এই যে, যে যত বেশী নিকটের তার সংগে তত বেশী সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তির ঘরেই জেহাদের ময়দান থাকে সে আবার কয়েক মাইল দূরেই বা কেন লড়াই করতে যাবে। প্রথম লড়াই তো ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। এত দিনে যে সব জায়গা থেকে এই সংঘর্ষের খবর পৌঁছুচ্ছে সেখানকার লোকদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি এবং যে সব জায়গা থেকে এ ধরনের খবর এখনো পৌঁছেনি সেখান থেকে এ ধরনের খবর শুনবার জন্যে অস্থির প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।

৩. ফানা ফিল ইসলাম

কিন্তু আমি এই মুহূর্তে একথা পরিস্কার করে দিতে চাই যে, এ সংঘর্ষ ঠিক সেই মানবিকতার সংগে চালানো উচিত, যে মানসিকতা নিয়ে একজন ডাক্তার রোগীর সংগে সংঘর্ষ বাধায়। আসলে তিনি রোগীর সংগে লড়াই করেন না, লড়াই করেন রোগের সংগে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা হয় সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি যদি রোগীকে তিক্ত ওষুধ সেবন অথবা তার শরীরে অস্ত্রপচার করেন তাহলেও এ হয় পুরোপুরি আন্তরিকতা প্রসূত, শত্রুতা প্রসূত নয়। তার ঘৃণা অথবা রাগ সবটুকুন হয় রোগের বিরুদ্ধে, রোগীর বিরুদ্ধে নয়। ঠিক এভাবেই আপনার একজন গুমরাহ ভাইকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। কোনো কালেও করোর কথায় যেন তার মনে এ অনুভূতি না জাগে যে, তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে অথবা সরাসরি তার সংগে শত্রুতা করা হচ্ছে। বরং সে যেন আপনার মধ্যে মানবিক সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে ক্রিয়াশীল দেখতে পায়। দারভাংগা সম্মেলনেও আমি সংক্ষেপে একথা বলেছিলাম যে, বক্তৃতা এবং লেখার মাধ্যমে বিতর্ক চালিয়ে সত্যিকার তাবলীগ করা যায় না। এগুলো হলো কাজ করার অ-উৎকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের পদ্ধতি। আপনি নিজের দাওয়াতের মূর্তিমান প্রকাশ ও নমুনা হবেন, এটিই হলো আসল তাবলীগ। যেখানেই মানুষের দৃষ্টিসমক্ষে এ নমুনার প্রকাশ ঘটবে, সেখানেই আপনার কার্যধারা প্রত্যক্ষ করে তারা সনাক্ত করবে যে, ইনিই খোদার পথের পথিক। যেমন কোনো 'কংগ্রেসে আত্মলীন'' ব্যক্তির সামনে এলেই কংগ্রেসবাদের পূর্ণ চিত্র দৃষ্টির সমক্ষে ভেসে উঠে। অনুরূপভাবে আপনি এমন ''ইসলামে আত্মলীন'' হয়ে যান, যার ফলে যেখানেই আপনি দৃষ্টিগোচর হন সেখানেই যেন ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র ভেসে উঠে। এ জিনিসটাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -

(অর্থাৎ তাদেরকে দেখলে যেন খোদার কথা স্মরণ হয়)।

আমি বলছিনা যে, এমুহূর্তেই এমনি হয়ে যাওয়া উচিত। এ মর্যাদা পর্যায়ক্রমে হাসিল হবে। খোদার পথে নিজেদের পরিবেশের সংগে যখন আপনার সংঘর্ষ চলতে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে, প্রতি লহমায় নিজের উদ্দেশ্যকে সাফল্য মন্ডিত করার প্রচেষ্টায় আপনি কুরবানী দিতে থাকবেন তখন একটি বিশেষ সময়ে উপনীত হয়ে আপনার মধ্যে আত্মলীনের অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং আপনি নিজের দাওয়াতের মূর্তিমান নমুনায় পরিণত হবেন। এই উদ্দেশ্যে গভীর দৃষ্টিতে কুরআন- হাদীস বার বার অধ্যয়ন করুন। লক্ষ্য করুন, ইসলাম কোন্ ধরনের মানষ চায় এবং নবী করিম (সঃ) কোন্ প্রকৃতির মানুষ গঠন করতেন। এ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ গুণাবলী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর জেহাদের ঝান্ডা বুলন্দ করা হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পবিত্রাত্মা (সঃ) যে মানুষ তৈরী করেছিলেন তাদেরকে ১৫ বছর প্রস্তুতির পর কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছিল। এ প্রস্তুতির বিস্তারিত ঘটনা অবগত হোন এবং লক্ষ্য করুন এ কাজ কিভাবে পর্যায়ক্রমে সাধিত হয়েছিল। এর মধ্যে কোন্ গুণাবলীকে প্রথমে লালন করা হয়েছিল এবং কোন্‌গুলিকে পরে। কোন্ গুণাবলী কোন্ পর্যায়ে অর্জন করা হয়েছিল এবং তাকে কতদূর তরক্কি দেওয়া হয়েছিল। এবং কোন্ পর্যায়ে উপনীত হবার পর আল্লাহ তায়ালা এ জামায়াতকে বলেছিলেন যে, এখন তোমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছ এবং মানব জাতির সংশোধনের কাজে বের হবার মতো যোগ্যতা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ নমুনা নিজের প্রস্তুতির জন্যেও আপনার সম্মুখে থাকা উচিত।

বিস্তারিত বর্ণনা করার সুযোগ এখানে নেই। আপনাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে মাত্র দুটি হাদীস এখানে বিবৃত করছি। এ থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে, এ কাজের জন্যে কোন্ গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। নবী করিম (সঃ) বলেনঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

অর্থাৎ- মানুষ পূর্ণ মুমিন তখন হয় যখন তার অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, বন্ধুতা-শত্রুতার, তার দেয়া না দেয়া সবকিছুই নির্ভেজাল রূপে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে হয়ে যায়। পার্থিব ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রেরণা তার জন্যে

www.pathagar.com

খতম হয়ে যায়। দ্বিতীয় হাদীসটিতে নবী করিম (সাঃ) বলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে ন'টি জিনিসের হুকুম দিয়েছেনঃ أَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ

১। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আমি খোদাকে ভয় করতে থাকি।

خَشْيَةُ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

২। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলি।

وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا

৩। দারিদ্র ও বিত্তশালীতা যে কোন অবস্থায়ই যেন আমি সততা ও মধ্যম পন্থার উপর কায়েম থাকি।

وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا -

৪। যে আমার থেকে কেটে গেছে তাকে যেন আমি জুড়ে নেই।

وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ -

৫। যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে আমি দান করি।

وَاُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ -

৬। আমার উপর যে জুলুম করে তাকে যেন আমি মাফ করি।

وَاَعْفُوْ مَنْ ظَلَمَنِيْ

৭। আমার নীরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়।

وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا -

৮। আমার কথাবার্তা যেন খোদার স্মরণমূলক হয়।

وَنُطْقِيْ ذِكْرًا -

৯। এবং আমার দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টি হয়।

وَنَظَرِيْ عِبْرَةً

এই আকাংখিত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করার পর নবী করিম (সঃ) বলেছেন যে,

www.pathagar.com

اَنْ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ - আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে সৎকাজের নির্দেশ দেবার এবং অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার। এথেকে জানা যায় যে, সৎকাজের প্রসার ও অসৎকাজকে খতম করার জন্যে মধ্যমপন্থী উম্মত সৃষ্টি করা হয়েছে, তার প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ গুণাবলী থাকা উচিত। এই গুণাবলী সংযোগেই ঐ কর্তব্য সম্পাদিত হতে পারে। এগুলো না হলে আমরা কখনো আমাদের দাওয়াতের চাহিদা পূর্ণ করতে পারি না।

দালীয় গুণাবলী

পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালবাসা

এতো গেল ব্যক্তিগত সংস্কার সাধনের কার্যসূচী। এরপর দলীয় ভিত্তিতে অন্যান্য কতিপয় নৈতিক গুণাবলীর প্রয়োজন। দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজন হলো জামায়াত সদস্যদের ভালোবাসা ও সহানুভূতির। পারস্পরিক সুধারণা, অনাস্থার পরিবর্তে আস্থা এবং পরস্পর মিলে মিশে কাজ করার যোগ্যতার। এই সংগে পরস্পরকে হক-এর নসিহত করার অভ্যাস, নিজে অগ্রসর হবার এবং অন্যকে নিজের সংগে নিয়ে অগ্রসর করার প্রয়োজন। এ গুণাবলী প্রত্যেক দলীয় সংগঠনের জন্যে অত্যাবশ্যক। অন্যথায় পৃথক পৃথকভাবে যদি সবাই উচ্চ পর্যায়ের সৎগুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয় কিন্তু সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ না হয়, পরস্পরের সহযোগী না হয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে না পারে, তাহলে দুনিয়ায় বাতিলের ধারকদের আমরা তিলমাত্রও ক্ষতি করতে পারবো না। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তম মানুষ হামেশা আমাদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল এবং আজও আছে। আর আজ যদি সমগ্র দুনিয়াকে আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি যে, এমন লোক আর কারো কাছে নেই, তাহলে সম্ভবতঃ এ চ্যালেঞ্জের জবাব কোনো জাতি দিতে সক্ষম হবে না। কিন্তু এ ব্যাপারটি শুধু ব্যক্তিগত সংস্কার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেসব লোক নিজেদের ব্যক্তি চরিত্রের পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তারা বড় জোর কয়েক শ' বা কয়েক হাজার লোকের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত করতে পেরেছেন এবং পবিত্রতার কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন রেখে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এটি কোনো মহত্তম কাজ করার পদ্ধতি নয়। যে শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান ভারী বোঝা ওঠাবার এবং মল্লযুদ্ধে বহু ব্যক্তিকে ধরাসায়ী করার ক্ষমতা রাখে সে একটি সুসংবদ্ধ সেনাদলের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। অনুরূপভাবে আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক যদি ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি হাসিল করেন, তাহলে তাদের অবস্থা ঠিক সেই পালোয়ানের মতো যে কোনো সেনাদলের

www.pathagar.com

অংগ হিসাবে কাজ করে না, বরং একাই একটি সেনাদলকে যুদ্ধে আহবান করে। ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির দিক দিয়ে আমাদের নিজেদের জামায়াতেও এমন রফিকের (বন্ধুর) সংখ্যা কম নয় যাদের অবস্থা দেখে আমার নিজেরই হিংসা হয়। কিন্তু জামায়াতী পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

কুরআনের এ বিষয় সম্পর্কে নীতিগত পর্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং হাদীসে নীতিগুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা রয়েছে। অতঃপর নবী করিমের (সঃ) সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করে ইপ্সিত জামায়াতী চরিত্রের পুঁথিগত নমুনাও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। এ জিনিসগুলো ঘেঁটে পরিমাপ করে দেখুন, কোন্ দিক দিয়ে আমাদের জামায়াতী সংগঠনে কি এবং কতটুকু কমতি আছে। অতঃপর এ কমতি পুরা করার চিন্তা করুন।

পরিস্কার কথা হলো এই যে, সামষ্টিক সংগঠনের অবশ্যি এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তিবর্গের মুখোমুখি হতে হয়। এ ক্ষেত্রে যদি সুধারণা, সহানুভূতি, ত্যাগ ও কল্যাণ কামনার মনোভাব না থাকে তাহলে মেজাজ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা সহযোগিতাকে চার দিনও তিষ্ঠাতে দেবে না। জামায়াতী সংগঠন এ নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে যে, অন্যদের জন্য আপনি নিজে কিছুটা ত্যাগ করবেন এবং অন্যরাও আপনার জন্য কিছুটা ত্যাগ করবে। এ ত্যাগের হিম্মত যদি না থাকে, তাহলে কোনো বিপ্লবের নাম মুখে আনা উচিত নয়।

খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী

যেসব গুণাবলীকে খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়, কুরআন ও হাদীসে এগুলোরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শুধু বর্ণনাই নয়, এক একটি প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সেটি কোন্ ধরনের এবং কোন পর্যায়ের হওয়া উচিত। এ সম্পর্কিত আহকাম ও নির্দেশাবলী একত্রিত করে চিন্তা করুন যে, খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমি সংক্ষেপে এদিকে একটু ইংগিত করতে চাই।

১. সবর (ধৈর্য)

সর্বপ্রথম যে গুণটির উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে সেটি হলো সবর। সবর ছাড়া শুধু খোদার পথেই বা কেন–কোনো পথেই প্রচেষ্টা চালানো সম্পভবপর নয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, খোদার পথে যে ধরনের সবরের প্রয়োজন দুনিয়ার ব্যাপারে চেষ্টা–সাধনা করার জন্যে প্রয়োজন তা থেকে ভিন্ন

www.pathagar.com

ধরনের সবরের। কিন্তু সবর যে অত্যাবশ্যক, একথা অনস্বীকার্য। সবরের অনেকগুলো দিক আছে। একটি দিক হলো, সাত তাড়াতাড়ি কোনো কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় হলো, কোনো পথে চেষ্টা করার সময় বাধা বিপত্তি, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখানো এবং এক পাও পিছিয়ে না যাওয়া। তৃতীয় দিকটি হলো, প্রচেষ্টার কোন ত্বরিৎ ফলাফল প্রকাশিত না হলেও হিম্মতহারা না হওয়া এবং অনবরত প্রচেষ্টা জারি রাখা। এর আর একটি দিক হলো এই যে, উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বৃহত্তম বিপদ, ক্ষতি, ভীতি ও লোভের মোকাবিলায়ও পা পিছলিয়ে না যাওয়া। সবরের একটি শাখা হলো এই যে, ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেও মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে না, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। সর্বদা ধৈর্য, সঠিক বিবেক এবং স্থির ফায়সালা শক্তিকে কাজে লাগাবে। আবার শুধু সবর করারই হুকুম দেয়া হয়নি, বরং সবরের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ বিরোধী শক্তিরা নিজেদের বাতিল উদ্দেশ্যের জন্যে যেভাবে সবরের সংগে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক অনুরূপ সবরের সংগে আপনারাও দৃঢ়ভাবে তাদের মোকাবিলা করবেন। এইজন্যই (اصبروا)এরসংগে(صابرو) হুকুমও দেয়া হয়েছে। যেসব লোকের মোকাবিলায় আপনারা হকের ধারক হিসেবে অগ্রসর হবার দাবী করেন আপনাদের সবরের সংগে তাদের সবরের তুলনা করুন এবং চিন্তা করুন আপনাদের সবরের তুলনামূলক হার কত। সম্ভবতঃ তাদের তুলনায় আমরা শতকরা দশ ভাগের দাবী করার যোগ্যতাও রাখি না। বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে সবর তারা দেখাচ্ছেন বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। কিভাবে সংগীন মুহূর্তে তারা নিজেদের কারখানা, শহর এবং রেল ষ্টেশনগুলোকে স্বহস্তে ধ্বংস করে ফেলেছে–যেগুলোর নির্মাণের জন্য বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে মেহনত করতে এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। তারা সেইসব ট্যাংকের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেগুলো সৈন্যদেরকে লৌহচক্রের তলায় পিষে মেরে ফেলে। মৃত্যুর ডানা লাগিয়ে যেসব বোমারু বিমান উড়ে বেড়ায় তাদের ছায়ায় তারা স্থির চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না তাদের মোকাবিলায় আমাদের সবর শতকরা ১০৫ হারে উপনীত হয় ততক্ষণ তাদের সংগে কোনো প্রকার সংগ্রাম চালাবার সাহস করা যেতে পারে না। সাজ–সরঞ্জামের দিক দিয়ে যখন তাদের মোকাবিলায় আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই তখন এই সাজ–সরঞ্জামের অভাবকে একমাত্র সবরের দ্বারাই পূর্ণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

২. আত্মত্যাগ

প্রচেষ্টা –সাধনার জন্যে দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণটি হলো ত্যাগ, কুরবানী–সময়ের কুরবানী, মেহনত কুরবানী, অর্থের কুরবানী। কুরবানীর দিক দিয়েও বাতিলের ঝান্ডাবাহী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় আমরা অনেক পিছনে রয়ে গেছি। অথচ সাজ–সরঞ্জামের অভাব পূরণ করার জন্য কুরবানীর ক্ষেত্রেও আমাদেরকে তাদের চাইতে অনেক অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে হাজার টাকার মাসিক বেতনের বিনিময়ে নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা নিজেই দুশমনের হাতে বিক্রি করে এবং এভাবে আমাদের জাতির কার্যকরী অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। এই বুদ্ধিগত যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রেণীটি মোটা অংকের একটা আয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে নিছক প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে স্বল্প বেতনে নিজেদের খেদমত পেশ করার হিম্মতই রাখে না। তাহলে বলুন, এরা যদি এতটুকু কুরবানী না করে এবং এ পথে শেষ শক্তি নিয়োগ করে কাজ করতে না পারে, তাহলে ইসলামী আন্দোলন কেমন করে সম্প্রসারিত হতে পারে? বলা বাহুল্য নিছক স্বেচ্ছাসেবক নির্ভর হয়ে কোনো আন্দোলন কামিয়াব হতে পারে না। জামায়াতী ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকদের গুরুত্ব ঠিক সে পর্যায়ের যে পর্যায়ের গুরুত্ব আছে একটি মানুষের শারীরিক ব্যবস্থায় তার হাত ও পায়ের। এই হাত–পা এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ কি কাজ করতে পারে যদি তাদের থেকে কাজ নেবার জন্যে স্পন্দিত দিল্ এবং চিন্তাশীল মস্তিস্ক না থাকে? অন্য কথায় বলা যায়, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাবার জন্যে আমাদের প্রয়োজন উন্নত পর্যায়ের সেনাপতি। কিন্তু বিপদ হলো এই যে, যাদের নিকট মন ও মস্তিস্কের শক্তি আছে তারা পার্থিব উন্নতি লাভে মশগুল। মার্কেটে তারা তারই দিকে যায় যে বেশী দাম পেশ করে। আদর্শ ও লক্ষ্যের সংগে আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সম্পর্ক এখনো এমন পর্যায়ে পৌছেনি যার জন্যে তারা নিজেদের লাভ বরং লাভের সম্ভাবনাকে কুরবানী করতে পারে। এই কুরবানী সম্বল করে যদি আপনারা আশা করেন যে, দুনিয়ার যেসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা এবং লাখো লাখো প্রাণ উৎসর্গ করেছে, তারা আমাদের নিকট পরাস্ত হতে পারে, তাহলে এ হবে ছোট মুখে বড় কথা।

৩. মনের একাগ্রতা

খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে তৃতীয় প্রয়োজনীয় গুণ হলো হৃদয়ের একাগ্রতা। কোনো ব্যক্তি যদি নিছক চিন্তার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনকে বুঝে নেয় এবং শুধু বুদ্ধিগত দিক দিয়ে এর উপর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তাহলে এ পথে পদ

www.pathagar.com

সঞ্চারের জন্যে এটি হবে শুধুমাত্র তার প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু শুধু এতটুকুতেই কাজ চলতে পারেনা। এখানে প্রয়োজন হলো মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠার। বেশী না হলেও কমপক্ষে এতটুকুন আগুন জ্বলে উঠা উচিত, যতটুকু নিজের ছেলেকে অসুস্থ দেখার পর জ্বলে উঠে এবং আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য করে। অথবা ঘরে অন্ন না থাকলে যতটুকুন আগুন মনের মধ্যে জ্বলে উঠে, মানুষকে বাধ্য করে চেষ্টা সাধনা করতে এবং এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না। বুকের মধ্যে সেই আবেগ থাকা উচিৎ, যা হর-হামেশা আপনাকে আদর্শ ও লক্ষ্যের ধ্যানে মশগুল রাখবে, মন ও মগজকে একাগ্র করবে এবং আপনার লক্ষ্যকে একাজের মধ্যে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করবে যে, যদি ব্যক্তিগত, সাংসারিক অথবা অন্য কোন অসম্পর্কিত ব্যাপার কখনো আপনার দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেও থাকে তাহলে প্রবল অনিচ্ছার সংগে যেন আপনি সেদিকে আকৃষ্ট হন। চেষ্টা করুন নিজের সত্তার জন্যে শক্তি ও সময়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করার। তবে আপনার সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে জীবনোদ্দেশ্যের জন্যে। যতক্ষণ না হৃদয় একাজে পুরোপুরি মগ্ন হবে এবং আপনি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে একাজের মধ্যে সঁপে দিতে পারবেন, ততক্ষণ নিছক মৌখিক জমা-খরচে কিছুই হবে না। অধিকাংশ লোক চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করতে অগ্রসর হন, কিন্তু অতি অল্প লোকই পাওয়া যায় যারা মনকে পুরোপুরি মশগুল করে দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে একাজে অংশগ্রহণ করে। আমার জনৈক নিকটবর্তী সহযোগী-যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও জামায়াতী সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর- সম্প্রতি দু'বছরের সহযোগিতার পর আমার নিকট স্বীকার করেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত আমি নিছক মানসিক নিশ্চিন্ততার জন্যে জামায়াতে শামিল ছিলাম কিন্তু বর্তমানে এ জিনিসটি আমার মনের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং আমার আত্মার গভীরতম গভীরতম প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব জমিয়ে বসেছে। আমি চাই প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবেই আত্মসমালোচনা করে দেখবেন যে, এখনো পর্যন্ত কি তিনি নিছক চিন্তার ক্ষেত্রেই জামায়াতের একজন সদস্য রয়ে গেছেন অথবা তার দিলে উদ্দেশ্য প্রেমের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। অতঃপর যদি নিজের মধ্যে হৃদয়ের মগ্নতা ও একাগ্রতা অনুভব না করেন, তাহলে তা সৃষ্টি করার চিন্তা করুন। যেখানে হৃদয়ের মগ্নতা থাকে সেখানে কোনো ধাক্কা দেবার অথবা উস্কানী দেবার প্রয়োজন হয় না। এ শক্তির উপস্থিতিতে কখনো এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে না যে, যদি কোথাও জামায়াতের একজন সদস্য পেছনে সরে আসেন অথবা স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন, তাহলে সেখানকার সমস্ত কাজই

www.pathagar.com

উলট পালট হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ছেলের পীড়িতাবস্থায় যেভাবে কাজ করে থাকে ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত কাজই করে যাবে।

খোদা না করুন যদি আপনার ছেলে কখনো পীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে তার জীবন মরণ সমস্যাকে আপনি পুরোপুরি কখনো অন্যের উপর ছেড়ে দিতে পারেন না। আপনি কখনো এ গুজব পেশ করে তাকে তার নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে পারেন না যে, সেবা শুশ্রুষা করার মত কেউ নেই, ঔষধ আনার লোক নেই, ডাক্তারের নিকট যাবার মতো লোকও নেই। কেউ না থাকলে আপনি একাই সব কিছু করবেন। কেননা ছেলে কারুর নয়, আপনার নিজেরই। বৈমাত্রেয় পিতা তবু ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু আসল পিতা নিজের কলিজার টুকরাকে কেমন করে ছেড়ে দিতে পারে। তার দিলে তো আগুন লেগে যায়। অনুরূপভাবে এ কাজের সঙ্গেও যদি আপনার মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে একে আপনি অন্যের উপর ছেড়ে দিতে পারেন না। আবার এমনও হতে পারে না যে, অন্য কারুর অযোগ্যতা, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবহেলার বাহানা দেখিয়ে আপনি নিজে এর ধ্বংসের পথ খোলসা করে নিজের অন্যান্য কাজে মশগুল হবেন। এসব কাজ প্রমাণ করে যে, খোদার দ্বীন এবং তার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যের সংগে আপনার সম্পর্ক নেহাত একটি বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। আসল সম্পর্ক যদি হয়ে থাকে; তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেই এ পথে প্রাণপণে কাজ করে যান। আমি স্পষ্ট করে আপনাদের বলছি যে, এ পথে যদি আপনারা কমপক্ষে আপনাদের স্ত্রী পুত্রের সংগে যতটুকু মানসিক সম্পর্ক রাখেন ততটুকুন সম্পর্ক ছাড়া এগিয়ে আসেন, তাহলে পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নসীবে নেই। এবং এও এমন নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশ্চাদপসরণ হবে যে, এরপর কয়েক যুগ পর্যন্তও আমাদের বংশধররা এই আন্দোলনের নাম উচ্চারণ করারও সাহস করতে পারবে না। বৃহত্তর পদক্ষেপের নামোচ্চরণ করার আগে নিজের মানসিক ও নৈতিক শক্তির পরিমাপ করুন এবং খোদার পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্যে যে হৃদয়বত্তার প্রয়োজন তা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

৪. বিরামহীন প্রচেষ্টা

এপথে প্রচেষ্টা চালাবর জন্যে চতুর্থ প্রয়োজনীয় গুণ হলো এই যে, আমাদের অনবরত ও উপর্যুপরি প্রচেষ্টা চালাবার এবং নিয়মতান্ত্রিক (Systematic) পদ্ধতিতে কাজ করার অভ্যাস থাকতে হবে। সুদীর্ঘকাল থেকে আমাদের জাতি এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, কোনো কাজ করতে হলে সব চাইতে কম সময়ের মধ্যে করতে হবে এবং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যি

www.pathagar.com

হৈ-চৈ করতে হবে। তাতে মাসেক- দু'মাসের মধ্যে সমস্ত কর্ম পন্ড হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। আমাদের এ অভ্যাস বদলাতে হবে। এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে এবং হৈ-হুল্লোড় না করেই কার্য সম্পাদন করার নক্‌শা তৈরী করতে হবে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ভারও যদি আপনার উপর দেয়া হয়, তাহলে কোনো বড় রকমের এবং ত্বরিৎ ফল লাভ ছাড়া কোনো বাহবার প্রত্যাশা না করেই আপনি ধৈর্যের সংগে নিজের সমগ্র জীবন এর পেছনে লাগিয়ে দিন। খোদার পথে চেষ্টা সাধনায় হর-হামেশা লড়াই জারি থাকে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তিও প্রথম সারিতে লড়াই করতে পারে না। এক সময়ের লড়াইয়ের জন্যে কখনো কখনো পঁচিশ বছর ধরে নিরব প্রস্তুতি চালাতে হয়। এবং প্রথম সারিতে যদি কয়েক হাজার ব্যক্তি লড়াই করে তাহলে পেছনের সারিগুলোর লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ছোটখাট কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়, যা বাহ্য দৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

খ. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের মাপকাঠি

জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৫–৭ এপ্রিল এলাহবাদের হারওরায়। সম্মেলনের সমাপ্তিকালে মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী যে ভাষণ দেন, এটি সে ভাষণের অংশ বিশেষ। ভাষণটি রোয়েদাদে জামায়াতে ইসলামীর ৪র্থ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

এবার আমি জামায়াতে ইসলামীর দুয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করবো। এসব বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, কার্যত এগুলো জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান রয়েছে। বরঞ্চ এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, এ জিনিসগুলো আপনাদের মধ্যে পাওয়া যাওয়া উচিত। এগুলো আপনাদের মধ্যে আছে কি নেই, তা যাচাই পর্যালোচনা করে দেখা আপনাদের কর্তব্য। যদি বর্তমান থাকে, তবে কোন্ পর্যায়ে আছে তাও খতিয়ে দেখা দরকার। এগুলো যদি আপনাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান থাকে, তখন মনে করবেন, জামায়াতের সাথে আপনাদের পূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি এবং দুর্বলতা লক্ষ্য করেন, তবে মনে করবেন, জামায়াতের সাথে আপনাদের সম্পর্ক দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। আর এ জিনিসগুলো যদি আপনাদের মধ্যে বর্তমানই না থাকে, তবে এটা জামায়াতের সাথে শুধুমাত্র প্রচলিত ও বাহ্যিক সম্পর্কেরই ইংগিত, মূলগত দিক থেকে জামায়াতের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

১. সে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পয়লা বৈশিষ্ট্য হলো, বিদ্যমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে দরিদ্র অনুভব করবেন। দারিদ্র বলতে আমি অর্থসম্পদ ও উপায় উপকরণের স্বল্পতা বুঝাচ্ছিনা। একজন মুসলমান যদি সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাকেন, তবে এ কারণে তিনি কখনো নিজেকে দরিদ্র অনুভব করেন না। দারিদ্র বলতে আমি বুঝাতে চেয়েছি, বর্তমান সমাজ পরিবেশে আপনি সর্বত্র নিজেকে একাকী অনুভব করবেন। নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে নিজ জাতি, সমাজ ও প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনি আপনার আদর্শ ও দৃষ্টিভংগির অধিকারী, আপনার চিন্তাধারার সাথে একমত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আপনজন খুব কমই দেখতে পাবেন। আপনি যে কোনো সভা সমিতি, আলাপ আলোচনা ও সাক্ষাতকারে অনুভব করবেন যে, আপনি যা কিছু চান, লোকেরা তার চাইতে ভিন্ন কিছু চায়। আপনি যা কিছু চিন্তা করেন, লোকেরা চিন্তা করে তার বিপরীত কিছু। আপনার রুচি, আনন্দ, ধ্যানধারণা ঝোঁক প্রবণতা এবং আপনার ইচ্ছা সংকল্প সবকিছুই অন্যদের রুচি আনন্দ, ধ্যানধারণা, ঝোঁক প্রবণত এবং ইচ্ছা সংকল্পের চাইতে ভিন্নতর, বরং বিপরীত। আপনি অনুভব করবেন, আপনি স্থলচর অথচ আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কিংবা আপনি জলচর অথচ আপনাকে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অন্যরা নিজেদের সফলতার পথ দেখতে পাবে প্রশস্ত। কিন্তু আপনি আপনার সাফল্যের পথকে দেখতে পাবেন কন্টকাকীর্ণ জগদ্দলময়। অন্যরা যে পথে চলে, সে পথ মানুষের কাফেলায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আপনার গোটা পথে সংগী সাথী ও সাহায্যকারীর স্বল্পতাই

দেখতে পাবেন। অন্যদের দেখবেন জীবন সামগ্রী ও উপায় উপকরণের বিপুল সমারোহ। পক্ষান্তরে দুটো শুকনো রুটি সংগ্রহ করার জন্যে আপনার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে।

আপনি যখন বর্তমানের এই অনৈসলামী সমাজ পরিবেশে নিজেকে এরকম হাজারো সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত দেখতে পাবেন এবং আপনার অতি নিকটতম আত্মীয় স্বজনও এসব সমস্যায় আপনার সাহায্যে এগিয়ে তো আসবেই না,বরঞ্চ এর সাথে আরো কিছু যোগ করার চেষ্টায় নিরত হবে, তখন মনে করবেন, জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে আপনার মধ্যে সঠিক বুঝ সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনার ভিতরে ও বাইরে তারই নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে আপনার মধ্যে যদি এই জিনিসগুলো সৃষ্টি না হয়, এগুলো যদি থাকে আপনার জীবনে অনুপস্থিত, আপনার সমাজ পরিবেশে আপনার অবস্থান, জনপ্রিয়তা এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার অবস্থা যদি জামায়াতে প্রবেশ করার পূর্বের মতই অক্ষুন্ন থাকে, কারো সাথে যদি আপনার সম্পর্কের বিঘ্ন এবং অবনতি না ঘটে থাকে, আপনার বন্ধু বান্ধবরা যদি পূর্বের মতই আপনার উপর সন্তুষ্ট থেকে থাকে, আপনার আত্মীয় স্বজন যদি আগের মতোই আপনার উপর খুশী থেকে থাকে, আপনার উপার্জনের সমস্ত পথ যদি পূর্বের মতোই খোলা থেকে থাকে এবং কোনো দিক থেকেই যদি আপনি কোনো প্রকার একাকীত্ব অনুভব না করে থাকেন, তবে এর অর্থ হলো আপনি কেবল আপনার গায়ে জামায়াতে ইসলামীর লেবেল এঁটে দিয়েছেন, এর মর্ম আপনার অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রবেশ করেনি।

এই জিনিসটাকে জামায়াতের সাথে আপনার সম্পর্কের অবস্থা বুঝবার কষ্টিপাথর হিসেবে গ্রহণ করুন। এভাবে আপনারা প্রত্যেকেই স্বস্থানে বসে চিন্তা করে দেখুন, জামায়াতের সাথে আপনার সম্পর্ক অকৃত্রিম নাকি কৃত্রিম। এ আন্দোলনের জন্যে আমরা যে ধরনের লোকদের খুঁজছি, তারা প্রথমোক্ত ধরনের লোক, শেষোক্ত ধরনের নয়। আমরা ঐ লোকদের খুঁজছি, হাদীসে যাদেরকে মোবারকবাদ জানানো হয়েছে। যাদের সম্পর্কে রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ 'তারা হবে ঐ সমস্ত লোক, যারা আমার পরে বিকৃতিকে সংশোধন করবে।'

২. এবার আমি দ্বিতীয় কাংখিত বৈশিষ্ট্যটির কথা বলবো। এটি মূলত প্রথম বৈশিষ্ট্যেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। তাহলো, আপনি আপনার সমস্ত সম্পর্ক ও

www.pathagar.com

আন্তরিকতা সেইসব লোকদের সাথে বৃদ্ধি করুন, যারা আপনার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীকে নিজেদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের সংখ্যা যতোই কম হোক না কেন, সে পরোয়া আপনি করবেন না। তাদের সাথীত্ব ও সহযোগিতাকে মর্যাদা দিন। তারা আপনার স্বজাতির লোক না হলেও তাদের প্রতি স্বজাতির লোকদের চাইতে অধিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বোধ করুন। তারা অতীতে আপনার এবং আপনার জাতির বড় শত্রু থাকনা কেন, আজ যদি তারা সেই সত্য গ্রহণ করে নেয়, যা আপনি গ্রহণ করেছেন, তবে আপনি আপনার সমস্ত আগ্রহ আন্তরিকতা তাদের প্রতি আরোপ করুন। আপনার সত্যিকার বন্ধুত্ব তাদের সাথে হওয়া উচিত। এরাই আপনার আত্মীয়। এরাই আপনার বন্ধু। এরা আপনার সুখ দুখের সাথী। এরা ছাড়া অন্যদের সাথে আপনার বন্ধুতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবেনা, থাকবে কল্যাণকামিতার সম্পর্ক ভদ্র সম্পর্ক।

আপনার বন্ধুতা ও শত্রুতার সম্পর্ক হতে হবে একজন খাঁটি ঈমানদার ও সত্যপরায়নের সম্পর্ক। ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক হবে যতোটা দুর্বল, তার সাথে আপনার সম্পর্কও হওয়া উচিত ততোটা দুর্বল। আর ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক হবে যতোটা মজবুত, আপনার সম্পর্কও তার সাথে হওয়া উচিত ততোটা মজবুত ও সুদৃঢ়।

এই মূলনীতির আলোকে লোকদের সাথে আপনার বন্ধুতা ও শত্রুতা নিরীক্ষা করে দেখুন। নিরীক্ষা ও পর্যালোচনায় যদি দেখতে পান, কোথাও বন্ধুতা লাভের অধিকারী ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করছেন, কিংবা শত্রুতা লাভের অধিকারী ব্যক্তির সাথে বন্ধুতা করছেন, তবে আল্লাহকে ভয় করুন, এবং এ অবস্থার সংশোধন করে নিন। আপনি যদি একটি আদর্শকে ভালবাসেন, তবে সে আদর্শের শত্রুদের সাথে আপনার বন্ধুতা হতে পারে না। একইভাবে সে আদর্শের যারা বন্ধু তাদের সাথেও শত্রুতা হতে পারেনা। আপনি বংশ ও গোত্র নামক দেবতার পূজারী নন। বর্ণ ও রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারেও আপনার কোন আকর্ষণ নেই। আপনার ঘৃণা ও ভালবাসা পুরোটাই আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্কের অনুগামী। যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে নেয়, তারা আপনার বন্ধু হয়ে গেল আর আপনি হয়ে গেলেন তাদের বন্ধু। আপনার আর তাদের মাঝের সম্পর্ক কোন বস্তুগত সম্পর্ক নয়, নৈতিক ও আত্মিক সম্পর্ক। ঈমান এবং ইসলামের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক যদি আপনার এখনো বাকী থাকে, তবে তা সংশোধন করে নিন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে

www.pathagar.com

সত্যের অনুগামী করে নিন। কে জানে, কখন আপনার সামনে পরীক্ষার ঘন্টা এসে উপস্থিত হবে!

বাতিল এবং বাতিলের সমস্ত সম্পর্কের সাথে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করাই প্রকৃত রূহানী হিজরত। এর সূচনা হয় সেদিন, যেদিন একজন লোক সত্য দ্বীনকে স্বীয় জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং সে পথে যতো কঠিন সমস্যা সংকুল অবস্থাই আসুক না কেন, তা পাড়ি দেবার অটল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিছু লোক মনে করে এ কাজের জন্য প্রথম থেকে কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, সময় হলেই দ্বীনের জন্য তারা বিরাট বিরাট কোরবানী পেশ করে ফেলবে এবং প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কের রশি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবে। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। পরীক্ষার ঘন্টা যখন উপস্থিত হয় তখন মন মগজের সেই শক্তিই কেবল কাজ করে, যা কার্যত মনমগজে বিদ্যমান থাকে। যারা শত্রুর হামলার পর নিজ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যত হয় তাদের ভাগ্যে ব্যর্থতা আর পরাজয় ছাড়া কিছুই মিলেনা।

৩. তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া দরকার তাহলো, যে সব লোক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে আপনাদের বিরোধী, তারা যেনো আপনাদেরকে নরম দুর্বল ভাবতে না পারে। তারা যখন আপনাদের তলিয়ে দেখবে, পরখ করে দেখবে, তখন যেনো বুঝতে পারে, আপনাদের সাথে যা–তা ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। তারা যেনো নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে আপনাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। প্রথম ধরনের লোকদের জন্যে আপনারা হবেন পরম দয়ালু, কোমল ও সরল প্রাণের। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদের জন্যে আপনাদের হতে হবে সজাগ, সতর্ক ও আদর্শ পূজারী। আপনাদেরকে স্বীয় মতাদর্শের বলয়ে আবদ্ধ করতে পারে এমন কোনো সুযোগ আপনারা তাদের কখনো দেবেন না।

যতো দিন আপনারা নিজেদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পয়দা করতে না পেরেছেন, বুঝতে হবে, ততোদিন আপনাদের মধ্যে জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঠিক বুঝ সৃষ্টি হয়নি। আপনাদের মধ্যে সেই চরিত্র বৈশিষ্ট্য পয়দা হয়নি, যা জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কাম্য, যে বৈশিষ্ট্যকে কুরআন মজীদ 'আশিদ্দাউ আ'লাল কুফফার' বলে বর্ণনা করেছে।

এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, তাদের জন্যে শত্রু শিবিরে লেফ্‌ট রাইট শুরু করে দেয়া বৈধ নয়। সাময়িক লাভের জন্যে

www.pathagar.com

শত্রুর শ্লোগান নিজ মুখে উচ্চারণ করা এবং শত্রুর পক্ষে সহযোগিতা দান করা কিছুতেই বৈধ নয়। যারা হক এবং বাতিল উভয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখতে চায়, তারা মূলত কেবল বাতিলের সাথেই সম্পর্ক রাখে। হক এ ধরনের সহাবস্থান ও মিশ্রণকে বিন্দুমাত্র বরদাশ্‌ত করেনা। আপনার ভেতরে যেসব দুর্বলতা আপনার মধ্যে বাতিলের প্রবেশের পথ করে দেয়, তা আপনার ঈমানী দুর্বলতারই প্রমাণ। আপনি এখন যে জীবনের সূচনা করেছেন, তার প্রাথমিক দাবী হলো, আপনি আপনার ভেতরকার এইসব দুর্বলতা দূর করার জন্যে চেষ্টা করুন।

এই দুই তিনটি কথা আমি আপনাদের সামনে কষ্টিপাথর হিসেবে পেশ করলাম। এগুলোর সাহায্যে আপনারা নিজেদেরকে যাচাই করে দেখতে পারেন যে, জামায়াতের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ের? আপনাদের এই সম্পর্ক কি শুধুমাত্র মৌখিক এবং আপনাদের মন মানসিকতা কি এখনো সেই পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেসব স্থানে ঘুরে বেড়াত জামায়াতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আগে? আর নাকি মৌখিক এবং আন্তরিক উভয় ভাবে এ আন্দোলনের সাথে আপনার সম্পর্ককে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে নিয়েছেন?

www.pathagar.com

গ. কর্মীদের আসল পুঁজি

১৯৪৭ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব ভারত হালকার হালকা ভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাটনায়। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এ সম্মেলনে যে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন, এটি সেই ভাষণেরই অংশবিশেষ। অনুবাদ করেছেন আবদুশ শহীদ নাসিম।

www.pathagar.com

এলাহাবাদ সম্মেলনে আমি সর্বপ্রথম যে জিনিসটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তাহলো, আল্লাহ্ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করা। আজও আমি প্রথমেই আপনাদেরকে তারই তাকিদ করছি। ইতিপূর্বে গোটা বছরব্যাপী আপনাদেরকে আমি যে কথাটি বলে এসেছি, এখন আরো অধিক চিন্তাভাবনা এবং কুরআন সুন্নাহ্র অধ্যয়নের ফলে সেকথাটি আমার একীন ও অটুট বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সে বিষয়ে অণু পরিমাণ সন্দেহ্ আর এখন আমার মধ্যে নেই। সে কথাটি হলো, মানুষের বিবেক বুদ্ধি, মনমানসিকতা, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভংগি প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যের যে আলো লাভ করে, তা আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই লাভ করে। যদি তাই না হয়, তবে তো মানুষের গোটা ভেতরটা অন্ধকারই থেকে যায়। তার বাহ্যিক কাজকর্ম যতো সুন্দর দেখা যাকনা কেন, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কারণ তার অন্তর তো ভ্রান্ত পরামর্শ দেয়। তার মস্তিষ্ক তাকে ভুল পথ প্রদর্শন করে। তার হাত পা যে পথে এবং যে উদ্দেশ্যেই উত্তোলিত হোক না কেন, তা তো ভ্রান্তই হবে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি ধর্মের নাম নিয়ে ধর্মের কাজেও পা বাড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্র কথা মনে না রাখে, তার অন্তর যদি হয় আল্লাহ্র আসন শূন্য, তবে তার সেই দীনদারীও দুনিয়াদারীতে পরিণত হতে বাধ্য। আপনারা যদিও দীনের কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন, তা সত্ত্বেও এই আশংকা থেকে আপনাদের নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয় যে, আল্লাহকে স্মরণ রাখার ব্যাপারে গাফলতি আপনাদের সমগ্র কাজকে বিনষ্ট করে দিতে পারে এবং সম্মুখের যে কোনো মনযিলে শয়তান আপনাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে। আপনি যদি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চান, তবে আপনার অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে জোতির্ময় করে রাখুন, যাতে করে আপনার মনমগজ এবং আপনার সমস্ত

www.pathagar.com

অংগপ্রত্যংগ সঠিক পন্থায় সঠিক পথে কাজ করে। এছাড়া এই বিপদাশংকা থেকে রেহাই পাবার অন্য কোনো উপায় নেই।

দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহলো আপনারা নিজেদের মধ্যে দলীয় ও সাংগঠনিক চরিত্র সৃষ্টি করুন। একথা আপনারা ভালভাবেই জানেন, মুসলমানদের মধ্যে অতীতেও সৎ লোক ছিলেন, এখনো আছেন। এ সংখ্যা একেবারে কমও নয়। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সৎলোক থাকা সত্ত্বেও জাতির অবক্ষয় ঘটতে ঘটতে অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। আপনারা স্বচক্ষেই আজ তা দেখতে পাচ্ছেন। এর কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, এই সৎলোকগণ যোগ্যতা এবং পরহেযগারীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাংগঠনিক জীবন সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত এবং সাংগঠনিক চরিত্র ছিলো তাদের মধ্যে বিলুপ্ত ? ফলে তারা যে কেবল জাতিকে অধঃপতন থেকে বাঁচাতে পারেননি তা নয়; বরঞ্চ নিজেদেরকেও সমকালীন ফিতনা থেকে বাঁচাতে পারেননি। আপনাদেরকে এই ভ্রান্তির সংশোধন ও প্রতিকার করতে হবে। সৎলোক হবার সাথে সাথে আপনাদের সাংগঠনিক চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। সেই চরিত্র নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, যা একটি সত্যপন্থী দলের জন্যে অপরিহার্য। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারেনা। আমরা শুধু ব্যক্তিগত সৎ গুণাবলীর দাওয়াত দানকারী নই, বরঞ্চ আপনাদেরকে সামাজিক সৎগুণাবলীর চেষ্টা সংগ্রামের জন্যে তৈরী করতে চাই। সেকারণে আপনাদেরকে উন্নত মানের দলীয় চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী দেখতে চাই। এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যখন আপনারা সংঘবদ্ধভাবে দলীয় নিয়ম নীতি ও ডিসিপ্লিনের অধীনে আপনাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মার্চ করতে পারবেন। আপনাদেরকে নেতৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং দুটি জিনিসের পূর্ণ অধিকার প্রদান করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আপনাদের প্রত্যককেই একথা প্রমাণ করতে হবে যে, আপনারা জামায়াতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বড় বড় ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যে কোনো বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আপনারা প্রস্তুত স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততির জন্যে যে কোনো বিরাট বিপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত এবং আত্মত্যাগ, বিনয়, ভালবাসা, সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতার সর্বোত্তম উদাহরণ পেশ করতে পারেন।

এটা হচ্ছে সেই ময়দান, যেখানে বিশ্বের জাতিগুলো আমাদেরকে পরাজিত করে এগিয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত সততার দিক থেকে আমরা তাদের থেকে পিছিয়ে ছিলাম না, বরং এক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামীই ছিলাম। কিন্তু সামাজিক

www.pathagar.com

চরিত্রের দিক থেকে ছিলাম আমরা তাদের অনেক পিছে। এখন আমরা সেটারই শাস্তি ভোগ করছি যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা তাদের পিছে পড়ে আছি। এর চাইতেও বড় বিপদ হলো, আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও এখন পর্যন্ত আমাদের জাতির এই রোগ অনুধাবন করতে পারেনি। তারা নিজেরাও ভুলের মধ্যে আছে এবং অন্যদেরকে এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করছে যে, আমাদের এই অধঃপতনের জন্য অন্যরাই ষোল আনা দায়ী, আমরা নিজেরা দায়ী নই। তারা মনে করে, ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত সততা দাবী করে আর সেটা তারা করছে। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের জন্য ধর্ম কোনো নিয়মনীতি দেয়নি এবং দাবীও করেনা। ধর্ম তো কেবল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের বিধান প্রদান করে আর এই পর্যন্ত তার দাবীর সীমা শেষ।

এই ধারণা অসংখ্য বিকৃতি ও অনিষ্টের মূল। এই ধারণা মুসলমানদের পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং অধঃপতনের বর্তমান সীমায় এনে পৌঁছিয়েছে।

ইসলাম আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য যেমন নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান দিয়েছে, যেমন ব্যক্তিগত নৈতিক কাঠামো দিয়েছে, ঠিক তেমনি আপনাদের সামাজিক জীবনের জন্যে নিয়ম কানুন এবং নৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের কাছে তা অনুসরণ করার দাবী করে। তা মেনে না চললে ঠিক তেমনি গুনাহগার হতে হয়, যেমনি হতে হয় ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে দেয়া বিধি বিধান ও নৈতিক ব্যবস্থা ভংগ করলে। বরং এক্ষেত্রে তার চাইতেও অধিক গুনাহ্গার হতে হয়। কারণ ব্যক্তিগত অপরাধের চাইতে সামাজিক অপরাধের ব্যাপকতা অনেক বেশী। একারণে সামাজিক ও দলীয় শৃংখলা বিনষ্টকারীদের জন্যে ইসলাম যেসব শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে নির্ধারিত অপরাধের চাইতে অধিকতর কঠিন। কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় দলীয় ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে এখন এই উপমহাদেশের মুসলমানদের দৃষ্টিতে দলীয় ও সামষ্টিক জীবনের কোনো ধর্মীয় গুরুত্বই আর অবশিষ্ট থাকেনি। বরং এটাকে তারা একটা বিরাট বোঝাই মনে করে। যতো দিন আমাদের মধ্যে এ অবস্থা বর্তমান থাকবে, ততোদিন আমরা দলীয় ও সামষ্টিক গুরুত্বের অধিকারী হতে পারবনা। এমতাবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের গুরুত্ব শুধু পৃথক পৃথক ব্যক্তির। আর এহেন অবস্থায় আমরা কিছুতেই সেসব নিআমতের অধিকারী হতে পারবোনা, যেগুলোর ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তাআলা একটি উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী সত্যনিষ্ঠ দলের জন্যে। আপনারা যদি মুসলমানদের এই

ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দিতে চান এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের অভিশাপ থেকে বের করে ঐক্যবদ্ধ ও জামায়াতী জীবনের মহান পথে নিয়ে আসতে চান, তবে এটার জন্যে একটাই পথ আছে। তাহলো, আপনারা প্রতিটি স্থানে প্রতিটি মুহূর্তে আপনাদের জামায়াতী জীবনের বৈশিষ্ট্য জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে দিন। আপনাদের প্রত্যেকের ভেতর থেকে আমিত্ব, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মপূজা এবং এই ধরনের সকল রোগ বের করে দূরে নিক্ষেপ করুন। আর সেগুলোর স্থলে আত্মত্যাগ, ঐকান্তিকতা, কল্যাণকামিতা এবং দয়া ও সহানুভূতির মতো মহত গুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করে তুলুন। কেবল এ পন্থার অনুসারী হতে পারলেই দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ইজ্জত আপনারা লাভ করতে সক্ষম হবেন। আর কেবল এ পন্থার অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বের সমস্ত বাতিল শক্তিকে আপনারা পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন।

এ প্রসংগে একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। তাহলো, আমি বার বার দলীয় চরিত্র ও দলীয় গুণাবলী বলে যে শব্দাবলী ব্যবহার করছি, তার অর্থ নিছক জাতীয় চরিত্র (NATIONAL CHARACTER) নয়। নিঃসন্দেহে জাতীয় চরিত্রেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোনো জাতিই জাতীয় চরিত্র ছাড়া নিজ সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারেনা। কিন্তু আমরা তার চাইতে অনেক সেরা ও উচ্চতর জিনিসের জন্যে চেষ্টাসাধনা করছি। আমরা আপনাদের কাছে সেই সাংগঠনিক চরিত্র দাবী করছি, যা ইসলাম সেই শরয়ী জামায়াতের জন্যে অপরিহার্য ঘোষাণা করেছে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আল–জামায়াত' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা জাতীয় চরিত্রের চাইতে অনেক উপরের জিনিস। গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে এটা আদর্শ ও অনুসরণীয়।

বিশ্বে কিছু জিনিস মাপা হয় গজ বা কাঠি দিয়ে আর কিছু জিনিস মাপা হয় ওজন দিয়ে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা দলকে মাপার কষ্টিপাথর হচ্ছে সেই ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাস, যার ঘোষণা তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়। আপনারাও বিশ্বের সামনে একটি সুস্পষ্ট আকীদা বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্ব আপনাদেরকে তার ভিত্তিতেই যাচাই পরখ করে দেখবে। দেখা হবে আপনারা আপনাদের সেই বিশ্বাসের জন্যে কতটা ত্যাগ ও কুরবানী প্রদান করছেন? কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার মধ্যে তার উপর টিকে থাকার জন্যে কতোটা দৃঢ়তা প্রদর্শন করছেন? তার জন্যে কতোটা বিপদের মোকাবেলা করছেন? তার প্রেম ও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কতো বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছেন? এসব দিক থেকে যদি আপনারা যোগ্যতার অধিকারী হন,

www.pathagar.com

তবে বিশ্বের বুকে আপনাদের জন্যে একটা মর্যাদার আসন নির্ধারিত হবে আর পরকালেও আপনারা অধিকারী হবেন একটা বিশেষ মর্যাদার। আপনারা যা নন, নিজেদেরকে তাই মনে করলে কেবল নিজেদের সাথে আত্মপ্রতারণাই করবেন, কোথাও কোনো মর্যাদার আসন লাভ করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। সৃষ্টি ও স্রষ্টার পক্ষ থেকে আপনারা কেবল তাই লাভ করবেন, বাস্তব ক্ষেত্রে আপনারা যার অধিকারী, তা কখনো লাভ করবেন না, যা নিজেদের সম্পর্কে নিজেরা মনে করেন।

এই কথা মনে রেখে সম্মেলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে এখন আমি আমার উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং সিরাতুল মুসতাকীমে পরিচালিত করুন।।

www.pathagar.com

ঘ. সত্য পথের পথিকদের জরুরী পাথেয়

এটি ১৯৫১ সালের ১৩ই নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'হেদায়াত' শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণ। অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

সহকর্মী বন্ধুগণ!

চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের পর এখন সকলেই এখান হইতে বিদায় লইতেছি। এই সম্মেলন উপলক্ষে নির্ধারিত কার্যসূচী আল্লাহ্‌র ফযলে সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ অধিবেশনে মোটামুটিভাবে পর্যালোচনাও করিয়াছি। এখান হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি আমার সহকর্মী-রুকন এবং মুত্তাফিকগণকে (বর্তমানে সহযোগী সদস্য) আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা বলিতে চাই; যেন তাহারা ভবিষ্যতে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে পারেন।

আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক

আম্বিয়ায়ে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং জাতির আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকটি কাজ উপলক্ষে তাহাদের সহকর্মীগণকে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, সর্বপ্রথম আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহারা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করিতে, মনে-প্রাণে তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করিতে এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্টতর করিতে তাকীদ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আমি আপনাদেরকে আজ এই উপদেশই দিতেছি। আর ভবিষ্যতেও আমি যখন সুযোগ পাইব, ইনশায়াল্লাহ এই কথাই আপনাদেরকে স্মরণ করাইয়া দিতে থাকিব। কারণ এই বিষয়টি এতই গুরত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের তুলনায় ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, ইবাদাতের বেলায় আল্লাহ্‌র সহিত নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন, নৈতিক চরিত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় পোষণ এবং আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের বেলায় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাকেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার। মোটকথা আমাদের সমগ্র জীবনের সংস্কার -সংশোধন

www.pathagar.com

এবং উন্নতির জন্য যাবতীয় চেষ্টা -তৎপরতার মূলে অন্যান্য উদ্দেশ্যের তুলনায় আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহেরই প্রাধান্য লাভ করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত আমরা যে কাজের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছি ইহা শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত যতখানি গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করিব আমাদের আন্দোলন ততই মযবুত হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হইলে এই আন্দোলনও দুর্বল হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ যেন ইহা হইতে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

বলা বাহুল্য মানুষ যে কাজেই অংশগ্রহণ করুক না কেন-সেই কাজ দুনিয়ার হউক কি আখেরাতের-তাহার প্রেরণা সেই কাজের মূল উদ্দেশ্য হইতেই লাভ করে। যে কাজের জন্য সে উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছে, সেই কাজে তাহার চেষ্টা-তৎপরতা তখনই পরিলক্ষিত হইবে যখন মূল উদ্দেশ্যের সহিত তাহার মনে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দিবে। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ব্যক্তি ছাড়া কেহ প্রবৃত্তির পূজা করিতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি যত বেশী স্বার্থপর হইবে, ততই সে আপন প্রবৃত্তির জন্য কাজ করিতে থাকিবে। সন্তান সন্ততির মঙ্গল সাধনের জন্য যে ব্যক্তি কাজ করে, মূলত সে-ও সন্তান বাৎসল্যের আধিক্যে উম্মাদে পরিণত হয়। আর ঠিক তখনি সেই ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য নিজের পার্থিব জীবনেই নহে নিজের আখেরাতকেও বরবাদ করিতে ইতস্তত করে না। কারণ তাহার সন্তান-সন্ততির অধিকতর সুখ-শন্তি লাভ করুক ইহাই হইতেছে তাহার একমাত্র কামনা।

অনুরূপভাবে দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তি মূলত দেশ ও জাতির প্রেমে আবদ্ধ হয়। ইহার ফলেই সেই ব্যক্তি দেশ ও জাতির আযাদী, নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, কয়েদখানার দুর্বিসহ যাতনা অনায়াসে বরণ করে এবং এইজন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। এমনকি এই কাজে সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি এই কাজ আপন প্রবৃত্তির জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, দেশ ও জাতির বিশেষ কোন স্বার্থের জন্য না-ই করি, বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই কাজ মনে করিয়া আমরা এই পথে অগ্রসর হইয়া থাকি তাহা হইলে আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আমাদের সম্পর্ক গভীর এবং মযবুত না হইলে যে আমাদের এই কাজ কখনো অগ্রসর হইতে পারে না, এই কথা আপনারা সহজেই উপলব্দি করিতে পারেন। আর এই কাজের জন্য আমাদের চেষ্টা-তৎপরতা শুধু তখনই শুরু হইতে পারে যখন আমাদের যাবতীয় আশা-আকাংখা একমাত্র আল্লাহ্র

www.pathagar.com

বাণীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই কেন্দ্রীভূত হইবে। এই কাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত শুধু সম্পর্ক স্থাপন করাই যথেষ্ট নহে, বরং তাহাদের যাবতীয় আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিতই সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ইহা একাধিক সম্পর্কের একটি অন্যতম সম্পর্ক হইলে চলিবে না, বরং ইহাকেই একমাত্র মৌলিক ও বাস্তব যোগসূত্রে পরিণত হইতে হইবে। পরন্তু আল্লাহ তা'য়ালার সহিত এই সংযোগ - সম্পর্ক হ্রাস না পাইয়া বরং যাহাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সেই চিন্তাই যেন তাহাদের মনে প্রতিটি মুহূর্তে জাগরূক থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করাই যে আমাদের এই কাজের মূল প্রাণ স্বরূপ- এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিমত নাই। আল্লাহ্‌র ফজলে আমাদের কোন সহকর্মীই ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে অসতর্ক নহেন। তবে এই ব্যাপারে কতকগুলি প্রশ্ন অনেক সময় লোকদেরকে বিব্রত করিয়া তোলে। তাহা এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সঠিক তাৎপর্য কি, ইহা কিরূপে স্থাপিত এবং বর্ধিত হয় ? আর আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, থাকিলেই বা কতখানি এবং এই সব কথা জানিবার সঠিক উপায় কি হইতে পারে ?

এই সকল প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর জানা না থাকার কারণে আমি অনেক সময় অনুভব করিয়াছি যে, অনেকেই এই ব্যাপারে নিজেদেরকে সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে পতিত ও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় দেখিতে পায়। সেখানে বসিয়া তাহারা আপন লক্ষ্যপথের সন্ধান করিতে পারে না, এমনকি কতখানি পথ অতিক্রম করিয়াছে, কোন্‌খানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কতখানি পথ বাকি আছে, তাহাও সঠিকরূপে অনুমান করিতে পারে না। ফলে অনেক সময় আমাদের কোন সহকর্মী হয়তো অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়েন। কেহ বা এমন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, যে পথে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। আবার কাহারো পক্ষে লক্ষ্যস্থলের দূরে কিংবা নিকটবর্তী বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। এই কারণেই আমি আপনাদেরকে শুধু আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সংযোগ স্থাপন সম্পর্কে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইব না, বরং উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর একটা সুষ্ঠু জওয়াব দেওয়ার জন্যও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিব।

আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ

আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ মানুষের জীবন-মরণ ইবাদাত-বন্দেগী, কুরবানী ইত্যাদি সব

www.pathagar.com

কিছু একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই নির্ধারিত হইবে। এইজন্যই নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহার ইবাদাত করিবেঃ

إِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্র জন্যই উৎসর্গীকৃত।"

সে পূর্ণ একাগ্রতার সহিত নিজের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহার ইবাদাত করিবে।

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ ـ

রাসুলে করীম (সঃ) একাধিকবার এই সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ ও তাৎপর্যের কোনটার ভিতর অস্পষ্টতা নাই। তাঁহার বাণীসমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ হইতেছেঃ

خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ـ

"গোপনে এবং প্রকাশ্যে সকল কাজেই আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করা।"

أَنْ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ أَوْثَقَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ

"নিজের উপায়-উপাদানের তুলনায় আল্লাহ তা'লার মহান শক্তির উপরেই অধিক ভরসা করা;" এবং من التمس رضى الله يسخط الناس আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লোকের বিরাগভাজন হওয়া।" ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইতেছে লোকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তোষ অর্জন করা। (من التمس رضى الناس) অতঃপর এই সংযোগ-সম্পর্ক যখন বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থায় উপনীত হইবে যে, লোকের সহিত বন্ধুত্ব, শত্রুতা, এবং লেন-দেন ইত্যাদি সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হইবে, নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা আগ্রহ ঘৃণার বিন্দুমাত্র প্রভাবও সেখানে থাকিবে না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'য়ালার সহিত তাহার সম্পর্ক পরিপূর্ণ হইয়াছে।

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক রাত্রে আপনারা দোয়া কুনুতে যাহা পাঠ করেন, তাহার

www.pathagar.com

প্রতিটি শব্দই আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনার এই সম্পর্কের পরিচয় দিতেছে। আপনারা আল্লাহ তা'য়ালার সহিত কোন্ ধরনের যোগ সম্পর্ক স্থাপনের স্বীকৃতি দিতেছেন, তাহা এই দোয়ার শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ - وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাহিতেছি, তোমারই কাছে সরল–সত্য পথের নির্দেশ চাহিতেছি, তোমারই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, তোমারই উপরে আস্থা স্থাপন করিতেছি, তোমারই উপরে ভরসা করিতেছি এবং যাবতীয় উত্তম প্রশংসা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করিতেছি। আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তোমার অকৃতজ্ঞ দলে শামিল নহি! তোমার অবাধ্য ব্যক্তিকে আমরা বর্জন করিয়া চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, তোমারই জন্য সালাত আদায় করি, সেজদা করি এবং তোমার জন্যই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা–তৎপরতা নিবদ্ধ। আমরা তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী এবং তোমার শাস্তি সম্পর্কে ভীত–সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তোমার যাবতীয় আযাব কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট।"

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবার সময় যে দোয়া পাঠ করিতেন তাহাতেও আল্লাহ তা'য়ালার সহিত এই সম্পর্কের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ-তা'য়ালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ -

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত হইলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনিলাম, তোমার উপর ভরসা করিলাম, তোমার দিকে আমি নিবিষ্ট হইলাম,

www.pathagar.com

তোমার জন্যই আমি লড়াই করিতেছি এবং তোমার দরবারেই আমি ফরিয়াদ জানাইতেছি।"

আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়

আল্লাহ তা'য়ালার সহিত একজন মু'মিনের যে সম্পর্ক থাকা উচিত, উপরে তাহার সঠিক বর্ণনা দেওয়া হইল। এখন এই সম্পর্ক এবং উহা বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে তাহাই আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

এই সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র উপায় রহিয়াছে। তাহা এই যে, মানুষকে সর্বান্তকরণে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তা'য়ালাকে নিজের এবং সমগ্র জগতের একমাত্র মালিক, উপাস্য এবং শাসকরূপে স্বীকার করিতে হইবে। প্রভুত্বের যাবতীয় গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই নির্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শির্‌কের যাবতীয় কলুষ-কালিমা হইতে মুক্ত করিতে এবং নিজের অন্তরকে নির্মল ও পবিত্র রাখিতে হইবে। এই কাজটি সম্পাদনের পরই আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক দুইটি উপায়ে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল চিন্তা ও গবেষণার পন্থা আর দ্বিতীয়টি হইল বাস্তব কাজের পন্থা।

চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় হইল পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসসমূহের সাহায্যে এই ধরনের সংযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা। এইভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত আপনার যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রহিয়াছে কার্যত যেরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত সেই বিষয়ে আপনাকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইবে। এই ধরনের যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতি লাভ এবং ইহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস বুঝিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং বারবার অধ্যয়ন করিতে হইবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত আপনার যোগ-সম্পর্ক অনুভূত হইবে সেই সব বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে; নিজের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত আপনি কোন্ বিষয়ে কতখানি যোগ সম্পর্ক কার্যত স্থাপন এবং উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে কতখানি দাবী আপনি পূরণ করিয়াছেন, কোন্ বিষয়ে কতখানি ত্রুটি অনুভব করিয়াছেন, আপনাকে তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। এই অনুভূতি সমীক্ষা যতখানি বৃদ্ধি পাইবে, ইনশায়াল্লাহ্ আপনার সহিত আল্লাহ্ তা'য়ালার যোগ সম্পর্কও ততই বাড়িতে থাকিবে।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনাদের একটি সম্পর্ক এই যে, তিনি আপনাদের মা'বুদ এবং আপনারা তাঁহার গোলাম। দ্বিতীয় সম্পর্ক হইল, পৃথিবীর বুকে আপনারা তাঁহার প্রতিনিধি। আর তিনি অসংখ্য জিনিস আপনাদের কাছে আমানত রাখিয়াছেন। তৃতীয় সম্পর্ক এই যে, আপনারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া একটি বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। সেই অনুসারে আপনাদের জান ও মাল তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি জান্নাতের বিনিময়ে উহা খরিদ করিয়া নিয়াছেন। চতুর্থ সম্পর্ক এই যে, আপনাকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে এবং তিনি শুধু আপনার প্রকাশ্য বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হিসাব গ্রহণ করিবেন না। বরং আপনার প্রত্যেকটি কাজ, আপনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে; উহার দৃষ্টিতে তিনি আপনার পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করিবেন। মোটকথা, এইরূপ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সকল সংযোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা, ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা ও উহা সদাসর্বদা স্মরণ রাখা এবং ইহার দাবীগুলি পূরণ করিবার উপরই আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনাদের সম্পর্ক-সংযোগ গভীর ও ঘনিষ্টতর হওয়া নির্ভর করিতেছে। এই ব্যাপারে আপনারা যতখানি শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন, আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনাদের সংযোগ ততই দুর্বল হইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে এই ব্যাপারে আপনারা যতখানি সতর্ক ও মনোযোগী হইবেন, ততই আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনাদের সম্পর্ক গভীর ও মজবুত হইবে। কিন্তু বাস্তব কাজের দ্বারা শক্তি ও সাহায্য লাভ না হইলে এই মানসিক প্রক্রিয়া কিছুতেই সফল হইতে পারে না। বরং এইরূপ নিস্ক্রীয় মনোভাব লইয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়াই সম্ভব নহে। বাস্তব কাজ বলিতে বুঝায় নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য করা এবং তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য অনুরূপ প্রত্যেকটি কাজে প্রাণপাত প্ররিশ্রম করা। আর নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য বলিতে বুঝায়, কেবল অনিচ্ছায় নহে, বরং স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ উৎসাহের সহিত গোপন এবং প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করা। এই সমস্ত কাজে কোন পার্থিব স্বার্থ নহে বরং আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, গোপনে ও প্রকাশ্যে যে কোন অবস্থায় তাহা আন্তরিক ঘৃণার সহিত বর্জন করিতে হইবে। এবং ইহার মূলেও কোন প্রকার পার্থিব ক্ষতি বা বিপদের আশংকা নহে, বরং আল্লাহ তা'য়ালার গযব বা শাস্তির ভয়কেই বিশেষভাবে

www.pathagar.com

সক্রিয় রাখিতে হইবে। এইভাবে আপনার যাবতীয় কার্যকলাপ 'তাকওয়ার' পর্যায়ে উপনীত হইবে এবং ইহার পরবর্তী কর্মপন্থা আপনাকে 'ইহসানে'র স্তরে উন্নীত করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দ অনুসারে প্রত্যেকটি ন্যায় ও সৎ কাজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আপনি আগ্রহের সাথে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার অপসন্দনীয় প্রত্যেকটি অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্রত হইবেন। এই পথে আপনি নিজের জান-মাল, শ্রম এবং মন-মগযের শক্তি সামর্থ কুরবানী করিবার ব্যাপারে কোন প্রকার কার্পণ্য করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, এই পথে আপনি যাহা কিছু কুরবানী করিবেন সেইজন্য আপনার মনে বিন্দমাত্র গর্ব অনুভূত হওয়া উচিত নহে, আপনি কাহারো প্রতি কিছুমাত্র 'অনুগ্রহ' করিয়াছেন-এইরূপ ধারণাও কখনো পোষণ করিবেন না। বরং বৃহত্তর কুরবানীর পরও যেন আপনার মনে এই কথাই জাগ্রত থাকে যে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপনার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, এতসব করিবার পরও তাহা পালন করা সম্ভব হয় নাই।

আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কের বিকাশ সাধনের উপকরণ

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কর্মপন্থা অনুস্মরণ করা মোটেই সহজসাধ্য নহে। ইহা অত্যন্ত দুর্গম লক্ষ্যস্থল, এই পর্যন্ত পৌছিতে হইলে বিশেষ শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে এই শক্তি অর্জন করা সম্ভব।

একঃ সালাত—শুধু ফরয এবং সুন্নাতই নহে; বরং সাধ্যানুযায়ী নফল সাতালও আদায় করা দরকার। কিন্তু নফল সালাত অত্যন্ত গোপনে আদায় করিতে হইবে। যেন আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং আপনার মধ্যে নিষ্ঠার ভাব জাগ্রত হয়। নফল পড়া বিশেষত তাহাজ্জুত পড়ার কথা যাহির করিতে থাকিলে মানুষের মধ্যে এক প্রকার মারাত্মক 'রিয়া' ও অহমিকা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। মু'মিন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বড়ই মারাত্মক। অন্যান্য নফল সাদকা এবং যিক্‌র-আযকারের প্রচারের মধ্যেও অনুরূপ ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে।

দুইঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌র —জীবনের সকল অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় এইজন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন কিংবা অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মোটেই ঠিক নহে। বরং এই সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ) যে পন্থা অনুস্মরণ করিয়াছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই হইতেছে উত্তম ও সঠিক প্রক্রিয়া। হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর অনুসৃত দোয়া, যিক্‌র ইত্যাদির মধ্যে যতখানি

www.pathagar.com

সম্ভব আপনারা মুখস্থ করিয়া লইবেন এবং শব্দ ও তাহার অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবেন। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা মাঝে মাঝে পড়িতে থাকিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালার কথা স্মরণ রাখা এবং তাঁহার প্রতি মনকে নিবিষ্ট রাখার জন্য ইহা একটি বিশেষ কার্যকরী পন্থা।

তিনঃ সাওম—শুধু ফরয নহে; বরং নফল সাওমও রোযা প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে নিয়মিত তিনটি সাওম রাখাই উত্তম। নফল সম্পর্কে ইহাই বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা। এই সময়ে সাওমের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন শরীফে বর্ণিত 'তাকওয়া' অর্জনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

চারঃ আল্লাহ্র পথে অর্থ খরচ করা—এই ব্যাপারে শুধু ফরযই নহে; সাধ্যনুসারে নফলও আদায় করিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি কথা উত্তমরূপে বুঝিযা লওয়া দরকার যে, আপনি আল্লাহ্ তা'য়ালার পথে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিতেছেন, মূলত তাহার কোন গুরুত্ব নাই। বরং আপনি আল্লাহ্র জন্য কতখানি কুরবানী করিলেন তাহাই হইতেছে প্রকৃত বিচার্য। একজন গরীব যদি অভূক্ত থাকিয়া আল্লাহ্র রাহে একটি পয়সাও ব্যয় করে তবে তাহার সেই পয়সাটি ধনী ব্যক্তির এক হাজার টাকা হইতে উত্তম। ধনী ব্যক্তির এক হাজার টাকা হয়তো তাহার ভোগ সামগ্রীর দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই প্রসংগে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। আত্মার বিশুদ্ধিকরণের (তাযকিয়ায়ে নাফ্স) জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসুল (সঃ) যে সব পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তম্মধ্যে সাদকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি অনুশীলন করিয়া দেখিতে পারেন। কোন ব্যাপারে আপানার একমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে আপনি অনুতপ্ত হৃদয়ে শুধু তওবা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন। ঘটনাক্রমে পুনরায় যদি ত্রুটি ঘটে তখন তওবা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র রাহে সাদকা করিবেন। অতপর উভয় অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, তওবার সাথে সাথে সাদকা করিলে আত্মা অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং অসৎ চিন্তার মুকাবিলায় আপনি অধিক সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবেন।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে এই সহজ-সরল পন্থা অনুরসণেরই নির্দেশ দান করিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত ইহা অনুশীলন করিলে কঠোর সাধনা, তপস্যা কিংবা মোরাকাবা ছাড়াই আপনি নিজ গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া এবং সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব পালন করিয়াই আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সংযোগ সম্পর্ক বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক যাচাই করার উপায়

এক্ষণে একটি সমস্যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। তাহা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আমাদের সংযোগ-সম্পর্ক কতখানি হইয়াছে তাহা কিভাবে ও কি উপায়ে বুঝিব? আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে তাহাই বা আমরা কি উপায়ে বুঝিব? ইহার জবাবে আমি আপনাদেরকে বলিতে চাই যে, ইহা অনুভব করিবার জন্য স্বপ্নযোগ 'সু-সমাচার প্রাপ্ত' অথবা কাশ্‌ফ ও কারামত যাহির করিবার প্রয়োজন নাই। কিংবা অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে বসিয়া আলোক প্রাপ্তির অপেক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই। এই সম্পর্ক পরিমাপ করিবার ব্যবস্থা তো আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরেই করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় এবং দিনের বেলায়ই তাহা পরিমাপ করিয়া দেখিতে পারেন। নিজের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং আপনার চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে পর্যালোচলা করিয়া দেখুন। নিজের হিসাব-নিকাশ আপনি নিজেই ঠিক করিয়া দেখুনঃ আল্লাহ তা'য়ালার সহিত যে চুক্তিতে আপনি আবদ্ধ রহিয়াছেন তাহা কতখানি পালন করিতেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার আমানাত সমূহ কি আপনি একজন আমানতদার হিসাবে ভোগ-ব্যবহার করিতেছেন, না আপনার দ্বারা কোন প্রকার খেয়ানত হইতেছে, আপনার সময়, শ্রম, যোগ্যতা, প্রতিভা, ধন-সম্পদ ইত্যাদির কতটুকু আল্লাহ্ তা'য়ালার কাজে ব্যয়িত হইতেছে কতটুকু অন্য পথে নিয়োজিত হইতেছে? আপনার স্বার্থ কিংবা মনোভাবের উপর আঘাত লাগিলে আপনি কতখানি বিরক্ত ও রাগান্বিত হন। আর আল্লাহ তা'য়ালার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় তখনই বা আপনার ক্রোধ, মর্মপীড়া, মানসিক অশান্তি কতখানি হয়? এইরূপ আরো অনেক প্রশ্ন আপনি নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই সমস্ত প্রশ্নের জওয়াবের উপর ভিত্তি করিয়া আপনি প্রত্যহ বুঝিতে পারেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার সহিত আপনার কোন সম্পর্ক ও যোগ আছে কিনা? থাকিলে তাহা কতখানি এবং তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে না কমিয়া যাইতেছে? কাজেই স্বপ্নের সুসংবাদ, কাশ্‌ফ-কারামত, কিংবা নূরের তাজাল্লী ইত্যাদি অতি-প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইতে আপনি বিরত থাকুন। প্রকৃতপক্ষে এই বস্তুজগতের প্রবঞ্চনামূলক বৈচিত্রের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাওহীদের নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবনের চেয়ে বড় কাশ্‌ফ আর কিছুই নাই। শয়তান এবং তার চেলা-চামুন্ডাদের ক্রমাগত প্রলোভন ও ভয়ভীতির মুকাবিলায় সরলসত্য পথে মযবুতভাবে কায়েম থাকা অপেক্ষা বড় কেরামত আর কিছুই হইতে পারে না। কুফরী, ফাসেকী ও গুমরাহীর ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে

www.pathagar.com

সত্যের আলো দেখিতে পাওয়া এবং তাহা অনুস্মরণ করার চেয়ে কোন বড় নূরের তপস্যা থাকিতে পারে না। আর মু'মিনগণ সবচেয়ে বড় সুসংবাদ লাভ করিতে চাহিলে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে নিজের রব (প্রভু ও পালনকর্তা) হিসাবে স্বীকার করিয়া ইহার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলাই হইতেছে উহার একমাত্র উপায়ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

"যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তাহারা এই ব্যাপার অটল অবিচল থাকে, নিঃসন্দেহে তাহাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয় (এবং তাহাদেরকে বলে) তোমরা ভয় করিও না, দুঃখ করিও না, তোমাদের সহিত যে জান্নাতের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহার সুসংবাদে আনন্দিত হও।" –হামীম আস্–সিজদাহঃ ৩০

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান

আল্লাহ্ তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক–সংযোগ স্থাপনের পর আমি আপনাদের আরো একটি কথা বলিতে চাই। তাহা এই যে, আপনারা সকল অবস্থায়ই পার্থিব সুযোগ–সুবিধার চেয়ে আখেরাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিবেন ও নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের মূলে আখেরাতের সাফল্য লাভের আকাংখাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

কুরআন মজীদ আমাদেরকে বলিতেছে, স্থায়ী অনন্ত জীবন লাভের ক্ষেত্র হইতেছে আখেরাত। দুনিয়ার এই অস্থায়ী বাসস্থানে আমাদেরকে শুধু পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত সামান্য সাজসরঞ্জাম, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা–ইখতিয়ার, সামান্য অবকাশ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের মধ্যে হইতে কত লোক আল্লাহ্ তা'য়ালার জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে আমাদেরকে সেই পরীক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের কতখানি কৃতিত্ব রহিয়াছে, রাস্তা–ঘাট ও বাড়ী নির্মাণে আমরা কতখানি পটু কিংবা এক শানদার সভ্যতা সংস্কৃতি গঠনে আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করিতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের কোন পরীক্ষা দিতে হইবে না। বরং আল্লাহ্ তা'য়লার প্রদত্ত আমানত সমূহের ব্যাপারে আমরা তাঁহার খিলাফতের দায়িত্ব পালনে কতখানি

www.pathagar.com

যোগ্যতার অধিকারী ইহাই হইতেছে আমাদের পরীক্ষার মূল বিষয়। আমরা কি এখানে বিদ্রোহী ও স্বাধীন হইয়া বসবাস করি, না তাঁহার অনুগত বান্দাহ হিসাবে আল্লাহ্র দুনিয়ার আল্লাহ্র মর্জি পূরণ করি, না নিজেদের ইচ্ছা প্রবৃত্তি অথবা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ( ) ইচ্ছা পূরণ করি। আল্লাহ্র দুনিয়াকে তাঁহার দেওয়া মানদন্ড অনুসারে সুসজ্জিত করি, না বিভেদ-বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য শয়তানী শক্তিগুলির সম্মুখে আত্মসমর্পণ করি, না তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকি, ইহাই হইল আমাদের পরীক্ষা। জান্নাতে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর যে প্রথম পরীক্ষা হইয়াছিল মূলত তাহাও ছিল ঠিক এই পরীক্ষা। আর আখেরাতের জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে মানব জাতির মধ্য হইতে যাহাদেরকে নির্বাচিত করা হইবে তাহাও হইবে এই চূড়ান্ত প্রশ্নটির ভিত্তিতে। সুতরাং সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল মাপকাঠি ইহা মোটেই নহে যে, কে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, আর কে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া, কাহাকে বিরাট সাম্রাজ্য দান করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে আর কাহাকে জীর্ণ কুটিরে বসাইয়া। পরীক্ষা কেন্দ্রের সাময়িক সুযোগ সুবিধা যেমন সাফল্যের কোন প্রমাণ নহে, তেমনি উহা কোন অসুবিধা ও ব্যর্থতারও লক্ষণ নহে। আসল কামিয়াবী-যেদিকে আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকা দরকার তাহা হইল এই যে, আমরা দুনিয়ার এই পরীক্ষা কেন্দ্রের যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন, আমরা যেন নিজেদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার অনুগত বান্দাহ-এবং তাঁহার মর্জির সঠিক তাবেদার সাব্যস্ত করিতে পারি। একমাত্র এইভাবেই আমরা আখেরাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুগত বান্দাহদের নির্দিষ্ট মর্যাদা লাভে সক্ষম হইব।

বন্ধুগণ! ইহাই হইতেছে আসল কথা। কিন্তু ইহা এমন একটি বিষয় যে, একবার মাত্র জানিলে, বুঝিলে ও স্বীকার করিলেই এই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে না, বরং সদা-সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়। নতুবা এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যে, আখেরাতকে অস্বীকার না করিয়াও আমরা হয়তো আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের ন্যায় নিছক পার্থিব কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িব। কেননা পরকাল হইতেছে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে অবস্থিত একটি বস্তু, শুধু মৃত্যুর পরেই তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইবে। পার্থিব জীবনে আমরা শুধু চিন্তা কল্পনা শক্তির সাহায্যেই উহার ভাল-মন্দ ফলাফল অনুভব করিতে পারি। পক্ষান্তরে এই দুনিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, ইহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব এবং ভালো-মন্দ প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা সর্বক্ষণ

অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। ইহার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী ও পরিণতিকে অনেক সময়ে চূড়ান্ত বলিয়া আমাদের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আখেরাত সম্পর্কিত কোন কাজ হইলে সেই বিষয় শুধু আমাদের অন্তরের এক কোণায় লুক্কায়িত বিবেকে সামান্য কিছুটা তিক্ততা অনুভব করি মাত্র, অবশ্য যদি তাহা সজীব থাকে। কিন্তু আমাদের পার্থিব কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হইলে আমাদের প্রতিটি লোমকূপও তজ্জন্য ব্যথা অনুভব করে। আমাদের স্ত্রী–পুত্র, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব নির্বিশেষে সমাজের সাধারণ লোকজন সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারে। অনুরূপভাবে আমাদের আখেরাতে যদি সাফল্য হয়, তবে আমাদের অন্তরের একটি নিভৃত কোণ ব্যতীত অন্য কোথাও উহার স্নিগ্ধ প্রভাব অনুভূত হয় না অবশ্য তাহাও যদি আমাদের গাফলতির দরুন সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্দ হইয়া গিয়া না থাকে। কিন্তু আমাদের পার্থিব সাফল্যকে আমাদের গোটা সত্তা ও ইন্দ্রিয়নিচয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারে এবং আমাদের সমগ্র পরিবেশ তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই কারণেই একটি ধারণা বা বিশ্বাস হিসাবে আখেরাতকে স্বীকার করা হয়তো কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গোটা চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র ও কর্মজীবনের সমগ্র ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ হিসাবে উহাকে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আজীবন কাজ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মুখে দুনিয়া 'কিছু নয়' বলা যতই সহজ হউক না কেন কিন্তু অন্তর হইতে উহার বাসনা–কামনা এবং চিন্তাধারা হইতে উহার প্রভাব–প্রতিপত্তি বিদূরিত করা মোটেই সহজ নহে। এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য বহু চেষ্টা–যত্ন আবশ্যক। আর অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলেই তাহা স্থায়ী হইতে পারে।

পরকালের চিন্তা প্রতিপালনের উপায়

আপনারা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আমরা সেইজন্য কিরূপ চেষ্টা করিতে পারি এবং এইজন্য আমরা কোন্ কোন্ জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করিব? ইহার জওয়াবে আমি বলিতে চাই যে, ইহারও দুইটি উপায় রহিয়াছেঃ একটি চিন্তা ও আদর্শমূলক। অপরটি হইল বাস্তব কর্মপন্থা।

আদর্শিক অনুশীলনের পন্থা এই যে, আপনি শুধু آمَنْتُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ 'আমি আখেরাতের প্রতি ঈমান আনিলাম– এই কথাটি মুখে উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, বরং অর্থ বুঝিয়া কালামে পাক অধ্যয়নের অভ্যাস করিবেন। ইহার ফলে আপনার বিশ্বাসের চোখে ক্রমাগত পার্থিব দুনিয়ার এই আবরণের অন্তরালে অবস্থিত আখেরাত অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ধরা দিবে। কারণ কালামে পাকে সম্ভবত এমন একটি পৃষ্ঠাও নাই যেখানে কোন না কোনরূপে আখেরাতের

www.pathagar.com

উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে আখেরাতের এমন বিস্তারিত নক্সা দেখিতে পাইবেন যে, আপনার মনে হইবে যেন কেহ চাক্ষুষভাবে দেখার পরেই ইহা বর্ণনা করিতেছে। এমনকি অনেক স্থানেই এই চিত্র এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে থাকে তখন মনে হয় যেন এই জড় জগতের হাল্কা পর্দাখানা একটু সরিয়া গেলেই বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত। সুতরাং নিয়মিত কুরআন শরীফ বুঝিয়া তেলাওয়াত করিতে থাকিলে মানুষের মনে ক্রমশ আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা স্থায়ী হইতে পারিবে। তখন সে এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে পারিবে যে, তাহার স্থায়ী বাসভূমির সন্ধান লাভ মৃত্যুর পরই সম্ভব এবং দুনিয়ার এই স্থায়ী জীবনেই উহার জন্য প্রস্তুতি নিতে হইবে।

হাদীস অধ্যয়ন করিলে এই মনোভাব আরও বলবত ও মযবুত হয়। কারণ হাদীস শরীফে পরলোক সম্পর্কে প্রায় চাক্ষুস অভিজ্ঞতার মতোই বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত হযরত নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এবং তাঁহার সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা আখেরাত সম্পর্কে কতখানি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন উহা হইতে তাহা জানা যায়। কবর যিয়ারত করিলে এই বিষয়ে আরো সাহায্য লাভ করা যায়। নবী করীম (সাঃ) কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, মানুষ ইহার সাহায্যে নিজের মৃত্যুর স্মরণ রাখিতে সক্ষম হয় এবং লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ এই দুনিয়ার বুকে অবস্থান করিয়াও এই কথা তাহার মনে জাগরূক রাখিতে পারে যে, সকল মানুষ যেখানে গিয়াছে এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোক যেখানে পৌঁছিতেছে তাহাকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে গুমরাহ লোকেরা যে সমস্ত মাযারকে মকছুদ হাসিল কিংবা মুশকিল আসানের কেন্দ্র হিসাবে খাড়া করিয়াছে, উহার পরিবর্তে সাধারণ গরীব লোকদের কবরস্থান এই দিক দিয়া অনেক বেশী উপকারী। অথবা এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন রাজা বাদশাহদের সৈন্য ও পাহারাদার বিবর্জিত বিরাটাকার কবরগুলি পরিদর্শন করা চলে।

অতঃপর বাস্তব কর্মপন্থার কথায় আসুন। এই পার্থিব জীবনে আপনাকে ঘর-সংসার, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নিজের শহর ও দেশের ব্যবস্থাপনা, আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক কাজ কারবার-এক কথায় জীবনের প্রতি পদেই আপনাকে উভয় সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়। এবং একদিকে আখেরাতে বিশ্বাস আর অপরদিকে দুনিয়াদারী আপনাকে হাতছানি দেয়। এমতাবস্থায় আপনাকে প্রথমোক্ত পথেই অগ্রসর হওয়ার জন্যে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি নফসের দুর্বলতা কিংবা আলস্যবশত আপনি কখনো ভিন্ন

www.pathagar.com

পথেই অগ্রসর হন, তবে সেই কথা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পথ পরিবর্তনের চেষ্টা করিবেন, ভুল পথে আপনি অনেক দূর অগ্রসর হইলেও কোন কথা নাই। তাহা ছাড়া আপনি মাঝে মাঝে নিজের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিবেন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দুনিয়া আপনাকে নিজের দিকে টানিতে সমর্থ হইয়াছে আর আপনিই বা কতবার আখেরাতের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পর্যালোচনার দ্বারাই আপনি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন যে, আখেরাত সম্পর্কে ধারণা-বিশ্বাস কতখানি মযবুত হইয়াছে আর কতখানি অভাব আপনাকে পূরণ করিতে হইবে। যতখানি অভাব দেখিবেন তাহা নিজেই পূরণের চেষ্টা করিবেন। এই ব্যাপারে বাহির হইতে কোন প্রকার সাহায্য লাভ করিতে হইলে আপনাকে সর্বপ্রথম দুনিয়ার লোকদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং আপনার জানা মতে যাঁহারা দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, এই ধরনের নেক লোকদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু একটি কথা আপনাকে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আপনার নিজের চেষ্টা ব্যতীত কোন গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার বাস্তব কোন পন্থা এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিংবা নিজের মধ্যে মূল উপাদান পর্যন্ত বর্তমান নাই, এমন গুণ সৃষ্টি করাও সম্ভব নহে।

অযথা অহমিকা বর্জন

তৃতীয় যে বিষয়ে আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিতে চাই তাহা এই যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক চরিত্র এবং আপনাদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যতটুকু সংস্কার সাধিত হইয়াছে সেইজন্য আপনাদের মনে যেন আদৌ কোন অহমিকা দেখা না দেয়। আপনারা যেন ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে কখনো এরূপ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, আমরা এখন পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছি, যাহা কিছু যোগ্যতা অর্জন করা দরকার ছিল, তাহার সবই আমরা হাসিল করিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং এখন আর আমাদের কাম্য এমন কোন বস্তু নাই, যে জন্য আমাদেরকে আরো চেষ্টা-যত্ন করিতে হইবে। আমাকে এবং জামায়াতের অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে অনেক সময়ই একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বেশ কিছু দিন যাবত কিছু সংখ্যক লোক জামায়াতে ইসলামীর-প্রকৃতপক্ষে জামায়াত আন্দোলনের মূল্য হ্রাস করিবার মতলবে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, এই জামায়াত নিছক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। অন্যান্য দলগুলির মতই ইহা কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে আত্মশুদ্ধি আধ্যাত্মিকতার কোন নাম

www.pathagar.com

নিশানা নাই। ইহার কর্মীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক এবং আখেরাত-চিন্তার অভাব রহিয়াছে। এই দলের পরিচালক নিজে যেমন কোন পীরের মুরীদ নহেন, তেমনি তিনি কোন খানকাহ হইতেও তাকওয়া পরহেযগারী বা ইহসান-কামালিয়াতের ট্রেনিং লাভ করেন নাই। আর তাঁহার সহকর্মীরাও যে তেমন কোন ট্রেনিং-এর সুযোগ পাইবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই ধরনের প্রচারনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং আন্দোলনের প্রতি আগ্রহশীল লোকদের মনে জামায়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি করা এবং তাহাদেরকে পুনরায় এমন আস্তানায় ফিরাইয়া নিতে চেষ্টা করা, যেখানে কুফরীর আশ্রয়ে থাকিয়া ইসলামের আংশিক খেদমত করাকেই আজ পর্যন্ত এক বিরাট কীর্তিরূপে গণ্য করা হইতেছে, যেখানে দ্বীন ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করিবার কোন কল্পনারই অস্তিত্ব নাই। বরং যেখানে এই ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা উথাপন করিবার পর নানাভাবে উহাকে এক অধর্মীয় প্রস্তাব বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এইরূপ প্রস্তাবকে এমনভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যে, কুফর ও ফাসেকীর পরিবর্তে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনাকে একটি নিতান্ত বৈষয়িক চিন্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই কারণেই আমাদেরকে বাধ্য হইয়া খানকার আত্মশুদ্ধি ও ইসলামী আত্মশুদ্ধির মধ্যেকার পার্থক্য উদঘাটন করিতে হয় এবং প্রকৃত তাকওয়া-পরহেযগারী ও ইহসানের সঠিক পরিচয় যাহা ইসলামের কাম্য-পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতে হয়, এবং 'ধর্ম-শিল্পে' বিশেষজ্ঞগণ যে সনাতন তাকওয়া ও কামালিয়াতের শিক্ষা বা ট্রেনিং দিতেছেন, তাহার সহিত ইসলামের পার্থক্য কতটুকু তাহা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সেই সংগে ইসলামী আন্দোলন কর্তৃক অনুসৃত সংশোধন ও ট্রেনিং পদ্ধতি এবং উহার ফলাফলও আমাদেরকে প্রকাশ করিতে হয়, যেন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চেতনা সম্পন্ন যে কোন লোক এই কথা বুঝিতে পারেন যে, ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়েই মানুষের মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী ও ইহসানের যে পবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা জীবনভর আত্মশুদ্ধির ট্রেনিং লাভের পরও-এমনকি ট্রেনিং দাতাদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই সকল কথা আমরা আমাদের সমালোচকদের বে-ইনসাফীর কারণেই বলিতে বাধ্য হইতেছি। নিছক আত্মরক্ষার জন্য নহে, বরং ইসলামী আন্দোলনের নিরাপত্তার জন্য ইহা আমাদের বলিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কথার ফলে

www.pathagar.com

আমাদের সহকর্মীদের মনে যেন কোন প্রকার গর্ব-অহংকার কিংবা নিজেদের 'কামালিয়াত' সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা না জন্মে, সেই জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেছি। আল্লাহ না করুন, আমাদের মধ্যে যদি কোন প্রকার মিথ্যা অহমিকা দেখা দেয়, তবে এই পর্যন্ত আমরা যতটুকু লাভ করিয়াছি তাহাও হয়তো হারাইয়া বসিব।

এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই আমি আপনাদেরকে তিনটি নিগূঢ় সত্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে এবং তাহা কখনো বিস্মৃত না হইতে অনুরোধ করি।

কামালিয়াত (পূর্ণত্ব) একটি সীমাহীন ব্যাপার, ইহার শেষ সীমা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত। মানুষের কর্তব্য হইতেছে, উহার শীর্ষদেশে আরোহণ করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং কোথাও পৌঁছিয়া এই কথা ব্যক্ত না করা যে, সে কামেল হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি যে মুহূর্তে এই ধারণায় পতিত হইবে সংগে সংগেই তাহার উন্নতি থামিয়া যাইবে। শুধু যে থামিয়া যাইবে তাহাই নহে, বরং সেই সংগে তাহার অবনতির সূত্রপাত হইবে। এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল উচ্চ স্থানে উন্নীত হওয়ার জন্যই নহে, বরং সেখানে টিকিয়া থাকিতে হইলেও অবিশ্রান্ত চেষ্টা-তৎপরতা আবশ্যক। কারণ এই চেষ্টার ধারা বন্ধ হওয়ার সংগে সংগেই নিম্নভূমির আকর্ষণ মানুষকে নীচের দিকে টানিতে আরম্ভ করে। কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কেবলমাত্র নীচের দিকে তাকাইয়া সে কতখানি উপরে উঠিয়াছে তাহা দেখা উচিত নহে, বরং তাহার আর কতখানি উপরে উঠিতে হইবে এবং এখনো সে কতখানি দূরে রহিয়াছে ইহাই তাহার দেখা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম আমাদের সম্মুখে মনুষ্যত্বের যে উচ্চতম আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে উহার প্রাথমিক স্তরসমূহও অন্যান্য অনৈসলামিক ধর্ম ও মতবাদগুলির উচ্চতম আদর্শের তুলনায় অনেক উর্ধে অবস্থিত। ইহা আদৌ কোন কল্পনা প্রসূত 'মান' নহে, বরং এই পার্থিব জীবনেই আম্বিয়ায়ে কিরাম, মহানুভব সাহাবাগণ এবং জাতির আদর্শ মহা পুরুষগণের পবিত্র জীবনধারা আমাদের সম্মুখে ইসলামের মহান আদর্শ সম্পর্কে পথনির্দেশ করিতেছে। এই আদর্শ 'মান' হামেশা আপনারা সম্মুখে রাখিবেন। এইভাবে আপনারা তথাকথিত কামালিয়াতের বিভ্রান্তির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন এবং নিজেদের পশ্চাদপদতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হইবেন। পরন্তু উন্নতি লাভের চেষ্টা-তৎপরতার জন্য ইহা এমনভাবে অনুপ্রেরণা যোগাইতে

www.pathagar.com

থাকিবে, যাহার ফলে আপনি আজীবন সংগ্রাম–সাধনার পরও মনে করিবেন যে, এখনো উন্নতির অনেক স্তর বাকী রহিয়াছে। আপনার আশেপাশে মুমূর্ষু রোগীদের দেখিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে একটুও গর্ববোধ করিবেন না। আপনারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার সেই বীর পাহলোয়ানদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন যাহাদের স্থলাভিষিক্ত হিসাবেই আপনারা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হইতেছেন। দ্বীন–সম্পদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অগ্রসর লোকদের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং বৈষয়িক ধন–সম্পদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদেরকে সম্মুখে রাখাই ঈমানদার লোকদের কর্তব্য, যেন তাহার ভিতর হইতে দ্বীন–সম্পদ লাভের তৃষ্ণা বিদূরিত না হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে যতটুকু বিষয়–সম্পত্তি দান করিয়াছেন তাহাতেই সে আল্লাহ্‌র শুক্‌র করিতে পারে এবং অল্পতেই যেন তাহার ধন–সম্পদের পিপাসা নিবৃত হয়।*

তৃতীয়ত, আমাদের জামায়াত এই পর্যন্ত যতটুকু গুণ–বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে শুধু তাহা বর্তমান বিকৃত পরিবেশের কারণেই সম্ভব হইয়াছে। কেননা এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমরা যে ক্ষীণ শিখার একটি প্রদীপ জ্বালাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহাই এখন উজ্জ্বল–প্রকটিত হইয়া

---

* একটি হাদীসে নবী করীম (সঃ) ঠিক এই কথাই ইরশাদ করিয়াছেনঃ

من نظر فى دينه الى من هو فوقه فاقتدى به ونظر فى دنياه الى
من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا
صابرا ومن نظر فى دينه الى من هو دونه ونظر فى دنياه الى من
فوقه تاسف على مافاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا۔

যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিবে এবং পার্থিব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে দেখিয়া আল্লাহ তা'য়ালার দান সামগ্রীর শুক্‌রিয়া প্রকাশ করিবে, সে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলরূপে পরিগণিত হইবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকের প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং পার্থিব ব্যাপারে অধিক ধনশালীদের প্রতি লক্ষ্য করিবে, কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে সেই জন্য সে আফসোস করিবে, আল্লাহ্‌র দরবারে সেই ব্যক্তি কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীলরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না।"

www.pathagar.com

দেখা দিয়াছে। নতুবা প্রকৃত সত্য কথা এই যে, ইসলামের নিম্নতম আদর্শের সহিত আমাদের চেষ্টা তৎপরতার তুলনা করিলেও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে–ব্যক্তিগত জীবন ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে–কেবলমাত্র ক্রটি–বিচ্যুতি নযরে পড়িবে। সুতরাং আমরা যদি কখনো নিজেদের ক্রটি–বিচ্যুতি স্বীকার করি তবে তাহা যেন শুধু বিনয় প্রকাশের জন্যই না হয়, বরং তাহা যেন আন্তরিক স্বীকৃতি হয়। ইহার ফলে আমাদের প্রত্যেকটি দুর্বলতা যেন সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে এবং তাহা দূর করিবার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা যেন তীব্রতর হয়।

শিক্ষাশিবিরগুলো থেকে সুফল লাভ করুন

এই কাজে আপনাদের সাহায্যের জন্যই জামায়াতের পক্ষ হইতে ট্রেনিং–এর নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যসূচী অনুসারে যে সমস্ত ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে জামায়াতের রুকন বা মুত্তাফিক সকলেই শরীক হইতে পারেন। ট্রেনিং–এর মেয়াদ ইচ্ছা করিয়াই সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, যেন ব্যবসায়ী, কর্মচারী, কৃষিজীবী, সকল শ্রেণীর লোকই ইহা হইতে সহজে ফায়দা হাসিল করিতে পারেন। ট্রেনিং কোর্সের দুইটি ভাগ রহিয়াছেঃ একটি শিক্ষামূলক, অপরটি অনুশীলনমূলক। প্রথম অংশে আমাদের লক্ষ্য হইল– শিক্ষার্থীগণ অল্প সময়ের মধ্যেই যেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা, ফিকাহ শাস্ত্রের হুকুম ও আহকাম এবং জামায়াতের পুস্তকাদির একটি প্রয়োজনীয় অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়। ইহার ফলে ট্রেনিং গ্রহণকারী কর্মী যেন সহজেই দ্বীনি ব্যবস্থা, উহার দাবী, তদনুযায়ী জীবন যাপনের পন্থা এবং উহার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত কর্মসূচী স্পষ্ট বুঝিতে পারে। সেই সংগে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়নের জন্য কোন্ ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের আবশ্যক, তাহাও যেন সে উপলব্ধি করিতে পারে। কর্মসূচীর অনুশীলনমূলক অংশের উদ্দেশ্য এই যে, ইহার মাধ্যমে আমাদের কর্মীগণ অন্তত কিছু দিন এই স্থানে সমবেতভাবে স্বচ্ছ ও নির্মল ইসলামী পরিবেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তীতা, শৃংখলা রক্ষা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং প্রীতি ও সৌহার্দের অভ্যাস জন্মিবে। এতদ্ব্যতীত একে অপরের গুণাবলী আহরণ করিতে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের দোষ–ক্রটি ও দুর্বলতাসমূহ দূর করিবার সুযোগ লাভ করিবে। সর্বোপরি তাহারা কয়েক দিনের জন্য হইলেও নিরবচ্ছিন্ন সাংসারিক কাজকর্ম হইতে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নিজেদের সমস্ত চিন্তা, লক্ষ্য এবং কর্ম তৎপরতা কেন্দ্রিভূত করিতে সক্ষম হইবে।

www.pathagar.com

এইজন্য অন্ততপক্ষে প্রত্যেক জেলায় এক একটি করিয়া ট্রেনিং কেন্দ্র স্থায়ীভাবে স্থাপন করিবার জন্য আমরা আন্তরিক আগ্রহ পোষণ করি। কিন্তু এই ধরনের ট্রেনিং কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আমাদের কাছে যোগ্যতা সম্পন্ন লোক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই কারণেই আপাতত লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান ও করাচীতে সাময়িকভাবে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এতদসত্ত্বেও এই সামান্য ব্যবস্থা দ্বারাই আপনাদের যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমি আশা করি। ইনশায়াল্লাহ ট্রেনিং কেন্দ্রের কর্মসূচী অনুশীলনের পর নিজেরাই ইহার বিরাট উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবেন। তখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, জামায়াত যথার্থই একটি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।

আমি এই কর্মসূচীর মাধ্যমে যত বেশী সম্ভব ফায়দা হাসিল করিবার জন্য সমস্ত কর্মীকে অনুরোধ করিতেছি।

নিজেদের ঘরের প্রতি দৃষ্টি দিন

অতঃপর আমি আপনাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের লোকজনের সংশোধন সম্পর্কে বলিতে চাই। আল্লাহ বলিয়াছেনঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا- যে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনের অন্ন-বস্ত্রের জন্য আপনারা চিন্তা করেন, তাহারাও যাহাতে দোযখের ইন্ধনে পরিণত না হয়, সেই দিকেও আপনাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। তাহাদের পরিণাম যাহাতে শুভ হয় এবং জান্নাতের পথেই তাহারা অগ্রসর হয়, সেইজন্য আপনাকে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার পরও যদি কেহ স্বেচ্ছায় ভুল পথেই অগ্রসর হয় তবে সেইজন্য আপনার কোন দায়িত্ব থাকিবেনা। মোটকথা তাহাদের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে আপনার যে কোন সহযোগিতা না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমার নিকট অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে, জামায়াতের কর্মীগণ সাধারণ মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য যতটা চেষ্টা করেন নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততির সংশোধনের জন্য ততটা চেষ্টা করেন না। হয়তো কোন কোন লোকের বেলায় এই অভিযোগ সত্য হইতে পারে, আবার কাহারও বেলায় হয়তো বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের

www.pathagar.com

অবস্থা পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে মুশকিল। এইজন্যই আমি এই সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করিতে চাই।

আমাদের একান্ত প্রিয়জনকে শান্তি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমাদের চক্ষু যাহাতে জুড়ায় এবং প্রাণ-মন শীতল হয় সেইজন্য আমাদের সকলেরই ঐকান্তিক বাসনা থাকা উচিত এবং সেইজন্য আমাদের চেষ্টা যত্ন থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেনঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের এমন গুণবিশিষ্ট করিয়া তোল যে, তাহাদের দেখিয়া যেন আমাদের চক্ষু জুড়ায় এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের অনুগামী করিয়া দাও।"

এই ব্যাপারে জামাতের কর্মীদের পরস্পরের জীবনধারার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। তাহাদের কেবল আপন সন্তান-সন্ততিই নহে বরং কর্মীদের সন্তান-সন্ততির সংশোধনের দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। কেননা অনেক সময় শিশুকে পিতার তুলনায় পিতার বন্ধুদের প্রভাব সহজেই গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

পারস্পরিক সংশোধন ও উহার পন্থা

নিজেদের ও পরিবারস্থ লোকজনের সংশোধন প্রচেষ্টার সংগে সংগে আপনারা সহকর্মীদের সংশোধনের দিকেও খেয়াল রাখিবেন। যাহারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্যের কলেমাকে বুলন্দ করিবার জন্য একটি জামায়াতে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহাদের বুঝা দরকার যে, তাহাদের সংগঠন যদি নৈতিকতা ও নিয়ম-শৃংখলার দিক দিয়া সামগ্রিকভাবে মযবুত না হয়, তবে তাহাদের মহান উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের এই অনুভূতির ফলস্বরূপ পারস্পরিক দোষত্রুটি সংশোধনের কাজে সহযোগিতা করা এবং সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য একে অপরকে সাহায্য করা কর্তব্য। ইহা হইতেছে ইসলামের সামগ্রিক সংশোধন প্রচেষ্টার উপায়। আপনি যদি আমাকে আছাড় খাইতে দেখেন তো তুরিদ্বেগে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন। আর আমি যদি আপনাকে ভুল করিতে দেখি তো তখনই আমি অগ্রসর হইয়া আপনার হাত ধরিব। আমার পরিচ্ছদে কোন

www.pathagar.com

কালিমা দেখিলে আপনারা তাহা পরিষ্কার করিবেন। আর আপনাদের পোশাকে কোন ময়লা দেখিলে আমিও তাহা পরিষ্কার করিব। আবার যে কাজে আমার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আপনারা মনে করিবেন আমাকে তাহা অবশ্যই জানাইবেন, আমি তেমনি যে কাজে আপনাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমি মনে করিব আপনাদেরকে তাহা জানাইব। বস্তুত বৈষয়িক ব্যাপারে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে যেমন সামগ্রিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের রীতি চালু হইলে গোটা জামায়াতের নৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের সঠিক পন্থা এই যে, কাহারও কোন কাজে আপনার আপত্তি থাকিলে কিংবা কাহারও বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ থাকিলে সে বিষয়ে তাড়াহুড়া না করিয়া প্রথমে বিষয়টি সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। পরে আপনি প্রথম অবকাশেই তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া সেই সম্পর্কে নির্জনে আলাপ করিবেন। ইহাতেও যদি তাহার সংশোধন না হয় এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার আমীরকে উহা জানাইবেন। প্রথমে তিনি নিজেই তাহার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিবেন। পরে আবশ্যক হইলে জামায়াতের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে কখনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবর্তমানে আলোচনা করা স্পষ্ট গীবত বা পরচর্চায় পরিণত হইবে। সুতরাং ইহা সর্বোতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পারস্পরিক সমালোচনার সঠিক পন্থা

নিজেদের মধ্যকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার আর একটি উত্তম ব্যবস্থা হইতেছে সমালোচনা। কিন্তু সমালোচনার সঠিক সীমা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ইহাতে ভয়ানক ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে। এই জন্যই আমি বিস্তারিতভাবে ইহার সীমা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই-

একঃ সকল স্থানে ও সকল সময়ে আলোচনা করা চলিবে না, বরং বিশেষ বৈঠকে আমীরে জামায়াতের প্রস্তাব কিংবা অনুমতিক্রমেই তাহা করা যাইতে পারে।

দুইঃ সমালোচনাকারী সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালাকে হাযির-নাযির জানিয়া নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, তিনি সতত ও সুভাকাঙ্খার বশবর্তী হইয়াই সমালোচনা করিতেছেন, না কোন ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

স্বার্থ ইহার মূলে সক্রিয় রহিয়াছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় নিঃসন্দেহে সমালোচনা করা যাইতে পারে, অন্যথায় কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া নিজের অন্তর হইতে এই কালিমা রেখা দূর করার জন্য তাহার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

তিনঃ সমালোচনার ভঙ্গী ও ভাষা এমন হওয়া উচিত, যাহা শুনিয়া প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবে যে, আপনি সত্যই সংশোধনের বাসনা পোষণ করিতেছেন।

চারঃ সমালোচনার উদ্দেশ্যে কথা বলার পূর্বে আপনার অভিযোগের সমর্থনে কোন বাস্তব প্রমাণ আছে কিনা, তাহা অবশ্যই ভাবিয়া দেখিবেন। অহেতুক কাহারো বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ, ইহার ফলে সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

পাঁচঃ যে ব্যক্তির সমালোচনা করা হইবে, তাহার অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সমালোচকের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং সততার সহিত তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। অভিযোগের যে অংশ সত্য তাহা অকপটে স্বীকার করা এবং যে অংশ সত্য নহে তাহা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করা উচিত। সমালোচনা শুনিয়া রাগান্বিত হওয়া অহংকার ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ।

ছয়ঃ সমালোচনা এবং উহার জওয়াবের ধারা সীমাহীনভাবে চলা উচিত নহে। কেননা উহাতে একটি স্থায়ী বিরোধ ও কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হইতে পারে। আলোচনা শুধু উভয় পক্ষের বক্তব্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্তই চলিতে পারে। ইহার পরও যদি বিষয়টির মীমাংসা না হয়, তবে আলোচনা সেখানেই স্থগিত রাখুন, যেন উভয় পক্ষ ধীরস্থীরভাবে এবং শান্ত মনে নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতে পারে।

অতঃপর সেই বিষয়ে যদি একান্তই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে পরবর্তী বৈঠকে পুনরায় তাহা উত্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু এতদসত্বেও আপনাদের জামায়াতে বিরোধী বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকা এবং উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বিরোধের সমাপ্তি ঘটা আবশ্যক।

উল্লিখিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমালোচনা করা হইবে তাহা শুধু কল্যাণকরই নহে জামায়াতের নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে। এই ধরনের ব্যবস্থা ছাড়া কোন সংগঠনই সঠিকভাবে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং কাহাকেও এ সমালোচনার উর্ধে রাখা

www.pathagar.com

[illegible] নহে। আপনাদের আমীর, মজলিশে শুরা অথবা গোটা জামায়াতই হউক না কেন, কেহই সমালোচনার উর্ধে নহে। আমি ইহাকে জামায়াতের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একান্ত অপরিহার্য মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যেদিন আমাদের জামায়াতে এই সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, ঠিক সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতন শুরু হইবে। এই জন্যই আমি প্রথম হইতেই প্রত্যেকটি সাধারণ সম্মেলনের পরে জামায়াতের কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনার সমালোচনা পর্যালোচনার জন্য রুকনদের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। এই ধরনের বৈঠকে সর্বপ্রথমে আমি নিজেকে সমালোচনার জন্য পেশ করি, যেন আমার বিরুদ্ধে কিংবা আমার কোন কাজে কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে তাহা সকলের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিতে পারে। ইহা হইলে হয় আমার ভুল-ত্রুটির সংশোধন হইবে নতুবা আমার জবাব শুনিয়া অভিযোগকারী এবং তাহার ন্যায় অন্যান্য লোকদেরও ভুল ধারণা দূর হইবে। গত রাত্রে ঠিক এই ধরনেরই একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে প্রকাশ্য ও অবাধ সমালোচনার দৃশ্য আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, জামায়াতের যেসব কর্মী এই প্রথমবার এই ধরনের দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহারা নাকি খুবই মর্মাহত হইয়াছেন। তাহারা কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে উহার বিচার করিয়াছেন, আমি জানি না। তবে দূরদৃষ্টি লইয়া বিচার বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের নিকট জামায়াতের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইত। এই ভূখন্ডে জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত এমন কোন্ সংগঠন রহিয়াছে, যেখানে তিন-চার শত প্রতিনিধি একত্রে এক স্থানে বসিয়া কয়েক ঘন্টা যাবত এইরূপ অবাধ ও প্রকাশ্য সমালোচনা করার পরও একখানা চেয়ারও ভাঙ্গে না, একটি মাথাও ফাটে না, বরং বৈঠক সমাপ্তকালে কাহারও মনে এতটুকু কালিমা রেখা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না?

আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুবর্তন

আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তাহা এই যে, এখনও আমাদের মধ্যে আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলার যথেষ্ট অভাব দেখা যাইতেছে। একথা যদিও সত্য যে, আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিজেদেরকে অনেক সুসংবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আমাদের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের বর্তমান শৃংখলা ও সংগঠনকে নিতান্তই নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে।

www.pathagar.com

আপনারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যৎসামান্য উপায়-উপাদান লইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। অথচ ফাসেকী ও জাহেলিয়াতের কয়েক হাজার গুণ অধিক শক্তি এবং কয়েক লক্ষ গুণ বেশী উপায় উপাদানের মুকাবিলায় শুধু বাহ্যিক জীবন ব্যবস্থারই নহে, বরং উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারায়ও আমূল পরিবর্তন সাধন করাই হইতেছে আপনাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপনারাই হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন, সংখ্যা-শক্তি কিংবা উপায়-উপাদানের দিক দিয়া প্রতিপক্ষের সহিত আপনাদের কোন তুলনাই হয় না। এমতাবস্থায় আপনাদের নিকট নৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত আর কোন্ জিনিসটি আছে যাহার সাহায্যে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের আশা পোষণ করিতে পারেন? আপনাদের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সবার মনে যদি আস্থা জন্মে এবং আপনাদের সংগঠন যদি এতখানি শক্তিশালী হয় যে, জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ আবশ্যক বোধে একটিমাত্র ইশারায় প্রয়োজনীয় শক্তি সমাবেশ করিতে সক্ষম হইবেন, কেবল তখনই আপনাদের মহান উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে দ্বীন ইসলামের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন জামায়াতের উহার নির্বাচিত আমীরের নেককাজে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সঃ)-এরই আনুগত্যের শামিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার কাজ মনে করিয়া এই আন্দোলনে শরীক হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'য়ালার রেযামন্দির উদ্দেশ্যেই নিজেদের মধ্য হইতে কাহাকেও আমীর নির্বাচন করিয়াছে, সে উক্ত আমীরের জায়েয ও সংগত আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া মূলত তাহার নহে-আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মোটকথা আল্লাহ এবং তাঁহার মনোনীত দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থার) সহিত তাহার যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে, সে তত বেশী আনুগত্য পরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতখানি পশ্চাদপদ ও দুর্বল থাকিবে, আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সে ততখানি দুর্বল সাব্যস্ত হইবে। আপনার উপর যাহার এতটুকু প্রভুত্ব নাই, আপনি যাহাকে শুধু আল্লাহ তা'য়ালার কাজের জন্যই আমীর হিসাবে বরণ করিয়াছেন, একজন অনুগত বশংবদ লোকের ন্যায় নিজের অভিরুচী, পছন্দ এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে তাহার নির্দেশ আপনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া চলিবেন এতদপেক্ষা বড় কুরবানী আর কি হইতে পারে? যেহেতু এই কুরবানী মূলত আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই করা হইতেছে, সেই জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হইতেও ইহার বিনিময়ে বিরাট পুরস্কার পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি এই আন্দোলনে শরীক হওয়ার পরও কোন অবস্থাতেই ছোট কাজে রাযী না হয়, আনুগত্য করাটাকে মর্যাদাহানীকর মনে করে অথবা কোন নির্দেশের ফলে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয় এবং উহাতে বিরক্তি ও অস্বস্থিবোধ করে কিংবা নিজের ইচ্ছা ও

www.pathagar.com

স্বার্থের খেলাপ কোন আদেশ পালনে ইতস্তত করে তবে বুঝিতে হইবে, সে এখনো তাহার ইচ্ছা-প্রবৃত্তিকে আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে নত করে নাই এবং এখনো তাহার আমিত্ববোধ নিজের দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করে নাই।

নেতৃবৃন্দের প্রতি উপদেশ

জামায়াতের সদস্যগণকে আনুগত্যের অনুরোধ জানাইবার সংগে সংগে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে আমি হুকুম চালাইবার সঠিক পন্থা শিক্ষা করার উপদেশ দিতেছি। যিনি জামায়াতের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হইবেন, যাহার অধীনে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, তাহার পক্ষে নিজেকে বড় কিছু একটা মনে করিয়া অধস্তন সহকর্মীদের উপর অহেতুক 'কর্তাগিরি' ফলানো কোন মতেই সংগত নহে। তাহার পক্ষে কখনো প্রভুত্বের স্বাদ গ্রহণ করা উচিত নহে, বরং সহকর্মীদের সহিত নম্র ও মধুর ব্যবহার করাই তাহার কর্তব্য। কোন কর্মীর মনে বিদ্রোহের ভাব ও উচ্ছৃংখল মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দেওয়ার দায়িত্ব যেন তাহার কোন ভুল কর্মপন্থার উপর অর্পিত না হয়, সেই জন্য সর্বদা তাহার বিশেষভাবে সতর্ক থাকা দরকার। যুবক-বৃদ্ধ, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব ইত্যাদির বাচ-বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই ধারা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সমীচীন নয়। বরং কর্মবন্টনের সময়ে জামায়াতের বিভিন্ন কর্মীর ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং যে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা লাভের যোগ্য তাহাকে ততটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। জামায়াতকে তাহার এমনভাবে গড়িয়া তোলা উচিত, যেন আমীর কোন বিষয়ে উপদেশ দিলেন কিংবা আবেদন করিলেন, কর্মীগণ যেন তাহা নির্দেশ হিসাবেই গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। কোন বিষয়ে যদি আমীরের আবেদন কার্যকরী না হয় এবং বাধ্য হইয়া তিনি হুকুম দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন তবে তাহা দ্বারা সাংগঠনিক চেতনারই অভাব প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেতন ভুক সিপাহীদেরকেই হুকুম দিতে হয়। কিন্তু যে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকরা নিজেদের মনের আবেগে আপন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সমবেত হইয়াছে-আল্লাহ্‌র কাজে নিজেদের নির্বাচিত আমীরের আনুগত্যের বেলায় তাহাদের নির্দেশের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহাদের জন্য শুধু এইটুকু ইশারাই যথেষ্ট যে, অমুক যায়গায় অমুক কাজ সম্পাদন করিয়া আপন প্রভুর খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ তোমার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। যে দিন জামায়াতের আমীর এবং সহকর্মীদের মধ্যে এইরূপ ভাবধারার সঞ্চার হইবে সেইদিন আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রায় সবগুলিই স্বাভাবিক ভাবে দূরীভূত হইয়াছে।

www.pathagar.com

শেষ উপদেশ

আমার শেষ আবেদন এই যে, জামায়াতে ইসলামীর সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন–রুকন ও মুত্তাফিক নির্বিশেষে তাহারা সকলে اَنْفَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه "আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের" আগ্রহ ও অভ্যাস অর্জন করুন, আল্লাহ্‌র কাজকে ব্যক্তিগত কাজের উপর প্রাধান্য দিতে থাকুন এবং ইহার জন্য এতখানি আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করুন যে, তাহা যেন আপনাদেরকে নিশ্চিত মনে বসিয়া থাকিতে না দেয়। আপনি কেবলমাত্র নিজেই মুসলমান না হইয়া নিজের পকেটকেও মুসলমান করুন। এই কথা কখনো ভুলিবেন না যে, আল্লাহ্‌র হক শুধু আপনার প্রাণ, দেহ এবং সময়ের উপরই সীমাবদ্ধ নহে, বরং আপনার পকেটের উপরও তাঁহার হক ও দাবী রহিয়াছে। এই হক আদায়ের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নূন্যতম পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণ সম্পর্কে কোন সীমা নির্দেশ করেন ন্যাই। ইহা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আপনার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, এইজন্য আপনার বিবেক বুদ্ধিকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলে আপনার ধন–সম্পত্তিতে আল্লাহ তা'য়ালার যতটুকু অধিকার রহিয়াছে তাহা আদায় করা হইল বলিয়া আপনি মনে করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে আমি কাহারো অবস্থা বিচার করিতে পারি না। তবে এই কথা আমি অবশ্যই বলিব, যাহারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আখেরাতেরও কোন পরোয়া যাহাদের নাই, তাহাদের নিজেদের ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে তাহা দেখিয়া আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার ব্যাপারে কর্মীদের যতখানি তৎপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে এখনো যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। জামায়াতের কতিপয় কর্মী নিঃসন্দেহে পূর্ণ নিবিষ্ট চিত্তে দায়িত্ব পালন করিতেছে–যাহা দেখিয়া স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায় এবং তাহাদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল হইতে দোয়া করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অধিকাংশ কর্মীর মধ্যে এখনো তদ্রুপ আগ্রহ দেখা যায় না। ফাসেকী ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতার প্রাধান্য এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থা) বর্তমান অসহায় অবস্থা দেখিয়া একজন মু'মিনের অন্তরে যে ধারণা ও ক্ষোভের অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া উচিত তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাপারে আপনার পক্ষে অন্তত ততখানি অস্থির হওয়া উচিত, নিজের অসুস্থ সন্তানকে দেখিয়া কিংবা ঘরে আগুন লাগার আশংকা দেখা দিলে আপনি যতখানি অস্থিরতা বোধ করেন। অবশ্য এই বিষয়েও একজনের কর্ম তৎপরতা ও আগ্রহ সম্পর্কে কোন সীমা নির্দেশ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে প্রত্যেকের আপন বিবেক বুদ্ধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, কতখানি কাজ

www.pathagar.com

করার পর তাহার সত্য প্রীতির দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা সংগত হইবে। অবশ্য আপনাদের শিক্ষার জন্য সেই সমস্ত বাতিলপন্থীদের কর্মতৎপরতার প্রতি একবার লক্ষ্য করাই যথেষ্ট হইবে, যাহারা দুনিয়ার বুকে কোন না কোন বাতিল মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টপ্রহর সংগ্রাম করিতেছে এবং সেই জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করিতেছে।

মহিলা কর্মীদের প্রতি উপদেশ

এতক্ষণ আমি যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমি জামায়াতের মহিলা কর্মী এবং জামায়াত সম্পর্কে আগ্রহপরায়ণ মহিলাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে আরয করিতে চাই।

সর্বপ্রথম আরয এই যে, আপনারা নিজেদের জীবনকে গড়িবার জন্য দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন।

আপনারা শুধু কুরআন শরীফের অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, বরং হাদীস এবং ফিকাহ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা অবশ্যই করিবেন। আপনাদের শুধু দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়বস্তু এবং ঈমানের দাবী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানলাভই যথেষ্ট নহে, বরং আপনাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পর্কে দ্বীন ইসলাম কি কি নির্দেশ দিতেছে তাহাও আপনাদের জানিতে হইবে। আজ মুসলমান পরিবারসমূহে যে শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ প্রচলিত হইয়াছে এবং জাহেলী রসম-রেওয়াজ স্থান লাভ করিয়াছে, উহার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে দ্বীন ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে মহিলাদের ব্যাপক অজ্ঞতা। তাই সর্বপ্রথম নিজেদের দুর্বলতাসমূহ দূর করাই আপনাদের প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয় কাজ এই যে, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আপনি যতটুকু শিক্ষা লাভ করিবেন, তদনুযায়ী নিজেদের বাস্তব জীবন, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও সাংসারিক জীবনকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিবেন। একজন মুসলমান মহিলার চরিত্র এতখানি মযবুত হওয়া দরকার যে, কোন জিনিসকে যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে তাহার গোটা সংসার ও পরিবার পরিজন সকলে এক যোগে বিরোধিতা করিলেও যেন তাহার বিশ্বাস অটল থাকে। আবার যে জিনিসকে সে বাতিল বা অন্যায় বিশ্বাস করিবে কাহারো চাপে পড়িয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না। মাতা, পিতা, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য গুরুজন নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহাদের হুকুম অবশ্যই পালন করিতে হইবে, তাহাদের সহিত

www.pathagar.com

অবশ্যই আদব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তাহাদের সহিত বেয়াদবি কিংবা উচ্ছৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবহার করা চলিবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) অধিকার সকলের উর্ধে। কাজেই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের (সাঃ) নাফরমানীর পথে চলিতে কেহ্ নির্দেশ দিলে আপনারা পরিস্কার ভাষায় তাহা অস্বীকার করিবেন। তিনি আপনার পিতাই হউন কিংবা স্বামী-এই ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। বরং ইহার পরিণাম হিসাবে এই পার্থিব জীবনের যত ভয়স্কর অবস্থাই দেখা দিক না কেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ভরসা রাখিয়া আপনাকে তাহা হাসি মুখে বরদাশ্ত করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। দ্বীনের আনুগত্যের ব্যাপারে আপনি যতখানি দৃঢ়তা প্রকাশ করিবেন, ইনশায়াল্লাহ্ আপনার পরিবেশে ততই উহার শুভ প্রভাব বিস্তারিত হইবে। এবং বিভ্রান্ত পরিবারগুলির সংস্কার-সংশোধনেরও আপনি সুযোগ পাইবেন। পক্ষান্তরে শরীয়াত বিরোধী রীতিনীতি এবং দাবীর সম্মুখে আপনি যতখানি নতি স্বীকার করিবেন, আপনার জীবনও কল্যাণ থেকে ততখানি বঞ্চিত হইবে এবং আপনি আপনার সমাজ ও পরিবেশের জন্য ঈমান ও নৈতিক দুর্বলতার একটি জঘন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হইবেন।

আপনার তৃতীয় কাজ এই যে, প্রচার ও সংশোধনমূলক কাজে সংসারের লোকজন, নিজের ভাই-বোন ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আপনাদের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে সমস্ত মহিলাকে সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন তাঁহাদের তো ইতিমধ্যেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়াছেন। এখন তাহারা যদি পাসের উপযোগী নম্বর লাভ না করেন, তবে অন্য কোন জিনিসই তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না। কাজেই তাঁহাদের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্ত হইতেছে নিজেদের সন্তান-সন্ততি। ইহাদেরকে দ্বীন ও দ্বীনী চরিত্র শিক্ষা দান করা তাহাদের কর্তব্য। বিবাহিতা মহিলাদের আরও একটি কর্তব্য হইতেছে আপন স্বামীকে সৎপথ প্রদর্শন করা, স্বামী যদি সৎপথেই চালিত হইয়া থাকেন তবে এই ব্যাপারে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য। তাহা ছাড়া একটি বালিকা আদব কায়দার সীমা রক্ষা করিয়া নিজের পিতা-মাতার কাছে সত্যের কলেমা প্রচার করিতে পারে এবং অন্ততপক্ষে ভাল ভাল পুস্তকাদি তাহাদেরকে পড়িবার জন্য দিতে পারে।

আপনাদের চতুর্থ কর্তব্য এই যে, সাংসারিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর যতটুকু সময় বাঁচাইতে পারেন, তাহা অন্যান্য মহিলাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত

www.pathagar.com

পৌঁছাইবার কাজে ব্যয় করিবেন। আপনারা ছোট ছোট বালিকা ও অশিক্ষিত বৃদ্ধাগণকে লেখাপড়া শিখান এবং শিক্ষিতা মহিলাগণকে ইসলামী সাহিত্য পড়িতে দিন। মহিলাদের জন্য নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করিয়া তাহাদেরকে দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ দিন। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ বক্তৃতা করিতে না পারেন তবে কোন ভাল পুস্তকের অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। মোটকথা যেভাবেই হউক না কেন, নিজেদের সাধ্য শক্তি অনুসারে আপনারা কাজ করিবেন এবং নিজ নিজ পরিচিত এলাকার মহিলাদের মধ্য হইতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর কারার জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিবেন। শিক্ষিতা মহিলাদের উপর বর্তমানে আরো একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এক হিসাবে এই কাজটির গুরুত্ব অন্যান্য সকল কাজের তুলনায় অনেক বেশী। তাহা এই যে, বর্তমান পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মহিলারা যেভাবে এই দেশের সাধারণ মহিলা সমাজকে গুমরাহী, নির্লজ্জতা এবং মানসিক ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে তাহারা যেভাবে সরকারী উপায়-উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করিয়া মুসলমান মহিলা সমাজকে ভ্রান্ত পথে টানিয়া নিতেছে-সমগ্র শক্তি দিয়া উহার প্রতিরোধ করা। এই কাজটি শুধু পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে না। কারণ পুরুষরা যখন এই গুমরাহীর প্রতিবাদ করে, তখন নারী সমাজকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করা হয় যে, ইহারা তোমাদেরকে শুধু দাসী বানাইয়া রাখিতে চায়। চিরকাল ইহারা এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়া আসিতেছে যে, নারী সমাজ চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করুক। এই আযাদীর হাওয়া যেন তাহাদেরকে আদৌ স্পর্শ করিতে না পারে। কাজেই এই বিপদকে দূর করার জন্য মহিলা সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিতা ভদ্র ও আল্লাহ্‌ভীরু মহিলাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহারা 'আপওয়া' মার্কা বেগম সাহাবাদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখা ও বক্তৃতার ব্যাপারেও কোন অংশে পশ্চাদপদ নহে। এখন শুধু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া 'আপওয়া' মার্কা বেগমদের দাঁতভাংগা জবাব দেওয়া তাহাদের কর্তব্য। তাহাদেরকে স্পষ্ট জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, মুসলমান মহিলা সমাজ আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধি-নিষেধের বিরোধী কোন কাজ করিতে রাযী নহে। আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত সীমা লংঘন করিয়া যে 'তরক্কী ও প্রগতি' লাভ করিতে হইবে তাহার প্রতি লানত-শত ধিক্কার, এই কথা তাহাদের দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা উচিত। শুধু ইহাই নহে, যেসব বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের বিধিনিষেধ লংঘন করা আবশ্যক

www.pathagar.com

বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, ইসলামী সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করিয়া সংঘবদ্ধভাবে উহার সমাধান করিয়াও তাহাদের দেখানো উচিত। এইরূপ কাজের ফলে বিভ্রান্তকারী পুরুষ নারীদের মুখ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে কি কি গুণাবলী অর্জন এবং কি কি দোষত্রুটি বর্জন করা জরুরী

ক. ব্যক্তিগত গুণাবলী
খ. দলীয় গুণাবলী
গ. পূর্ণতা দানকারী গুণাবলী
ঘ. মৌলিক অসৎ গুণাবলী
ঙ. ক্ষতিকর ত্রুটিসমূহ

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালের জুন থেকে ১৯৫৭ সালের মার্চ পর্যন্ত মাওলানা মওদূদী (র) 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে কয়েক কিস্তিতে এই প্রবন্ধগুলো লেখেন। প্রবন্ধগুলো বাংলায় 'ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবদুল মান্নান তালিব।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে কি কি গুণাবলী অর্জন এবং কি কি দোষত্রুটি বর্জন করা জরুরী

পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টিকে আমরা নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে বর্ণনা করবোঃ

১. এ উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

২. তাদের মধ্যে সামষ্টিক পর্যায়ে যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

৩. ইসলাম প্রচার, ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্যে যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

৪. ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে যে সব বড় বড় দোষত্রুটি থেকে তাদের মুক্ত থাকা উচিৎ।

৫. অভিপ্রেত গুণাবলীর বিকাশ সাধনে ও অনভিপ্রেত গুণাবলী থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মুক্ত রাখার জন্যে যেসব উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

দুনিয়ায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর সাহায্যের পর সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠি হচ্ছে এ কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব গুণাবলী। কতিপয় গুণাবলী ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকতে হবে। কতিপয় গুণাবলী সামষ্টিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কতিপয় গুণাবলী সংস্কার ও গঠনমূলক কার্য সম্প্রসারণের জন্যে তাদের মধ্যে থাকতে হবে। আবার কতিপয় দোষত্রুটি থেকে যদি তারা নিজেদেরকে মুক্ত না রাখে তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সবার আগে এ বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে। ফলে যারা এ খেদমতের সত্যিকার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তারা নিজেদের অভিপ্রেত গুণাবলীর লালন ও অনভিপ্রেত গুণাবলী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে পারবে। সমাজ গঠনের জন্যে এভাবে ব্যক্তি গঠন হচ্ছে প্রথম শর্ত। কারণ যে নিজেকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করতে পারে না সে অন্যকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না।

www.pathagar.com

ক. ব্যক্তিগত গুণাবলী

১. ইসলামের যথার্থ জ্ঞান

ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে সর্ব প্রথম যে জিনিসটি সে কায়েম করতে চায় তা জানতে ও বুঝতে হবে। এ কাজের জন্যে ইসলামের নিছক সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং কমবেশী বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এজন্যে এ পথের প্রত্যেকটি পথিককে এবং আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীকে মুফতি বা মুজতাহিদ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই তবে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে জাহেলী চিন্তা কল্পনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের নীতি-পদ্ধতি থেকে আলাদা করে জানতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কি পথ দেখিয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না এবং সমাজ পরিগঠনের জন্যে যথার্থ পথে কোন কাজ করতেও সক্ষম হয় না। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান এমন পর্যায়ে থাকতে হবে যার ফলে তারা গ্রাম ও শহরের লোকদের সহজ-সোজাভাবে দ্বীনের কথা বুঝাতে সক্ষম হবে। কিন্তু উন্নত বুদ্ধি-বৃত্তির অধিকারী কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান অধিকমাত্রায় থাকতে হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। শিক্ষিত লোকদের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসন করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নেরও সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। ইসলামের আলোকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষা ও শিল্পকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে বিন্যস্ত করতে হবে। ইসলামের অনাদি ও চিরন্তন ভিত্তির উপর একটি নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের ত্রুটিপূর্ণ অংশকে ত্রুটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো সমালোচনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে। এবং এই সংগে যা কিছু ভাঙার তাকে ভেঙে ফেলে তদস্থলে উন্নততর বস্তু গড়ার এবং যা কিছু রাখার তাকে কায়েম রেখে একটি উত্তম ও উন্নততর ব্যবস্থায় তাকে ব্যবহার করার মতো গঠনমূলক যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী হতে হবে।

২. ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস

এ উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্রতী ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের পর দ্বিতীয় যে অপরিহার্য গুণটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে সে দ্বীনের ভিত্তিতে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তার ওপর নিজেকে অবিচল ঈমান রাখতে হবে। ঐ জীবনব্যবস্থার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে তার নিজের মন নিঃসংশয় হতে হবে। এ ব্যাপারে তার নিজের চিন্তা পুরোপুরি একাগ্র হতে হবে। সন্দেহ ও দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ একাজ করতে পারে না। মানসিক সংশয় এবং বিশৃংখল চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মন দোদুল্যমান, যার চিন্তা একাগ্র নয়, চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন পথ যাকে বিভ্রান্ত করে অথবা করতে পারে, সে ধরনের কোনো লোক এ কাজের উপযোগী হতে পারে না। যে ব্যক্তি এ কাজ সম্পন্ন করবে তাকে নিঃসংশয় চিত্তে খোদার ওপর বিশ্বাস করতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত খোদার গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের ওপর অবিচল ঈমান আনতে হবে। তাকে আখেরাতের ওপর অটল বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কুরআনে আখেরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্যপথ এবং তার বিরোধী বা তার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেকটি পথই ভ্রান্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মানুষের যে কোনো চিন্তা ও যে কোনো পদ্ধতি যাচাই করার একটি মাত্র মানদন্ড আছে এবং তা হচ্ছে খোদার কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। এ মানদন্ডে যে উতরে যাবে সে সত্য ও অভ্রান্ত আর যে উতরে যাবে না সে বাতিল ও ভ্রান্ত। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্যে এ সত্যগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং চিন্তার পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সামান্য দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করে অথবা এখনো অন্যান্য পথের প্রতি আগ্রহশীল

www.pathagar.com

তার এ প্রাসাদের কারিগর হিসাবে অগ্রসর হবার আগে নিজের এ দুর্বলতার চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

৩. চরিত্র ও কর্মের সামঞ্জস্য

তৃতীয় অপরিহার্য গুণটি হচ্ছে, কাজ কথা অনুযায়ী হতে হবে। যে বস্তুকে সে সত্য মনে করে তার অনুসরণ করবে, যাকে বাতিল গণ্য করে তা থেকে দূরে সরে যাবে, যাকে নিজের দ্বীন ঘোষণা করে তাকে নিজের চরিত্র ও কর্মের দ্বীনে পরিণত করবে এবং যে বস্তুর দিকে সে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানায় সর্বপ্রথম সে নিজে তার আনুগত্য করবে। সৎকাজের আনুগত্য ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে তাকে বাইরের কোনো চাপ প্রভাবের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিৎ নয়। কোনো কাজ করলে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে, কেবল এতটুকু কারনেই তার আন্তরিক আগ্রহ ও ইচ্ছা সহকারে ঐ কাজ সম্পন্ন করা উচিৎ। আবার কোনো কাজ নিছক খোদার নিকট অপছন্দনীয় হবার কারণে সে তা থেকে বিরত থাকবে। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেবল সাধারণ অবস্থায় হওয়া উচিৎ নয় বরং তার চারিত্রিক শক্তি এতই উন্নত পর্যায়ের হতে হবে যে, অস্বাভাবিক বিকৃত পরিবেশে তাকে সকল প্রকার ভয় ভীতি ও লোভ লালসার মোকাবেলা করে এবং সবরকম বিরোধীতা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও সত্যপথে অবিচল থাকতে হবে। যার মধ্যে এ গুণ নেই সে সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু সে প্রকৃত কর্মী হতে পারে না। ইসলামের জন্যে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে সামান্যতম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দরদ রাখে সে এ কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। এমনকি যে ব্যক্তি ইসলাম অস্বীকারকারী ও তার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তৎপর নয় সেও অনেকটা এর সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোটি কোটি সাহায্যকারী থাকলেও কার্যতঃ ইসলামী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে না এবং জাহেলিয়াতের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনের গতি রুদ্ধ হতে পারে না। কার্যতঃ এ কাজ একমাত্র তখনই সম্পাদিত হতে পারে, যখন এর জন্যে এমন এক দল লোক অগ্রসর হবে যাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে চরিত্র ও কর্মশক্তি সমন্বিত হবে এবং যাদের ঈমান ও বিবেক এত বিপুল জীবনী শক্তির ধারক হবে যার ফলে বাইরের কোনো উস্কানী ছাড়াই নিজেদের আভ্যন্তরীণ তাকীদে তার দ্বীনের চাহিদা ও দাবী পূরণ করতে থাকবে। এ ধরনের কর্মীরা যদি ময়দানে নেমে আসে তাহলে মুসলিম সমাজে এমনকি অমুসলিম সমাজেও সর্বত্র যে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও সাহায্যকারী পাওয়া যায় তাদের উপস্থিতিও ফলপ্রসু হতে পারে।

www.pathagar.com

৪. দ্বীনকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহন করা

সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনে ব্রতী কর্মীদের মধ্যে এ তিনটি গুণাবলীর সাথে সাথে আর একটি গুণ থাকতে হবে। তা হলো, খোদার বাণী বুলন্দ করা এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা নিছক তাদের জীবনের একটি আকাঙ্খার পর্যায়ভুক্ত হবে না বরং এটিকে তাদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে। এক ধরনের লোক দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়, তার ওপর ঈমান রাখে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তাদের জীবনের লক্ষ্য বিবেচিত হয় না বরং সততা ও সৎকর্ম করে এবং এই সংগে নিজেদের দুনিয়ার কাজ কারবারে লিপ্ত থাকে। নিঃসন্দেহে এরা সৎলোক। ইসলামী জীবনব্যবস্থা কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে এরা তার ভালো নাগরিকও হতে পারে। কিন্তু যেখানে জাহেলী জীবনব্যবস্থা চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তাকে সরিয়ে তদস্থলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানে এ ধরনের সৎলোকদের উপস্থিতি কোনো কাজে আসে না বরং সেখানে এমন সব লোকের প্রয়োজন হয় যাদের জীবনোদ্দেশ্যরূপে এ কাজ বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ তারা অবশ্যি করবে। কিন্তু তাদের জীবন একমাত্র এ উদ্দেশ্যের চারিদিকে আবর্তন করবে। এ উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্যে তারা হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ জন্যে নিজেদের সময়–সামর্থ, ধন–মাল ও দেহ–প্রাণের সকল শক্তি এবং মন–মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত হবে। এমনকি যদি জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাতেও তারা পিছপা হবে না। এ ধরনের লোকেরাই জাহেলিয়াতের আগাছা কেটে ইসলামের পথ পরিস্কার করতে পারে।

দ্বীনের সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান, তার প্রতি অটল বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং তার প্রতিষ্ঠাকে জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা এগুলো এমন সব মৌলিক গুণ যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টারত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা উচিত। এ গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ এ গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ছাড়া এ কাজ সম্পাদনের কল্পনাই করা যেতে পারে না।

বলাবাহুল্য, এহেন ব্যক্তিরা যদি সত্যিই কিছু করতে চায় তাহলে তাদের একটি দলভুক্ত হয়ে এ কাজ করা অপরিহার্য। তারা যে কোনো দল–ভুক্ত হোক এবং যে কোনো নামে কাজ করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজব্যবস্থায় কোনো

www.pathagar.com

পরিবর্তন আনা যেতে পারে না। এজন্যে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা নয়, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কাজেই একে একটি সর্ববাদী সম্মত সত্য মনে করে এখন আমরা এ ধরনের দলের মধ্যে দলীয় যে সব গুণ থাকা অপরিহার্য সেগুলোর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

www.pathagar.com

খ. দলীয় গুণাবলী

১. ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা

এ ধরনের দলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে, তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রাসাদের প্রত্যেকটা ইট মজবুতভাবে একটার সাথে আরেকটা মিশে থাকলে তবে প্রাসাদটি মজবুত হয়। সিমেন্ট এ ইটগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে রাখে। তেমনিভাবে কোনো দলের সদস্যদের দিল পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ দিলগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পারস্পরিক কল্যাণাকাঙ্খা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারীর দিল কখনো পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। মোনাফেকী ধরনের মেলামেশা কখনো সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না। স্বার্থবাদী ঐক্য মোনাফেকীর পথ প্রশস্ত করে। আর নিছক শুষ্ক-নিরস ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোনো সৌহার্দ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে না। কোনো পার্থিব স্বার্থ এ ধরনের সম্পর্কহীন লোকদেরকে একত্রিত করলেও তারা নিছক বিক্ষিপ্ত হবার জন্যেই একত্রিত হয় এবং কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেই শেষ হয়ে যায়। যখন একদল নিঃস্বার্থ চিন্তার অধিকারী ও জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী লোক একত্রিত হয় অতঃপর চিন্তার এই নিঃস্বার্থতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি এ অনুরাগ তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র তখনই একটি মজবুত ও শক্তিশালী দলের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের দল আসলে প্রাচীরের ন্যায় অটুট হয়। শয়তান এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কোনো পথই পায় না। আর বাহির থেকে বিরোধীতার তুফান এনে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেও একে স্থানচ্যুত করতে পারে না।

২. পারস্পরিক পরামর্শ

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে, এ দলকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং পরামর্শের নীতি নিয়ম পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো চলে এহেন স্বেচ্ছাচারী দল আসলে কোনো দল হয় না বরং হয় নিছক একটি জনমন্ডলী। এহেন জনমন্ডলী কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে যে দলের এক ব্যক্তি বা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি গ্রুপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং বাদ বাকি সবাই তার ইংগিতে পরিচালিত হয় এহেন দলও বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে যথার্থ কাজ হতে পারে। কারণ এভাবে বহুলোক বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে ভালো মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করে একটি ভাল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে বরং এর মাধ্যমে আরো দুটি ফায়দাও হাসিল হয়।

এক, যে কাজের পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র দলের পরামর্শ কার্যকরী থাকে সমগ্র দল মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে একথা কেউ চিন্তা করে না যে,ওপর থেকে তার ওপর কোনো বস্তু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুই, এভাবে সমগ্র দল সমস্যা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করার শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি দল ও তার কাজের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে এবং তার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে। কিন্তু এজন্যে শর্ত হচ্ছে পরামর্শের নীতি নিয়ম পালন করে চলতে হবে। আর পরামর্শের নিয়মনীতি হচ্ছেঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে নিজের মত পেশ করবে এবং মনের মধ্যে কোনো কথা লুকিয়ে রাখবে না। আলোচনায় কোনো প্রকার জিদ, হঠধর্মিতা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নেবে না। এবং সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন মতের অধিকারীরা নিজেদের মত পরিবর্তন না করলেও দলীয় সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্যে সানন্দে অগ্রসর হবে। এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে পরামর্শের সমস্ত ফায়দাই নষ্ট হয়ে যায়। বরং এটিই পরিশেষে দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

৩. সংগঠন ও শৃংখলা

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, সংগঠন, শৃংখলা, নিমানুবর্তিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও একটি টিমের ন্যায় কাজ করা। একটি দল তার সব রকমের গুণাবলী সত্বেও কেবলমাত্র নিজের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করতে সক্ষম না হওয়ার কারণেই ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এটি হয় সংগঠন, শৃংখলা ও সহযোগিতার অভাবের ফলশ্রুতি। ধ্বংসমূলক কাজ নিছক হৈ-হাংগামার সাহায্যেও সমাধা হতে পারে। কিন্তু কোন গঠনমূলক কাজ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। সমগ্র দলের একযোগে দল কর্তৃক গৃহীত নীতি নিয়মের অনুসারী হওয়ার নামই হচ্ছে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। দলের মধ্যে যে ব্যক্তিকে কোনো পর্যায়ে কর্তৃত্বশীল করা হয় তার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। যে কর্মীদের ওপর সম্মিলিতভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকতে হবে। দলের মেশিন এমন পর্যায়ে সক্রিয় হতে হবে যে, একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সাথে সাথেই তাকে কার্যকরী করার জন্যে তার সকল কল কব্জা চালু হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এধরনের দলই কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অন্যথায় যেসব দল কল-কব্জা সংগ্রহ করে কিন্তু সেগুলো যথাস্থানে সংযোজিত করে যথারীতি মেশিনের মতো চালাবার ব্যবস্থা করেনি তাদের থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা

সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, দলের মধ্যে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার যোগ্যতাও দলের থাকতে হবে। অন্ধ অনুসারী ও সরলমনা ভক্তবৃন্দ যতই সঠিক স্থান থেকে কাজ শুরু করুক না কেন এবং যতই নির্ভুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হোকনা কেন, অবশেষে তারা সমগ্র কাজ বিকৃত করে যেতে থাকে। কারণ মানবিক কাজে দুর্বলতার প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দুর্বলতার প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে না অর্থাৎ তা চিহ্নিত করা দোষ রূপে বিবেচিত হয়না, সেখানে গাফলতি বা অক্ষমতা পূর্ণ নীরবতার কারণে সব রকমের দুর্বলতা, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা দ্বিগুণ চতুর্থগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দলের সুস্থ সবল অবয়ব ও রোগমুক্ত দেহের জন্যে সমালোচনার অভাবের চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আর সমালোচনামূলক চিন্তাকে দাবিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

চাইতে দলের বড় অকল্যাণাকাঙ্খা আর কিছুই হতে পারে না। এ সমালোচনার মাধ্যমেই দোষ ত্রুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয় এবং তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু সমালোচনার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তা দোষ দেখাবার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না বরং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এবং এই সঙ্গে দ্বিতীয় সমান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে এই যে, সমালোচনাকারীকে যথার্থ সমালোচনার পদ্ধতিতে সমালোচনা করতে হবে। একজন দোষ সন্ধানকারী সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত সমালোচকের বেয়াড়া, বেকায়দা, অসময়োচিত ও বাজে সমালোচনাও দলকে ঠিক একই পর্যায়ের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

www.pathagar.com

গ. পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী

এ পর্যন্ত আমরা সমাজ সংশোধন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের গুণাবলী আলোচনা করেছি।

এ প্রসংগে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিছক প্রারম্ভিক ও মৌলিক গুণাবলীর পর্যায়ভুক্ত। কোনো ব্যবসা শুরু করতে হলে যেমন একটা সর্বনিম্ন পুঁজির প্রয়োজন হয়, যা না হলে ঐ ব্যবসা শুরু করাই যেতে পারে না। তেমনি এ গুণাবলীই হচ্ছে ব্যক্তির সর্বনিম্ন নৈতিক পুঁজি, এগুলো ছাড়া সমাজ সংশোধন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের কাজ শুরু করাই যেতে পারে না। বলাবাহুল্য যে সব লোক নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয় বা এ ব্যাপারে মানসিক নিশ্চিন্ততা ও একাগ্রতা লাভ করতে পারেনি অথবা তাকে নিজেদের চরিত্র, কর্ম ও বাস্তব জীবনের ধর্মে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নিজেদের জবীনোদ্দেশ্যে পরিণত করেনি, তাদের দ্বারা কোনো ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাই করা যায় না। অনুরূপভাবে যদি অভিপ্সীত গুণাবলী সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের নিছক সমাবেশ হয় কিন্তু তাদের দিল পরস্পরের সাথে সংযুক্ত না হয়, তাদের মধ্যে সহযোগিতা, শৃংখলা ও সংগঠন না থাকে, তারা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করার রীতিতে অভ্যস্ত না থাকে এবং পারস্পরিক পরামর্শ ও সমালোচনার যথার্থ পদ্ধতি সম্পর্কে যদি তারা অজ্ঞ থাকে, তাহলে তাদের নিছক সমাবেশ কোনো প্রকার ফলপ্রসু হতে পারে না। কাজেই একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, ইতিপূর্বে আমি যে চারটি ব্যক্তিগত ও

www.pathagar.com

চারটি সামষ্টিক গুণাবলীর উল্লেখ করে এসেছি সেগুলোই হচ্ছে এ কাজ শুরু করার প্রাথমিক পুঁজি এবং একমাত্র এ প্রেক্ষিতেই সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কাজের বিকাশ ও সাফল্যের জন্যে নিছক এতটুকু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুঁজি যথেষ্ট–এ ধারণা যথার্থ নয়। এখন আমরা অপরিহার্য গুণাবলীর আলোচনা করবো।

১. খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা

এ গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জাতি বা দেশের জন্যে করা যেতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভের যাবতীয় দিক সম্ভাবনা সহকারে সম্পাদন করা যেতে পারে, খোদা বিশ্বাসই নয়, খোদাকে অস্বীকার করেও করা যেতে পারে এবং এর ভেতর সব রকম পার্থিব সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ। যে পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক খোদার সাথে যথার্থ শক্তিশালী ও গভীর না হয় এবং সে একমাত্র খোদার জন্যে কাজ করতে মনস্থ না করে সে পর্যন্ত এ কাজে কোনো প্রকার সাফল্য সম্ভব নয়। কারণ এখানে মানুষ খোদার দ্বীনকে কায়েম করতে চায়। আর এজন্যে সবকিছু খোদার জন্যে করা প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টিই কাম্য হতে হবে। একমাত্র খোদাপ্রীতিই এ কর্মের মূল প্রেরণা হতে হবে। তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। তাঁরই নিকট থেকে পুরস্কারের আশা রাখতে হবে তাঁরই হেদায়াত এবং তাঁরই আদেশ নিষেধের আনুগত্য করতে হবে। এবং তাঁরই নিকট জবাবদিহির ভয়ে সমগ্র মন আচ্ছন্ন থাকতে হবে। এছাড়া আর কোনো ভয়, লোভ লালসা প্রীতি ও আনুগত্যের মিশ্রণ এবং অন্য যে কোন স্বার্থের অন্তর্ভুক্তি এ কাজকে যথার্থ পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং এর ফলে অন্যকিছু কায়েম হতে পারে কিন্তু খোদার দ্বীন কায়েম হতে পারে না।

২. আখেরাতের চিন্তা

এ প্রথমোক্ত গুণটির সাথে নিকট সম্পর্কযুক্ত দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে আখেরাতের চিন্তা। যদিও দুনিয়াই মুমিনের কর্মস্থল এবং সবকিছু তাকে এখানেই করতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে এ দুনিয়ার জন্যে কাজ করে না বরং আখেরাতের জন্যে করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না বরং তার লক্ষ্য থাকে আখেরাতের ফলাফলের প্রতি। যেসব কাজ আখেরাতের লাভজনক সেসব তাকে করতে হবে এবং যেসব কাজের ফলে আখেরাতের

কোনো লাভ হবে না সেগুলো তাকে ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার যেসব লাভ আখেরাতে ক্ষতিকর সেগুলো তাকে বর্জন করতে হবে আর দুনিয়ার যেসব ক্ষতি আখেরাতে লাভজনক সেগুলো তাকে গ্রহন করতে হবে। তাকে একমাত্র আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার কোনো শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার চোখে থাকা উচিৎ নয়। এ দুনিয়ায় তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে সফলতা বা ব্যর্থতা যারই সম্মুখীন হোক, তার প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক, সে পুরস্কার লাভ করুক বা পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হোক, সকল অবস্থায় তাকে এ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত যে, যে খোদার জন্যে সে এ পরিশ্রম করছে তাঁর দৃষ্টি থেকে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই এবং তাঁর নিকট আখেরাতের চিরন্তন পুরস্কার পাওয়া থেকে সে কোনক্রমেই বঞ্চিত হবে না এবং সেখানকার সাফল্যই হচ্ছে আসল সাফল্য। এ মানসিকতা ছাড়া এ পথে মানুষের পক্ষে নির্ভুল লক্ষ্যের দিকে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়। দুনিয়ার স্বার্থের সামান্যতম মিশ্রণ এর মধ্যে থাকলে এখানে পদস্খলন ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করে অগ্রসর হয় খোদার পথে একটি না হলেও দু'চারটি আঘাতেই সে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে। দুনিয়ার স্বার্থ যার মনে স্থান লাভ করে এ পথের যে কোনো সাফল্য কোনো না কোনো পর্যায়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনে।

৩. চরিত্র মাধুর্য

চরিত্র মাধুর্য উপরোক্ত গুণটির প্রভাবকে কার্যতঃ একটি বিরাট বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করে। খোদার পথে যারা কাজ করে তাদের উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মতের অধিকারী হতে হবে। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদী হতে হবে। তাদের হতে হবে ভদ্র ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাদের দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো ধারণাও যেন কেউ পোষণ করতে না পারে এবং তাদের নিকট থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করবে। তারা নিজেদের প্রাপ্যের চাইতে কর্মের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতে প্রস্তুত থাকবে। তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেবে অথবা কমপক্ষে মন্দ দিয়ে দেবে না। তারা নিজেদের দোষ ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে। তারা অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেবার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে, অন্যের দোষ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্যে কারোর উপর প্রতিশোধ নেবে না। তারা অন্যের সেবা গ্রহন করে নয় বরং অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে। তারা নিজের

www.pathagar.com

স্বার্থে নয় বরং অন্যের ভালোর জন্যে কাজ করবে। কোনো প্রকার প্রশংসার অপেক্ষা না করে এবং কোনো প্রকার নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। খোদা ছাড়া আর কারোর পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। তাদেরকে বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না। ধন সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে তারা নির্দ্ধিধায় ঝুঁকে পড়বে। তাদের শত্রুরাও তাদের ওপর এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোনো অবস্থায়ই তারা ভদ্রতা ও ন্যায়নীতি বিরোধী কোনো কাজ করবে না। এ চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের মন জয় করে নেয়। এগুলো তলোয়ারের চাইতেও ধারালো এবং হীরা, মনি মুক্তার চাইতেও মূল্যবান। যে এহেন চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনকারী সে তার চারপাশের জনবসতির ওপর বিজয় লাভ করে। কোনো দল পূর্ণাঙ্গরূপে এ গুণাবলীর অধিকারী হয়ে কোনো মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালালে দেশের পর দেশ করতলগত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না।

৪. সবর ও অবিচলতা

এই সংগে আর একটি গুণও সংযুক্ত আছে, তাকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলা যায়। সেটি হচ্ছে ধৈর্য। ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং খোদার পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়।

ধৈর্যের একটি অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্যে অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও জীবন পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। এটা নিছক ছেলের হাতের মোয়া নয়।

ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবে চিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সংকল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধৈর্যের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝন্‌ঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না।

www.pathagar.com

দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়াও ধৈর্যের একটি অর্থ। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙার কাজও করতে হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যি তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থির চিত্তে ও ঠান্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্যে বেহ্তের। কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উচিঁয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনোদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এদিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে? এ পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজেদের কাপড়ে কোনো কাঁটা বিঁধলে কাপড়ের সে অংশটি ছিঁড়ে কাঁটাগাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে। কেবল বিরোধীদের মোকাবেলায় এ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় না বরং অনেক সময় এ পথের পথিকের নিজের সহযোগীদের তিক্ত ও বিরক্তিকর বাক্যবাণেও বিদ্ধ হতে হয় এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিলে সমগ্র কাফেলা পথভ্রষ্ট হতে পারে।

ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ্ প্রদান ও নফ্সের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও খোদার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গোনাহ্র পথে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকী ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনাকে সাদরে বরণ করা। দুনিয়াপূজারীদের আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি লোভ না করা এবং এজন্যে সামান্য আক্ষেপ না করা। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লব্ধ দানের উপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য।

উপরোক্ত সকল অর্থেই ধৈর্য হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের কাজের মধ্যে যে কোনো দিক দিয়ে ধৈর্যহীনতা দেখা দিলে অবশ্য আমাদেরকে তার কুফলের সম্মুখীন হতে হবে।

www.pathagar.com

৫. প্রজ্ঞা

এসব গুণের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কাজের বেশী সাফল্য এরি ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় যে সব জীবন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল লোকেরাই সেগুলো চালাচ্ছে। তাদের পেছনে ব্যক্তিগত উপায়-উপকরণের সাথে সাথে বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষমতাও কাজ করছে। এগুলোর মোকাবেলায় আর একটি জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা এবং সাফল্যের সাথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নেহায়েত ছেলেখেলা নয়। নিছক বিছমিল্লাহর গমবুজে যাদের বসবাস এ কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। সরলমনা, চিন্তা ও তীক্ষ্মবুদ্ধি বিবর্জিত লোকেরা যতই সৎ ও নেক-দিল হোক না কেন, একাজ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা নেই। এজন্যে গভীর দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে যারা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে। এসব গুণকেই এক কথায় প্রজ্ঞা বলা যায়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাও প্রকাশের ওপর এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হচ্ছে মানবিক মনস্তত্ব অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী মানুষের সাথে ব্যবহার করা এবং মানুষের মনের ওপর নিজের দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার করে তাকে লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত করার পদ্ধতি অবগত হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই পেটেন্ট ওষুধ না দিয়ে বরং প্রত্যেকের মেজাজ ও রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা। প্রত্যেককে একই লাঠি দিয়ে হাঁকিয়ে না দিয়ে বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, শ্রেণী ও দলের বিশেষ অবস্থা অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা।

নিজের কাজ ও তা সম্পাদন করার পদ্ধতি জানা এবং তার পথে আগত যাবতীয় বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা-বিরোধিতার মোকাবেলা করাও প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। তাকে নির্ভুলভাবে জানতে হবে যে, যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সফল করার জন্যে তাকে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে এবং কোন্ ধরনের প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করতে হবে।

পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা, সময়-সুযোগ অনুধাবন করা এবং কোন্ সময়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, এসব জানাও প্রজ্ঞারই পরিচয়। অবস্থা না বুঝেই অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে দেয়া, অসময়োচিত কাজ করা,

www.pathagar.com

কাজের সময় ভুল করা গাফেল ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন লোকের কাজ। এধরনের লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে যতই সততা ও সৎ সংকল্পের সাথে কাজ করুক না কেনো তারা কোনো ক্রমেই কামিয়াব হতে পারে না।

দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও দুনিয়ার কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রজ্ঞার পরিচয়। নিছক শরীয়তের বিধিনিষেধ ও মাসায়েল অবগত হয়ে উপস্থিত ঘটনাবলীকে সে দৃষ্টিতে বিচার করা মুফ্‌তির জণ্যে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু বিকৃত সমাজের সংশোধণ ও জীবন-ব্যবস্থাকে জাহেলিয়াতের ভিত্তি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে দ্বীনের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে বিধি-নিষেধের খুঁটিনাটি দিকের সাথে তার মূলগত দিকের (বরং পরিপূর্ণ দ্বীনি ব্যবস্থার) ওপর নজর রাখতে হবে। উপরন্তু বিধি-নিষেধের সাথে সাথে সেগুলোর কারণ, যৌক্তিকতা ও ফলাফল সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং যেসব সাময়িক পরিস্থিতি ও সমস্যাকে সে দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে সেগুলোও বুঝতে হবে।

অভিপ্সীত গুণাবলীর এ বিরাট ফিরিস্তি দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষ ভীত হয়ে পড়ে এবং চিন্তা করতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র কামেল বান্দা ছাড়া তো এ কাজ আর কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এত বিচিত্র ও বিপুল গুণের সমাবেশ কেমন করে সম্ভব। এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে অবশ্যই একথা জানা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া সম্ভব নয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম পদক্ষেপেই তা পূর্ণ অনুশীলিত আকারে বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়। আমি একথা বলে বুঝাতে চাচ্ছি যে, যারা এ কাজ করতে অগ্রসর হবে তারা নিছক জাতি সেবার একটি কাজ মনে করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে না বরং নিজেদের মনোজগত পর্যালোচনা করে কাজ সম্পাদনের জন্যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন তার উপাদান তাদের মধ্যে আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করবে। উপাদান থাকলে কাজ শুরু করার জন্যে যথেষ্ট। তাকে লালন করা ও নিজের সামর্থ অনুযায়ী যথাসম্ভব অধিক উন্নত করা পরবর্তী পর্যায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত। বীজ থেকে অঙ্কুরিত একটি ছোট্ট চারাগাছ মাটির গভীরে শিকড় পৌঁছিয়ে দেবার পর ধীরে ধীরে খাদ্য সংগ্রহ করে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। কিন্তু যদি বীজেরই অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেখানে কিছুই হতে পারে না। অনুরূপভাবে অভিপ্সীত গুণাবলীর উপাদান যদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু যদি আদতে

www.pathagar.com

উপাদানই না থাকে তাহলে প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে কোনো প্রকার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে সংশোধন ও পরিগঠনের জন্যে একটি নির্ভুল কর্মসূচীর যতটা প্রয়োজন তার চাইতে কয়েকগুন বেশী প্রয়োজন এ কাজের উপযোগী নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কর্মীদের। কারণ কোনো কর্মসূচীর দফাসমূহকে নয় বরং যে সব লোক কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে অগ্রসর হয় তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্রকেই অবশেষে সমাজ এবং সমষ্টির সাথে সংঘর্ষশীল ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাই কোন কর্মসূচী ও প্রোগ্রাম স্থির করার পূর্বে কাজের জন্যে কোন্ ধরনের কর্মীর প্রয়োজন, তাদের কোন্ গুণাবলী সমন্বিত হতে হবে ও কোন ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং এ ধরনের কর্মী তৈরী করার উপায় কি, এ সম্পর্কে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার পর আমি অভিপ্সীত গুণাবলীকে তিন অংশে বিভক্ত করেছিঃ

প্রথমতঃ কাজের ভিত্তি হিসেবে এ কাজে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিৎ সেগুলো হচ্ছেঃ

১. দ্বীনের নির্ভুল জ্ঞান,

২. তার প্রতি অটুট বিশ্বাস,

৩. সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন ও কর্ম সম্পাদন,

৪. তাকে প্রতিষ্ঠিত করাকে নিজের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা।

দ্বিতীয়তঃ যে দল এ কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয় তার মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছেঃ

১. পারস্পরিক ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি সুধারণা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার।

২. সংগঠন, শৃংখলা, সুসংবদ্ধতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা ও টীমস্পিরিট।

৩. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা এবং পরামর্শের ইসলামী নীতি পদ্ধতির প্রতি নজর রাখা।

৪. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা, এ সমালোচনা হতে হবে ভদ্রতার

সাথে, যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে, যার ফলে দলের মধ্যে অসৎ গুণাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে যথাসময়ে তার অপনোদন সম্ভব হবে।

তৃতীয়তঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করার ও তাকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাবার জন্যে যে সব গুণ অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছেঃ

১. আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করা।

২. আখেরাতের জবাবদিহিকে স্মরণ রাখা এবং আখেরাতের পুরস্কার ভিন্ন অন্য কিছুর প্রতি নজর না দেয়া।

৩. চরিত্র মাধুর্য।

৪. ধৈর্য।

৫. প্রজ্ঞা।

এখন আমি এ মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্রতী ব্যক্তিবর্গকে যেসব অসৎ গুণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত সেগুলো আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

খ. মৌলিক অসৎগুণাবলী

১. গর্ব ও অহংকারঃ

সমস্ত সদগুণের মূলোৎপাটনকারী প্রধানতম ও সবচাইতে মারাত্মক অসৎ গুণ হচ্ছে গর্ব অহংকার, আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। এটি একটি শয়তানী প্রেরণা এবং শয়তানী কাজেরই উপযোগী হতে পারে। শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত। (তাই এই অসৎগুণ সহকারে কোনো সৎকাজ করা যেতে পারে না।) বান্দার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি বা দল এ মিথ্যা গর্ব-অহংকারে লিপ্ত থকে সে খোদার সব রকমের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ খোদা নিজের বান্দার মধ্যে এ বস্তুটিই সবচাইতে বেশী অপছন্দ করেন। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোনোক্রমেই সঠিক পথ লাভ করতে পারে না। সে অনবরত মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকে।? এভাবে অবশেষে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। ফলে মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে যতই গর্ব ও অহংকারের প্রকাশ করে ততই তার বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এমনকি অবশেষে সে মানুষের চোখে ঘৃণিত হয়ে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যার ফলে মানুষের ওপর তার কোনো নৈতিক প্রভাব কায়েম থাকে না।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন পথে এ রোগটি অনুপ্রবেশ করে। সংকীর্ণমনা লোকদের মনে এ রোগটি একটি বিশেষ পথে অনুপ্রবেশ করে। যখন আশেপাশের দ্বীনি ও নৈতিক অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে ওঠে এবং তারা কিছু উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

জনসেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে, ফলে অন্যের মুখেও তার স্বীকৃতি শুনা যায়, তখন শয়তান তাদের দিলে ওয়াস্‌–ওয়াসা পয়দা করতে থাকে যে, সত্যিই তোমরা মহাবুজর্গ হয়ে গেছো। শয়তানের প্ররোচনায়ই তারা স্বমুখে ও স্বকীয় কার্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে সৎকাজের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজের সূচনা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ভুল পথে অগ্রসর হয়। এ রোগের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে যারা সদিচ্ছা সহকারে নিজের ও মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে অবশ্য কিছু না কিছু সদ্‌গুণাবলী সৃষ্টি হয়, কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা নিজেদের সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং তাদের কিছু না কিছু জনসেবামূলক কাজ উল্লেখ্য হয়। এগুলো সমাজের প্রশস্ত অংগনে প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠিত হবার কারণে অবশ্য মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এগুলো দৃষ্টি গোচর হওয়াই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কিন্তু মনের লাগাম সামান্য ঢিলে হয়ে গেলেই শয়তানের সফল প্ররোচনায় তা অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়। আবার অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে তাদের বিরোধীরা যখন তাদের কাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার গলদ আবিস্কারের চেষ্টা করে তখন বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার তাকীদে তাদের কিছু না কিছু বলতে হয়। তাদের বলা ঘটনাভিত্তিক ও বাস্তব সত্য হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে নিজের গুণাবলীর প্রকাশ অবশ্যই থাকে। একটু সামান্য ভারসাম্যহীনতা এ বস্তুটিকে বৈধ সীমা ডিঙিয়ে গর্বের সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। এটি একটি মারাত্মক বস্তু। প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে এ সম্পর্কে সজাগ

অহংকার থেকে বাঁচার উপায়ঃ

বন্দেগীর অনুভূতিঃ যারা আন্তরিকতার সাথে সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে অবশ্য বন্দেগীর অনুভূতি নিছক বিদ্যমান নয় বরং জীবিত ও তাজা থাকা উচিৎ। তাদের কখনো এ নির্জলা সত্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ একমাত্র খোদার সত্তার সাথে বিশেষিত। খোদার তুলনায় অসহায়তা ও দীনতা, অক্ষমতা ছাড়া বান্দার দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই। কোনো বান্দার মধ্যে যদি সত্যি কোনো সদগুণের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা খোদার মেহেরবানী, তা গর্বের ও অহংকারের নয় বরং কৃতজ্ঞতার বিষয়। এ জন্যে খোদার কাছে আরো বেশী করে দীনতা প্রকাশ করা উচিত এবং এ সামান্য মূলধনকে সৎকর্মশীলতার সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। এর ফলে খোদা আরো মেহেরবানী করবেন এবং এ

www.pathagar.com

মূলধন ফুলে ফেঁপে উঠবে। সদগুণ সৃষ্টি হাবার পর অহংকারে মত্ত হওয়া আসলে তাকে অসদগুণে পরিবর্তিত করার নামান্তর। এটি উন্নতি নয়, অবনতির পথ।

আত্মবিচারঃ বন্দেগীর অনুভূতির পর দ্বিতীয় যে বস্তুটি মানুষকে অহংকার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে সেটি হচ্ছে আত্মবিচার। যে ব্যক্তি নিজের সদগুণাবলী অনুভব করার সাথে সাথে নিজের দূর্বলতা, দোষ ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোও দেখে সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গোনাহ্ ও দোষ-ত্রুটির প্রতি যার নজর থাকে, এস্তেগফার করতে করতে অহংকার করার কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তার থাকে না।

মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিঃ আর একটি বস্তু এই ক্ষতিকর প্রবণতা রোধ করতে পারে। তাহলো কেবল নিজের নীচের তলার দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, যাদের চাইতে সে নিজেকে বুলন্দ ও উন্নত প্রত্যক্ষ করে আসছে। বরং তাকে দ্বীন ও নৈতিকতার উন্নত মূর্ত প্রতীকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যাদের চাইতে সে এখনো অনেক নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ন্যায় অবনতিও সীমাহীন। সবচাইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও যদি নীচের দিকে তাকায় তাহলে কাউকে নিজের চাইতেও দুষ্ট ও অসৎ দেখে নিজের উন্নত অবস্থার জন্যে গর্ব করতে পারে। এ গর্বের ফলে সে নিজের বর্তমান অবস্থার ওপর নিশ্চিত থাকে এবং নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। বরং এর চাইতেও আরো আগে অগ্রসর হয়ে মনে শয়তানী প্রবৃত্তি তাকে আশ্বাস দেয় যে, এখনো আরো কিছুটা নীচে নামবার অবকাশ আছে। এ দৃষ্টিভংগী একমাত্র তারাই অবলম্বন করতে পারে যারা নিজেদের উন্নতির দুশমন। যারা উন্নতির সত্যিকার আকাঙ্খা পোষণ করে তারা নীচে তাকাবার পরিবর্তে হামেশা ওপরের দিকে তাকায়। উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে উপনীত হয়ে তাদের সামনে আরো উন্নতির পর্যায় দেখা দেয়। সেগুলো প্রত্যক্ষ করে গর্বের পরিবর্তে নিজের অবনতির অনুভূতি তাদের দিলে কাঁটার মতো বিঁধে। এ কাঁটার ব্যথা তাদেরকে উন্নতির আরো উচ্চমার্গে আরোহন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দলগত প্রচেষ্টাঃ এই সঙ্গে দলকে হরহামেশা এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ও নিজের সমগ্র পরিসরে সকল প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রকাশ সম্পর্কে অবগত হয়ে যথা সময়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যেন এমন পদ্ধতি অবলম্বন

www.pathagar.com

না করা হয় যার ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম দীনতা ও নগণ্যতার প্রদর্শনী করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। আত্মম্ভরিতার গায়ে কৃত্রিম দীনতা-হীনতার পর্দা চড়িয়ে রাখার মতো মারাত্মক অহংকার আর নেই।

২. প্রদর্শনেচ্ছা

আর একটি অসৎগুণ অহংকারের চাইতেও মারাত্মকভাবে সৎকাজকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তা হলো প্রদর্শনেচ্ছা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা দল লোক দেখানোর জন্যে, মানুষের প্রশংসা কুড়াবার উদ্দেশ্যে কোনো সৎ কাজ করলে তা এ পর্যায়ে উপনীত হয়। এ বস্তুটি কেবল আন্তরিকতার নয় আসলে ঈমানেরও পরিপন্থি এবং এ জন্যেই একে প্রচ্ছন্ন শিরক গণ্য করা হয়েছে। খোদা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কাজ করবে, একমাত্র তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশা পোষণ করবে এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্যে পরিণত করে, মানুষের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করতে চায়। এর অর্থ দাড়ায়ঃ সে মানুষকে খোদার শরীক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দী বানিয়েছে। বলাবাহুল্য, এ অবস্থায় মানুষ খোদার দ্বীনের যে পরিমাণ ও পর্যায়ের খেদমত করুক না কেন, তা কোনো ক্রমেই খোদার জন্যে ও দ্বীনের জন্যে হবে না এবং খোদার নিকট কখনোই সৎকাজরূপে গৃহীত হবে না।

এ ক্ষতিকর প্রবণতাটি যে কেবল ফলাফলের দিক থেকেই কর্মকে নষ্ট করে তা নয় বরং এ প্রবণতা সহকারে কোনো যথার্থ কাজ করাও সম্ভব নয়। এ প্রবণতার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষ কাজের চাইতে কাজের বিজ্ঞাপনের চিন্তা করে বেশী। দুনিয়ায় যে কাজের ঢাকঢোল পিটানো হয় এবং যেটি মানুষের প্রশংসা অর্জন করে সেটিকেই সে কাজ মনে করে। যে নীরব কাজের খবর খোদা ছাড়া আর কেউ রাখে না সেটি তার কাছে কোনো কাজ বলে মনে হয় না। এভাবে মানুষের কাজের পরিমন্ডল কেবল প্রচারযোগ্য কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর ঐ কাজগুলোর প্রতি আর কোনো প্রকার আকর্ষণ থাকে না। যতই আন্তরিকতার সাথে বাস্তব কার্যারম্ভ করা হোক না কেন এ রোগে আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই যক্ষারোগে জীবনীশক্তি ক্ষয় হওয়ার ন্যায় মানুষের আন্তরিকতা অন্তর্নিহিত হতে থাকে। অতঃপর লোকচক্ষুর বাইরে ও সৎভাবে অবস্থান করা এবং নিজের কর্তব্য মনে করে কোনো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে প্রত্যেক বস্তুকে লোক

www.pathagar.com

দেখানো মর্যাদা ও মৌখিক প্রশংসার মূল হিসেবে বিচার করে। প্রতিটি কাজে সে দেখে মানুষ কোন্‌টা পছন্দ করে। ঈমানদারীর সাথে তার বিবেক কোনো কাজে সায় দিলেও যদি সে দেখে যে, এ কাজটি দুনিয়ায় তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেবে তাহলে তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঘরের কোনে বসে যারা আল্লাহ আল্লাহ করে তাদের জন্যে এ ফেতনা থেকে মুক্ত থাকা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু যারা বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং সংশোধন, জনসেবা ও সমাজ গঠনমূলক কাজ করে তারা হরহামেশা এই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। যে কোন সময় এ নৈতিক যক্ষার জীবানু তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় এমন বহু কাজ তাদের জনগণকে নিজেদের পক্ষাবলম্বী ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হয়। যেগুলোর কারণে মানুষ তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয়। তাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে নিজেদের ভালো কাজগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হয়। এ অবস্থায় খ্যাতির মোহ না থাকা, কাজের প্রদর্শনী সত্ত্বেও প্রদর্শনেচ্ছা না থাকা, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেটি লক্ষ্যে পরিণত না হওয়া, মানুষের প্রশংসাবাণী পাওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের চিন্তা বা আকাঙ্খা না করা চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রয়োজন। সামান্যতম গাফলতিও এ ব্যাপারে প্রদর্শনেচ্ছার রোগ–জীবানুর অনুপ্রবেশের পথ করতে পারে।

এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত উভয় ধরনের প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাঃ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে তার পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংগোপনে চুপে চুপে কিছু না কিছু সৎকাজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজের মনোজগত বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, সে ঐ গোপন সৎকাজগুলোর ও জনসমক্ষে প্রকাশিত সৎকাজগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলোর ব্যাপারে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে। যদি দ্বিতীয়টির সাথে অধিক আকর্ষণ অনুভব হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হওয়া দরকার যে, প্রদর্শনেচ্ছা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এবং এজন্যে খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দৃঢ় সংকল্প হয়ে মনের এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

সামষ্টিক প্রচেষ্টাঃ সামষ্টিক প্রচেষ্টার পদ্ধতি হচ্ছে, দল নিজের সীমানার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছাকে কোন প্রকারে ঠাঁই দেবে না। কাজের প্রকাশ ও প্রচারকে যথার্থ প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রদর্শনেচ্ছার সামান্যতম প্রভাবও যেখানে অনুভূত হবে সেখানে তৎক্ষণাৎ তার পথ রোধ করবে। দলীয় পরামর্শ ও আলোচনা কখনো এমন খাতে প্রবাহিত হবে না যে, অমুক কাজ করলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাবে কাজেই কাজটি করা উচিৎ বা অমুক কাজ লোকেরা পছন্দ করে কাজেই ঐ কাজটি করা প্রয়োজন। দলের অভ্যন্তরীন পরিবেশ এমন হতে হবে যার ফলে মানুষের প্রশংসা ও নিন্দাবাদের পরোয়া না করে কাজ করার মতো মানসিকতা সেখানে সৃষ্টি হয় এবং নিন্দাবাদের ফলে ভেংগে পড়ার ও প্রশংসা শুনে নবোদ্যমে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা লালিত না হয়। এ সত্বেও যদি দলের মধ্যে প্রদর্শনী করার মনোবৃত্তিসম্পন্ন কিছু লোক পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাদের রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

৩. ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত

তৃতীয় মৌলিক দোষ হচ্ছে নিয়তের গলদ। এর ওপর কোনো সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। সৎকাজের প্রসার ও সে জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে খোদার নিকট সফলকাম হওয়ার আন্তরিক ও পার্থিব স্বার্থ বিবর্জিত নিয়তের মাধ্যমেই কেবল মাত্র দুনিয়ায় কোনো সৎকাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ নিয়তের সাথে নিজের কোনো ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ থাকা উচিত নয়। কোনো পার্থিব স্বার্থ এর সাথে মিশ্রিত থাকতে পারবে না। এমনকি কোনো প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সৎকাজের এ উদ্দেশ্যের সাথে নিজের জন্যে কোনো লাভের আশা জড়িত থাকতে পারবে না। এ ধরণের স্বার্থপ্রীতি কেবল খোদার নিকট মানুষের প্রাপ্য নষ্ট করে দেবে না বরং এ মনোবৃত্তি নিয়ে দুনিয়াতেও কোনো যথার্থ কাজ করা যাবে না। নিয়তের ত্রুটির প্রভাব অবশ্যই কাজের ওপর পড়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ নিয়ে এমন কোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দকে খতম করে ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইতিপূর্বে যে অসুবিধার কথা বলেছি এখানেও আবার তার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আংশিক সৎকাজ করার সময় নিয়তকে ত্রুটিমুক্ত রাখা বেশী কঠিন নয়। সামান্য পরিমাণ খোদার সাথে সম্পর্ক ও সাচ্চা প্রেরণা এজন্যে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যারা সমগ্র দেশের জীবনব্যবস্থা সংশোধন করার এবং সামগ্রিক ভাবে তাকে ইসলাম নির্দেশিত ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতে পারে না। বরং এই সঙ্গে তাদেরকে অবশ্য নিজেদের উদ্দেশ্যের দিকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মোড় পরিবর্তনের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এভাবে ক্ষমতা সরাসরি তাদের হাতে আসে অথবা এমন কোন দলের হাতে স্থানান্তরিত হয় যে তাদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ দু'টি অবস্থার যে কোনো একটিতেও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার কথা চিন্তা করা যেতে পারে না। ব্যাপারটি এখন সমুদ্র গর্ভে অবস্থান করে গায়ে পানি না লাগাতে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোনো দল পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এ কাজ করবে এবং এরপরও তার সদস্যদের ব্যক্তিগত নিয়ত ও সমগ্র দলের সামষ্টিক নিয়ত ক্ষমতার লোভ বিমুক্ত থাকবে, এজন্যে কঠিন আত্মিক পরিশ্রম ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্যে দুটি আপাতঃ সামঞ্জস্যশীল বস্তুর সূক্ষ্ম পার্থক্য ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করা উচিত। বলাবাহুল্য, অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে যারা এই পরিবর্তন চায় ক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেইসব সমগ্র জীবনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াসী ব্যক্তির দিকে বা তাদের পছন্দসই লোকদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যারা নিজেদের জন্যে ক্ষমতা চায় আর যারা নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্যে ক্ষমতা চায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নীতি ও আদর্শের কতৃত্ব কার্যত নীতি ও আদর্শের বাহকদের কর্তৃত্ব হলেও নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব চাওয়া এবং তার বাহকদের নিজেদের জন্যে কর্তৃত্ব চাওয়া আসলে দুটি আলাদ বস্তু। এ উভয়য়ের মধ্যে প্রেরণা ও প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। নিয়তের ত্রুটি দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে, প্রথমটির সামান্যতম গন্ধও মনের মধ্যে প্রবেশ করবে না, এজন্যে কঠোর আত্মিক পরিশ্রম করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁরা সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। এজন্যে রাজনৈতিক বিজয় ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ এছাড়া দ্বীনকে পুরোপুরি বিজয়ী করা সম্ভব ছিল না। আর কার্যত এ প্রচেষ্টার ফলে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাতে আসলেও কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, ক্ষমতা হস্তগত করা তাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব চেয়েছিল তাদের দৃষ্টান্ত ও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ দৃষ্টান্ত তালাশ করার জন্যে ইতিহাসের পাতা ওলটাবারই বা কি প্রয়োজন, আমাদের চোখের সামনেই

www.pathagar.com

তাদের অনেকেই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে কর্তৃত্ব লাভ করাকে যদি নিছক একটি ঘটনা হিসেবে বিচার করা হয় তাহলে উভয় দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না। কিন্তু নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের কাজ, প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামী যুগের কাজ ও সাফল্য যুগের কাজও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

যারা সাচ্চা দিলে ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থায় সার্বিক কর্তৃত্ব চায় তাদের ব্যক্তিগতভাবেও এ পার্থক্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিজেদের নিয়ত ঠিক রাখা উচিত। এবং তাদের দলেরও সার্বিকভাবে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যাশা কোনো অবস্থায়ও এর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে না পারে।

ঙ. ক্ষতিকর ত্রুটিসমূহ

এরপর এমন কতগুলো দোষত্রুটি আছে যেগুলো ভিত্তিমূলকে ধ্বসিয়ে না দিলেও নিজের প্রভাবের দিক দিয়ে কাজকে বিকৃত করে থাকে এবং গাফলতির দরুণ এগুলো লালিত হতে থাকলে ধ্বংসকর প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শয়তান সৎকাজের পথ রোধ করে, মানবিক প্রচেষ্টাকে ভালোর থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সমাজ দেহের সুস্থতার জন্যে সত্যদ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্রতী ব্যক্তি ও দলের এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা উচিৎ।

এ দোষগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, এগুলোর উৎসমূল মানুষের এমন কতিপয় দুর্বলতা যার প্রত্যেকটিই অসংখ্য দোষের জন্ম দেয়। বিষয়টি সহজ ভাবে বুঝতে হলে এক একটি দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করে তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। অতঃপর তা কিভাবে পর্যায়ক্রমে অসৎ কাজের জন্ম দেয় এবং তার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধন করে কোন্ কোন্ দোষত্রুটি সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক দোষের উৎস আমরা জানতে পারবো এবং তার সংশোধনের জন্যে কোথায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাও নির্ণয় করতে সক্ষম হবো।

আত্মপূজা

মানুষের সকল দুর্বলতার মধ্যে সবচইতে বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্বলতা হচ্ছে 'স্বার্থপূজা'। এর মূলে আছে আত্মপ্রীতির স্বাভাবিক প্রেরণা। এ

www.pathagar.com

প্রেরণা যথার্থ পর্যায়ে দোষণীয় নয় বরং নিজের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অপরিহার্য এবং উপকারীও। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে তার ভালোর জন্যে এ প্রেরণা উজ্জীবিত রেখেছেন। এর ফলে সে নিজের সংরক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু শয়তানের উস্কানীতে যখন এ প্রেরণা আত্মপূজা ও আত্মকেন্দ্রীকতায় রূপান্তরিত হয় তখন তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের উৎসে পরিণত হয়। তারপর এর অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়ে নতুন নতুন দোষের জন্ম হতে থাকে।

আত্মপ্রীতি

মানুষ যখন নিজেকে ত্রুটিহীন ও সমস্ত গুণাবলীর আধার মনে করে নিজের দোষ ও দুর্বলতার অনুভূতিকে ঢাকা দেয় এবং নিজের প্রতিটি দোষত্রুটির ব্যাখ্যা করে নিজেকে সব দিক দিয়ে ভাল বলে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করে, তখন এ আত্মপ্রীতির প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এ আত্মপ্রীতি প্রথম পদক্ষেপেই তার সংশোধন ও উন্নতির দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেয়।

অতঃপর যখন 'আমি কত ভালো' এ অনুভূতি নিয়ে মানুষ সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখন সে নিজেকে যা মনে করে রেখেছে অন্যরাও তাকে তাই মনে করুক এ আকাংখা তার মনে জাগে। সে কেবল প্রশংসা শুনতে চায়। সমালোচনা তার নিকট পছন্দনীয় হয় না। তার নিজের কল্যাণার্থে যে কোনো উপদেশবাণীও তার অহমকে পীড়িত করে। এভাবে এ ব্যক্তি নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ উপায় উপকরণের সাথে সাথে বাইরের উপায় উপকরণের পথ রোধ করে।

কিন্তু সমাজ জীবনের সকল দিক দিয়ে নিজের আশা আকাংখা অনুযায়ী পছন্দসই অবস্থা লাভ করা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির জন্যে সম্ভবপর হয় না। বিশেষ করে আত্মপ্রেমিক ও আত্মপূজারী তো এখানে সর্বত্রই ধাক্কা খায়। কারণ তার অহম নিজের মধ্যে এমন সব কার্যকারণ উপস্থিত করে, যা সমাজের অসংখ্য গুণাবলীর সাথে তার আশা আকাংখার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। এ অবস্থা ঐ ব্যক্তিকে কেবল নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চত করে না বরং এই সঙ্গে অন্যের সাথে সংঘর্ষ ও আশা আকাংখার পরাজয়ের দুঃখ তার আহত ও বিক্ষুব্ধ অহমকে একের পর এক মারাত্মক অসৎ কাজের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। সে মনে করে, সমাজ তাদেরকে তার চাইতে বেশী দাম দেয়। সে নিজে যে মর্যাদার প্রত্যাশী অনেক লোক তাকে তা দেয় না। সে নিজেকে যেসব মর্যাদার হক্দার মনে করে সে পর্যন্ত পৌঁছার

www.pathagar.com

পথে অনেক লোক তার জন্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক লোক তার সমালোচনা করে এবং তার মর্যাদাহানী করে। এ ধরনের বিচিত্র অবস্থা তার মনে বিভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে অন্যের অবস্থা অনুসন্ধান করে, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, গীবত করে, গীবত শুনে তার স্বাদ গ্রহণ করে, চোগলখুরী করে, কানাকানি করে এবং ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়। আর যদি তার নৈতিকতার বাঁধন ঢিলে হয়ে থাকে অথবা অনবরত ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকার কারণে ঢিলে হয়ে যায়, তাহলে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে মিথ্যা দোষারোপ, অপপ্রচার প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ করে বসে। এ সমস্ত অসৎ কাজ সম্পাদন করতে করতে সে নৈতিকতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়। তবে যদি কোনো পর্যায়ে পৌঁছে সে নিজের এ প্রারম্ভিক ভ্রান্তি অনুভব করতে পারে, যা তাকে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তাহলে সে এ পতন থেকে বাঁচতে পারে।

কোনো এক ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হলে কোনো প্রকার সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় না। এর প্রভাব বড় জোড় কয়েক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। তবে যদি সমাজে বহু আত্মপূজারী রোগীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবে সমগ্র সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়। বলাবাহুল্য, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কুধারণা, গোয়েন্দা মনোবৃত্তি, পরদোষ অনুসন্ধান, গীবত ও চোগলখুরীর দীর্ঘ সিলসিলা চলতে থাকে, সেখানে অনেক লোক মনের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসৎবৃত্তি লালন করে এবং হিংসা ও পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেখানে অনেক আহত অহং প্রতিরোধ স্পৃহায় ভরপূর থাকে, সেখানে কোনো বস্তু গ্রুপ সৃষ্টির পথ রোধ করতে পারে না। সেখানে কোনো প্রকার গঠনমূলক সহযোগিতা তো দূরের কথা মধুর সম্পর্কের সম্ভাবনাই থাকে না। এহেন পরিবেশে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ আত্মপুজারী রোগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ধীরে ধীরে ভালো ভালো সৎলোকেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ সৎ ব্যক্তি তার মুখের ওপর যথার্থ সমালোচনাই নয় অযথার্থ সমালোচনাও বরদাশত করতে পারে কিন্তু গীবত তার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এর কমপক্ষে এতটুকু প্রভাব পড়ে যে, গীবতকারীর ওপর আস্থা স্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে কোন সৎ ব্যক্তি হিংসা বিদ্বেষের ভিত্তিতে তার প্রতি যে সমস্ত বাড়াবাড়ি করা হয় সেগুলো মাফ করতে পারে। সে গালিগালাজ, দোষারোপ, মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও এর চাইতে অধিক কষ্টদায়ক জুলুম উপেক্ষা করতে পারে।- কিন্তু যেসব লোকেরা এহেন অসৎ গুণের সাথে

ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়েছে তাদের সাথে নিশ্চিত হয়ে কোনো কারবার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ অসৎ গুণাবলী যে সামাজিক পরিবেশের বিকাশ লাভ করে তা কিভাবে শয়তানের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এমনকি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিত্ব সংঘর্ষমুক্ত থাকলেও দ্বন্দ্বমুক্ত থাকতে পারে না।

অতঃপর, যারা সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের জন্যে সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে চায় তাদের দলের যে এহেন অসৎ ব্যক্তিদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া অপরিহার্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে আত্মপূজা এ ধরনের দলের জন্যে কলেরা ও বসন্তের জীবাণুর চাইতেও অনেক বেশী ক্ষতিকর। এর উপস্থিতিতে কোনো প্রকার সৎ কাজ ও সংশোধনের চিন্তাই করা যায় না।

বাঁচার উপায়ঃ

ক. তওবা ও এস্তেগফারঃ ইসলামী শরীয়ত এ রোগটি শুরু হবার সাথে সাথেই এর চিকিৎসা শুরু করে দেয়। অতঃপর প্রতিটি পর্যায়ে এর পথ রোধ করার জন্যে নির্দেশ দান করতে থাকে। কুরআন ও হাদীসের স্থানে স্থানে ঈমানদাদেরকে তওবা ও এস্তেগফার করার জন্যে উপদেশ দান করা হয়েছে। এর উদেশ্যে হচ্ছে, মুমিন যেন কোনো সময় আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতির রোগে আক্রান্ত না হয়, কখনো আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত না হয়, নিজের দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটি অনুভব এবং ভূল–ভ্রান্তি স্বীকার করতে থাকে ও কোনো বিরাট কাজ করার পরও অহংকারে বুক ফুলাবার পরিবর্তে দীনতার সাথে নিজের খোদার সম্মুখে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, তার খেদমতের মধ্যে যে গলদ রয়ে গেছে সেগুলো যেন মাফ করে দেয়া হয়। রাসুলূল্লাহর (সঃ) চাইতে বড় পূর্ণতার অধিকারী আর কে হতে পারে? কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় তাঁর চাইতে বড় কাজ সম্পাদন করেছে? কিন্তু ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম কাজ সম্পাদন করার পর আল্লাহ তায়ালার দরবার থেকে তাঁকে যে নির্দেশ দেয়া হলো তা হচ্ছেঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায় আর তুমি মানুষকে দলে দলে খোদার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছো তখন নিজের প্রতিপালকের

www.pathagar.com

প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট মাগফেরাত চাও অবশ্য তিনি তওবা কবুলকারী।"

অর্থাৎ যে মহান কাজ তুমি সম্পাদন করেছো সে সম্পর্কে জেনে রেখো, তার জন্যে তোমার নয়, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা প্রাপ্য। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ মহান কাজ সম্পাদনে সফলকাম হয়েছো এবং নিজের সম্পর্কে তোমার এ অনুভূতি থাকা উচিৎ যে, যে কাজ তুমি সম্পাদন করেছো তা যথাযথ ও পূর্ণতার সাথে সম্পাদিত হয়নি। তাই পুরস্কার চাওয়ার পরিবর্তে কাজের মধ্যে যা কিছু অপূর্ণতা ও গলদ রয়ে গেছে তা মাফ করার জন্যে নিজের প্রতিপালকের নিকট দোয়া করো। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهٖ
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে প্রায়ই বলতেন, আমি খোদার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি খোদার কাছে মাগফেরাত চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি।"

এমনিতেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) হামেশা তওবা ও এস্তেগফার করতেন। বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ

وَاللهِ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

"খোদার কসম আমি প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট এস্তেগফার ও তওবা করি।"

এ শিক্ষার প্রাণবস্তুকে আত্মস্থ করার পর কোনো ব্যক্তির মনে আত্মপূজার বীজ অংকুরিত হতে পারবে না এবং বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিতেও সক্ষম হবেনা।

খ. সত্যের প্রকাশঃ এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ ক্রটি দেখা দেয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত চরিত্র ও কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতি পদে পদে এর বিকাশ ও প্রকাশের পথ রোধ করে এবং এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়। যেমন এর প্রথম প্রকাশ এভাবে হয়ে থাকে যে, মানুষ নিজেকে সমালোচনার উর্ধ্বে

www.pathagar.com

মনে করে এবং নিজের কথা ও মতামতের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। অন্য কোনো ব্যক্তি তার ভুলের সমালোচনা করবে, এটা সে বরদাশত করে না। বিপরীত পক্ষে ইসলামী শরীয়ত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকাকে সকল ঈমানদারদের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন জালেমদের সম্মুখে সত্যের প্রকাশকে সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছে। এভাবে মুসলিম সমাজে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজের নির্দেশ দেবার উপযোগী এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে আত্মপূজা স্থান লাভ করতে পারে না।

হিংসা ও বিদ্বেষ

আত্মপূজার দ্বিতীয় প্রকাশ হয় হিংসা ও বিদ্বেষের রূপে। আত্মার পূজার আত্মপ্রীতিতে যে ব্যক্তি আঘাত হানে তার বিরুদ্ধেই মানুষ এ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। অতঃপর তার সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ইসলামী শরীয়ত একে গোনাহ গণ্য করে এ গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"সাবধান হিংসা করোনা, কারণ হিংসা মানুষের সৎকাজগুলোকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন শুকনো কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

হাদীসে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কঠোর নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছেঃ "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পরের সাথে কথা বলা বন্ধ করোনা, কোনো মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা বৈধ নয়।"

কুধারণা

আত্মপূজার তৃতীয় প্রকাশ হয় কু-ধারণার মাধমে। কু-ধারণা সৃষ্টি হবার পর মানুষ গোয়েন্দা মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে থাকে। কু-ধারণার তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ নিজের ছাড়া অন্য সবার সম্পর্কে এ প্রাথমিক ধারণা রাখে যে, তারা সবাই খারাপ এবং বাহ্যতঃ তাদের যে সমস্ত বিষয় আপত্তিকর দেখা যায় সেগুলো কোনো ভালো ব্যখ্যার করার পরিবর্তে হামেশা খারাপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনো প্রকার অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন বোধ করে না। গোয়েন্দাগিরি এ কু-ধারণারই একটি ফসল। মানুষ অন্যের সম্পর্কে প্রথমে একটি খারাপ ধারণা করে। অতঃপর তার পক্ষে প্রমাণ

www.pathagar.com

সংগ্রহের জন্যে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে থাকে। কুরআন এ দুটি বস্তুকেই গোনাহ গণ্য করেছে।

সুরায়ে হুজুরাতে আল্লাহ বলেছেনঃ

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا

"অনেক বেশী ধারণা করা থেকে দূরে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা গোনাহের পর্যায়ভুক্ত, আর গোয়েন্দাগিরি করো না।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাবধান! কু-ধারণা করোনা, কারণ কু-ধারনা মারাত্মক মিথ্যা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোনো কথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমরা পাকড়াও করবো।" হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা মুসলমানদের গোপন অবস্থার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে থাকলে তাদেরকে বিগড়িয়ে দেবে।"

গীবত

এ সকল পর্যায়ের পর শুরু হয় গীবতের পর্যায়। কু-ধারণা বা যথার্থ সত্য যার উপরই ভিত প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং লাঞ্ছনা দেখে মনে আনন্দ অনুভব করা বা তা থেকে নিজে লাভবান হবার জন্যে তার অসাক্ষাতে তার দুর্ণাম করার নাম গিবত। হাদীসে এর সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কথা এমন ভাবে বলা, যা সে জানতে পারলে অপছন্দ করতো। রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে তাহলেও কি তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে? জবাব দিলেন, 'যদি তার মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে এবং তুমি তা বর্ণনা করে থাক, তাহলে তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে ঐ দোষ না থেকে থাকে তাহলে তুমি গীবত থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করলে।" কুরআন একে হারাম গণ্য করেছে। সূরায়ে হুজুরাতে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ -

''আর তোমাদের কেউ কারোর গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয় তোমরা তা ঘৃণা করবে।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,''প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু অন্য মুসলমানের জন্যে হারাম।" এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, যখন কারোর দুর্নাম করার নিয়ত সামিল না থাকে। যেমন কোনো মজলুম যদি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কুরআনে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ -

''আল্লাহ অসৎ কাজ সম্পর্কে কথা বলা পছন্দ করেন না, তবে যদি কারোর ওপর জুলুম হয়ে থাকে।"

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় বা তার সাথে কোনো কারবার করতে চায় এবং এ ব্যাপারে একপক্ষ কোনো পরিচিত জনের নিকট পরামর্শ চাইলে ঐ ব্যক্তির মধ্য সত্যিকার কোনো দোষ যদি তার জানা থাকে তাহালে কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা বর্ণনা করা কেবল বৈধই নয় বরং অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও এসব ক্ষেত্রে দোষক্রটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,''দুই ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে কায়েসের নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠালে তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর সাথে পরামর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দেন যে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে অভাবী এবং দ্বিতীয় জন স্ত্রীকে প্রহার করতে অভ্যস্ত।" অনুরূপভাবে শরীয়তে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে তাদের দোষসমূহ বর্ণনা করাকে আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ কার্যত এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। কারণ দ্বীনের জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। যারা মানুষের ওপর প্রকাশ্যে জুলুম করে, অনৈতিক ও ফাসেকী কাজ কর্মের প্রসার ঘটায় এবং প্রকাশ্যে অসৎ কাজ করে বেড়ায় তাদের গীবত করাও বৈধ। রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিজের কাজ থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাবে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী সর্বাবস্থায়ই গীবত করা হারাম এবং তা শুনাও গুনাহ। শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, গীবতকারীকে বাধা দেয়া, অন্যথায় যার গীবত করা হচ্ছে তাকে বাঁচান, আর নয় তো সর্বশেষ পর্যায়ে যে মাহ্‌ফিলে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে উঠে যাওয়া।

www.pathagar.com

চোগলখোরী

গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরী তাকে বিস্তৃত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। স্বার্থবাদিতার প্রেরণাই হয় এর মধ্যে আসল কার্যকর শক্তি। চোগলখোর ব্যক্তি কারুর কল্যাণকামী হতে পারে না। নিন্দিত দুজনের কারুর কল্যাণ তার অভীপ্সিত হয় না। সে দুজনেরই বন্ধু সাজে কিন্তু অমংগল চায়। তাই সে মনোযোগ দিয়ে দু'জনের কথা শুনে, কারুর প্রতিবাদ করে না। তারপর বন্ধুর নিকট এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে যে আগুন এক জায়গায় লেগেছিল তাকে অন্য জায়গায় লাগাতেও সাহায্য করে। ইসলামী শরিয়ত এ কাজকে হারাম গণ্য করেছে। কারণ এর বিপর্যয়কারী ক্ষমতা গীবতের চাইতেও বেশী। কুরআনে চোগলখোরীকে মানুষের জঘণ্যতম দোষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচাইতে খারাপ যার দু'টি মুখ। সে এক দলের নিকট একটি মুখ নিয়ে আসে আর অন্য দলের নিকট আসে অন্য মুখটি নিয়ে।" এ ব্যাপারে যথার্থ ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোথাও কারুর গীবত শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বিষয়টির অবতারণা করে এমনভাবে এর নিস্পত্তি করতে হবে যাতে করে এক পক্ষ এমন কোনো ধারণা পোষণ করার সুযোগ না পায় যে, তার অনুপস্থিতিতে অন্য পক্ষ তার নিন্দা করেছিল। আর যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কোনো দোষের জন্যে গীবত করা হয়ে থাকে তাহলে একদিকে গীবতকারীকে তার গোনাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে এবং অন্যদিকে তার দোষ সংশোধনের পরামর্শ দিতে হবে।

কানাকানি ও ফিস্‌ফিসানী

এ ব্যাপারে সবচাইতে মারাত্মক হচ্ছে ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে কথা ও গোপনে সলা-পরামর্শ করা। যার ফলে ব্যাপার ষড়যন্ত্র ও দলাদলি পর্যন্ত পৌঁছে এবং পরস্পর বিরোধী সংঘর্ষশীল গ্রুপ অস্তিত্ব লাভ করে। শরীয়ত এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। কুরআনে একে শয়তানী কাজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَٰنِ

"কানাকানি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ।"

এ ব্যাপারে নীতিগত পথনির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى -

"যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করো তখন গোনাহ্ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে কানাকানি করো না বরং নেকী ও তাকওয়ার ব্যাপারে কানাকানি করো।"

অর্থাৎ দুই বা কতিপয় ব্যক্তি যদি সদুদ্দেশ্যে এবং তাকওয়ার সীমানার মধ্যে অবস্থান করে কানে কানে আলাপ করে তা'হলে তা কানাকানি আওতাভুক্ত হয় না। তবে দলের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে গোপনে কানে কানে অসৎ কাজের পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে অথবা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প নিয়ে গোপনে আলাপ-আলোচনা করা অবশ্য এর আওতাভুক্ত। ঈমানদারী ও আন্তরিকতা সহকারে যে মতবিরোধ করা হয় তা কোনদিন কোনদিন কানাকানি উদ্বুদ্ধ করে না। এ প্রাসঙ্গিক যাবতীয় আলোচনা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং দলের সামনে হওয়া উচিত। যুক্তি সহকারে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে হওয়া উচিত। আলোচনার পর মতবিরোধ থেকে গেলেও তা কখনো বিপর্যয়ের কারণ হয়না। দল থেকে সরে গিয়ে একমাত্র সে সকল মতবিরোধের ক্ষেত্রে গোপন কানাকানির প্রয়োজন দেখা দেয় যেগুলো স্বার্থপরতাপূর্ণ না হলেও কমপক্ষে স্বার্থপরতার মিশ্রণযুক্ত। এ ধরনের কানাকানির ফল কখনো শুভ হয় না। এগুলো যতই নিষ্কলংক হোক না কেন ধীরে ধীরে সমগ্র দল এর ফলে কু-ধারণা, দলাদলি ও হানাহানির শিকারে পরিণত হয়। আপোষে গোপন আলোচনা চালিয়ে যখন কতিপয় ব্যক্তি একটি গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাদের দেখাদেখি এভাবে গোপন সলাপরামর্শ করে গ্রুপ বানানোর প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে এমন বিকৃতির সূচনা হয়, যা সর্বোত্তম সৎব্যক্তির দলকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং তাদেরকে পরস্পরের মধ্য দলাদলিতে লিপ্ত করে। কারো সর্বশেষ পর্যায়ে এ বিকৃতির কার্যতঃ আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বার বার সতর্ক করেছেন, ভীতি প্রদান করেছেন এবং এ থেকে বাঁচার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

"আরবে যারা নামাজ শুরু করেছে তারা পুনর্বার শয়তানের ইবাদত শুরু করবে, এ ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাই এখন তাদের মধ্যে

বিকৃতি সৃষ্টি করার ও তাদের পরস্পরকে সংঘর্ষশীল করার সাথে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা জড়িত।" এমনকি তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না। এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে ঈমানদারদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ তারা নিজেরা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"তারা সৌভাগ্যবান যারা ফিতনা থেকে দুরে থাকে এবং যে ব্যক্তি যত বেশী দূরে থাকে সে তত বেশী ভালো।" এ অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চাইতে ভালো এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে ভালো। আর দন্ডায়মান ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে ভালো। অন্য দিকে তারা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করে তাহলে একটি দল হিসেবে নয় বরং সাচ্চা দিলে সংশোধন প্রয়াসী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের প্রথম রুকুতে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

স্বার্থবাদিতার এ তাৎপর্য এবং তার প্রকাশ ও বিকাশের এ সকল পর্যায় সম্পর্কিত শরীয়তের এ বিধানসমূহ হৃদয়ংগম করা তাদের জন্যে একান্ত জরুরী যারা সৎবৃত্তি ও সততার বিকাশ সাধনের জন্যে একত্রিত হয়। তাদের নিজেদেরকে আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার রোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এ রোগে আক্রান্ত হবার পর যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি দেখা দেয় সেগুলো উপলব্ধি করতে হবে। তাদের দলকেও দলগতভাবে সজাগ থাকতে হবে যেন তার মধ্যে স্বার্থবাদিতার জীবাণু অনুপ্রবেশ করে বংশ বিস্তার করার সুযোগ না পায়। নিজেদের পরিসীমার মধ্যে তাদের এমন কোনো ব্যক্তিকে উৎসাহিত না করা উচিত যে নিজের সমালোচনা শুনে ক্ষিপ্ত হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার না করে দাম্ভিকতা দেখায়। যার কথা থেকে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার গন্ধ আসে অথবা যার কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করে যে, সে কারো সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাবিয়ে দিতে হবে। যারা অন্যের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে অথবা অন্যের অবস্থা সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করে তার তালাশ করার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদের নিজেদের সমাজের মধ্যে গীবত ও চোগলখোরীর পথ রুদ্ধ করা উচিত এবং ফিতনা যেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেখানেই সংগে সংগে উপরে বর্ণিত মতে সরল-সোজা ইসলামী নীতি ও

www.pathagar.com

পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাদের বিশেষ করে কানাকানির বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এর ফলে দলের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো বিরোধমূলক বিষয়ে গোপন কানাকানি করে কোনো আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সমর্থক বানাবার চেষ্টা করবে, এতে তার কখনো সম্মত হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক দলের মধ্যে এ পদ্ধতি অবলম্বন করছে এমন কোনো আভাস যখনই পাওয়া যাবে তখনই দলকে তাদের সংশোধনের বা মূলোচ্ছেদের ব্রতি হতে হবে। এ সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি দলের মধ্যে কোনো প্রকার গ্রুপিং এর ফিতনা দেখা দিয়েই থাকে তাহলে আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকেরা এক কোণে বসে গোপন কানাকানি শুরু করে দেবে এবং একটা গ্রুপ বানাবার জন্যে ষড়যন্ত্র চালাবে। দলের মধ্যে এ ধরনের কাজের অনুমতি কোনো ক্রমেই দেয়া যেতে পারে না। বরং তাদের নিজেদের এ ফিতনা থেকে দূরে থেকে এর গতিরোধের জন্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং তাতে ব্যর্থ দলের সম্মুখে প্রকাশ্যে বিষয়টি উপস্থাপিত করা উচিত। যে দলের আন্তরিকতা সম্পন্ন সংখ্যাধিক্য হবে সে দল এ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে অবগত হয়ে সংগে সংগেই এর প্রতিরোধ করবে। আর যে দলে ফিতনাবাজ বা নিশ্চিত নিরুদ্বেগ লোকদের সংখ্যাধিক্য হবে সে দল ফিতনায় শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হবে।

মেজাজের ভারসাম্যহীনতা

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনিষ্টকারিতাগুলোকে এক কথায় মেজাজের ভারসাম্য-হীনতা বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থবাদিতার মোকাবেলায় এটিকে একটি সামান্য দুর্বলতা বলে মনে হয়। কারণ এর মধ্যে কোনো প্রকার অসৎ সংকল্প, অসাধু প্রেরণা ও অপবিত্র ইচ্ছার রেশ দেখা যায় না। কিন্তু অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে স্বার্থবাদিতার পরই এর স্থান দেখা যায় এবং অনেক সময় এর প্রভাব ও ফলাফলের অনিষ্টকারী ক্ষমতা স্বার্থবাদিতার সমপর্যায়ে এসে পৌঁছে।

চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার ভারসাম্যহীনতা এই মেজাজের ভারসাম্যহীনতার ফলশ্রুতি। জীবনের বহু সত্যের সাথে হয় এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। মানুষের জীবন অসংখ্য বিপরীতধর্মী উপাদানের আপোষ ও বহু বিচিত্র কার্যকারণের সামষ্টিক কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তার অবস্থাও সমপর্যায়ভুক্ত। মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের একত্রিত হবার পর যে সমস্ত কাঠামোর উদ্ভব হয় তার অবস্থাও এমনটিই হয়ে থাকে। এ দুনিয়ায় কাজ করার জন্যে চিন্তা দৃষ্টিভংগীর এমন ভারসাম্য এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার এমন সমতা প্রয়োজন, যা বিশ্ব প্রকৃতির সমতা ও ভারসাম্যের সাথে

www.pathagar.com

অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। অবস্থার প্রতি গতিধারার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, কাজের প্রত্যেকটি দিক অবলোকন করতে হবে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিভাগকে তার অধিকার দিতে হবে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবীর প্রতি নজর রাখতে হবে। এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ মানের ভারসাম্য অর্জিত না হলেও বলা বাহুল্য, এখানে সাফল্যের জণ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অপরিহার্য। তা যতটা নির্দ্ধারিত মানের নিকটবর্তী হবে ততটা লাভজনক হবে এবং তা থেকে যতটা দুরবর্তী হবে ঠিক ততটাই জীবন সত্যের সাথে সংঘর্ষশীল হয়ে অনিষ্টের কারণ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যতো বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তার সবগুলোর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারসাম্যহীন চিন্তার অধিকারীরা মানুষের সমস্যাবলী দেখা ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে একচোখা নীতি অবলম্বন করছে। এগুলো সমাধানের জন্যে ভারসাম্যহীন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং তা কার্যকরী করার জন্যে অসম পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এই হচ্ছে বিকৃতির আসল কারণ। কাজেই চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর ভারসাম্য এবং কর্মপদ্ধতি সমতার মাধ্যমেই গড়ার কাজ সম্ভবপর।

ইসলাম আমাদেরকে সমাজ গঠন ও সংশোধনের যে পরিকল্পনা দিয়েছে তা কার্যকর করার জন্যে এ গুণটির বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এ পরিকল্পনাটি আগাগোড়া ভারসাম্য ও সমতারই একটি বাস্তব নমুনা। একে পুঁথির পাতা থেকে বাস্তব জগতে স্থানান্তর করার জন্যে বিশেষ করে সেই সব কর্মী উপযোগী হতে পারে যাদের দৃষ্টি ইসলামের গঠন পরিকল্পনার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ এবং যাদের স্বভাব প্রকৃতি ইসলামের সংশোধন প্রকৃতির ন্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত চরমপন্থী লোকেরা এ কাজকে বিকৃত করতে পারে, যথাযথরূপে সম্পাদন করতে পারেনা।

ভারসাম্যহীনতা সাধারণতঃ ব্যর্থতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সংশোধন ও পরিবর্তনের যে কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে কেবলমাত্র নিজে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যথেষ্ট নয় বরং এই সংগে সমাজের সাধারণ মানুষকে এর যথার্থতা উপকারিতা ও কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করতে হবে এবং নিজের আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে ও এমন পদ্ধতিতে চালাতে হবে যার ফলে মানুষের আশা-আকাংখা আগ্রহ তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যে আন্দোলন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতিতে ভারসাম্যের অধিকারী, একমাত্র সে আন্দোলনই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। চরমপন্থী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্যে চরম পন্থা অবলম্বন করা হয়, তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট ও আশান্বিত করার পরিবর্তে সংশয়িত করে। তার

www.pathagar.com

এ দুর্বলতা তার প্রচার ক্ষমতা ও অনুপ্রবেশ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তার পরিচালনার জন্যে কিছু চরমপন্থী লোক একত্রিত হয়ে গেলেও সমগ্র সমাজকে তাদের নিজেদের মতো চরমপন্থী বানিয়ে নেয়া এবং সারা দুনিয়ার চোখে ধুলো দেয়া সহজ নয়।

যে দল সমাজ গঠন ও সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় এ বস্তুটি তার জন্যে বিষবৎ।

একগুয়েমী

মেজাজের ভারসাম্যহীনতার প্রধানতম প্রকাশ হচ্ছে মানুষের একগুয়েমী। এ রোগে আক্রান্ত হবার পর মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যেক বস্তুর একদিক দেখে, অপরদিক দেখে না। প্রত্যেক বিষয়ের এক দিককে গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে গুরুত্ব দেয় না। যে দিকে তার মন একবার পাড়ি জমায়, সেই এক দিকেই অগ্রসর হতে থাকে, অন্যদিকে নজর দিতে প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে সে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে থাকে। মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সে একদিকে ঝুঁকতে থাকে। যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। একই পর্যায়ের এমনকি তার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যে বস্তুকে খারাপ মনে করে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু একই পর্যায়ে অন্যান্য খারাপ বস্তু বরং তার চাইতেও বেশী খারাপ বস্তুর বিরুদ্ধে ভুলেও কোন কথা বলে না। নীতিবাদীতা অবলম্বন করার পর সে এ ব্যাপারে স্থবিরত্বের প্রত্যন্ত সীমায় পৌঁছে যায়, কাজেই বাস্তব চাহিদাগুলোর কোনো পরোয়াই করে না। অন্যদিকে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর নীতিহীন হয়ে পড়ে এবং সাফল্যকে আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে ন্যায়-অন্যায় সব রকম উপায় অবলম্বন করতে উদ্যত হয়।

একদেশদর্শীতা

এ অবস্থা এখানে পৌঁছে থেমে না গেলে তা সামনে অগ্রসর হয়ে চরম একদেশদর্শীতার রূপ অবলম্বন করে। অতঃপর মানুষ নিজের মতের উপর প্রয়োজনের অধিক জোর দিতে থাকে। মতবিরোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। অন্যের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে না এবং বুঝতে চেষ্টা করে না। বরং প্রত্যেকটি বিরোধী মতের নিকৃষ্টতম অর্থ করে তা হেয় প্রতিপন্ন করতে ও দূরে নিক্ষেপ করতে চায়। এর ফলে দিনের পর দিন সে অন্যের জন্যে এবং অন্যেরা তার জন্যে অসহনীয় হয়ে যেতে থাকে।

একদেশদর্শীতা এখানে থেমে গেলেও ভালো ছিল। কিন্তু তাকে একটি গুণ মনে করে লালন করতে থাকলে মানুষ ক্রুদ্ধভাব, বদরাগী ও কর্কশ হয়ে পড়ে

www.pathagar.com

এবং অন্যের নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও তার উপর হামলা করতে উদ্যত হয়। যে কোনো সমাজ জীবনে এ বস্তুটি খাপ খেতে পারে না।

সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা

এক ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করলে বড়জোর সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে উদ্দেশ্যে সে দলের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তা সম্পাদন করা থেকে বঞ্চিত হবে, এর ফলে কোনো সামষ্টিক ক্ষতি হবে না। কিন্তু কোনো কোনো সমাজ সংস্থায় অনেকগুলো ভারসাম্যহীন মন ও মেজাজ একত্রিত হয়ে গেলে প্রত্যেক ধরনের ভারসাম্যহীনতা এক একটি গ্রুপের জন্ম দেয়। এক চরমপন্থার জবাবে আর এক চরমপন্থা জন্ম নেয়। মতবিরোধ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। সংস্থায় ভাঙ্গন ধরে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে কাজ সম্পাদনের জন্যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু লোক একত্রিত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আবর্তে পড়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

সত্যি বলতে কি, যে কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় করা যায় না বরং যার ধরনই হয় সামষ্টিক তা সম্পাদন করার জন্যে অনেক লোককে এক সাথে কাজ করার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকের নিজের কথা বুঝাতে ও অন্যের কথা বুঝতে হয়। মেজাজের পার্থক্য, যোগ্যতার পার্থক্য, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে হয়, যার অবর্তমানে কোনো প্রকার সহযোগিতা সম্ভবপর হয় না। সামঞ্জস্যের জন্যে দীনতা অপরিহার্য। আর এ দীনতা কেবলমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী লোকদের মধ্যে থাকতে পারে, যাদের চিন্তা ও মেজাজ উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে। ভারসাম্যহীন লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলেও তাদের ঐক্য বেশীক্ষন টিকে না। তাদের দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এক এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার রোগী আলাদা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে আবার ভাঙ্গন দেখা দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুকতাদী ছাড়া কেবল ইমামদেরকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

যারা ইসলামের জন্যে কাজ করেন এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থার সংশোধন ও পুনর্গঠনের প্রেরণা ও ইচ্ছা যাদেরকে একত্রিত করে তাদের আত্মপর্যালোচনা করে এই ভারসাম্যহীনতা উদ্ভুত সমস্যা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে এবং তাদের দলের সীমানার মধ্যে যাতে করে এ রোগ মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে এজন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনের ঘোর বিরোধী কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী

www.pathagar.com

তাদের সামনে থাকা উচিত। কুরআন দ্বীনের ব্যাপারে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি করাকে আহলে কিতাবদের মৌলিক ভ্রান্তি গণ্য করেছে (ইয়া আহ্লাল কিতাবি লা তাগ্লু ফী দ্বীনিকুম)। এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের অনুসারীদেরকে এ থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে নিম্নোক্ত ভাষায় তাকীদ করেছেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ

"সাবধান, তোমরা একদেশদর্শীতা ও চরম পন্থা অবলম্বন করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করেই ধ্বংস হয়েছে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক বক্তৃতায় তিনবার বলেনঃ "হালাকাল মুতানাত্তিয়ুন"-অর্থাৎ, কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ও বাড়াবাড়ির পথ আশ্রয়কারীরা ধ্বংস হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "বুয়িসতু বিল হানীফিয়্যাতিস সামাহাহ্"-অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রান্তিকতার মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এনেছেন যার মধ্যে ব্যাপকতা ও জীবন ধারার প্রত্যেকটি দিকের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। এ দাওয়াত দানকারীদের যে পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে এর প্রথম আহবায়ক তা নিম্নোক্তভাবে শিখিয়েছেনঃ

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

'সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না।"

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

"তোমাকে সহজ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্যে নয়।"

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ
إِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا -

"কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার মধ্য থেকে সবচাইতে সহজটাকে গ্রহণ করেননি, তবে যদি তা গুনাহ্র নামান্তর না হয়ে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ -

"আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন, তাই তিনি সকল ব্যাপারে কোমল ব্যবহার পছন্দ করেন।" (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ

"যে ব্যক্তি কোমল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকেও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।" (মুসলিম)

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُّحِبُّ الرَّفِيْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِيْ عَلٰى مَا سِوَاهُ -

"আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন এবং তিনি কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার ফলে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা ও অন্য কোনো ব্যবহারের ফলে দান করেন না।" (মুসলিম)

এ ব্যাপক নির্দেশাবলী সামনে রেখে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তিরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেদের মন মাফিক বিষয়গুলো বাছাই করার পরিবর্তে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী ঐ অনুযায়ী ঢালাই করার অভ্যাস করেন তাহলে তাদের মধ্যে দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যাবলীকে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নীতিতে সমাধান করার জন্যে যে ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সংকীর্ণমনতা

ভারসাম্যহীণ মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি দুর্বলতাও মানুষের মধ্যে দেখা যায়। একে সংকীর্ণমনতা বলা যায়। কুরআনে একে 'শুহহে নাফ্স' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে, "যে ব্যক্তি এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে-ই সাফল্য লাভ করেছে" (ওয়া মাই ইউকা শুহহা নাফসিহি ফাউলা-ইকা হুমুল মুফলিহুন) এবং কুরআন একে তাকওয়া ও ইহসানের পরিবর্তে একটি ভ্রান্ত ঝোঁক প্রবণতা রূপে গণ্য করেছে (ওয়া উহ্দিরাতিল আনফুসুশ শুহ্হা ওয়া ইন তুহসিনু ওয়া তাত্তাকু ফাইন্নাল্লাহা কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা।) এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের জীবন পরিবেশে অন্যের জন্যে খুব কমই স্থান রাখতে চান। সে নিজে যতই বিস্তৃত হোক না কেন নিজের স্থান থেকে তার নিকট তা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। আর অন্য লোক তার জন্যে নিজেকে যতই সংকুচিত করুক না কেন সে অনুভব করে যেন তারা অনেক ছড়িয়ে আছে। নিজের জন্যে সে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা চায় কিন্তু অন্যের জন্যে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না। নিজের সৎকাজগুলো

www.pathagar.com

নিছক ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে। নিজের দোষ তার দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে কিন্তু অন্যের কোন দোষই সে ক্ষমা করতে পারে না। নিজের অসুবিধাগুলোকে সে অসুবিধা মনে করে কিন্তু অন্যের অসুবিধাগুলো তার দৃষ্টিতে নিছক বাহানাবাজী মনে হয়। নিজের দুর্বলতার কারণে সে যে সুবিধা ভোগ করতে চায় অন্যকে তা দিতে প্রস্তুত হয় না। অন্যের অক্ষমতার পরোয়া না করে সে তাদের নিকট চরম দাবী পেশ করে কিন্তু নিজের অক্ষমতার ক্ষেত্রে এসব দাবী পুরণ করতে সে রাজী থাকে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি ও রুচি সে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে সে একটুও চেষ্টা করে না। এ অসৎ গুণটি বাড়তে বাড়তে চোগলখোরী ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, সে অন্যের সামান্য সামান্য দোষের সমালোচনা করে কিন্তু নিজের দোষের সমালোচনায় লাফিয়ে ওঠে। এ সংকীর্ণমনতার আর এক রূপ হচ্ছে দ্রুত ক্রোধান্বিত হওয়া, অহংকার করা ও পরস্পরকে বরদাশত না করা। সমাজ জীবনে এহেন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে চলাফেরাকারী প্রত্যেকটি লোকের জন্যে বিপদ স্বরূপ।

কোন দলের মধ্যে এ রোগের অনুপ্রবেশ মূলতঃ একটি বিপদের আলামত। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা-সাধনা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা দাবী করে। এ ছাড়া চার ব্যক্তিও একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। কিন্তু সংকীর্ণমনতা ভালোবাসা ও সহযোগিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং অনেক সময় এগুলোকে খতম কর দেয়। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হয় সম্পর্কের তিক্ততা ও পারস্পরিক ঘৃণা। এটি মানুষের মন ভেঙে দেয় এবং সহযোগীদেরকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোন মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে তো দুরের কথা সাধারণ সমাজ জীবনের জন্যে উপযোগী হতে পারে না। বিশেষ করে এ গুণটি ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উপযোগী গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সেখানে সংকীর্ণমনতার পরিবর্তে উদারতা, কৃপণতার পরিবর্তে দানশীলতা, শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা প্রয়োজন। এজন্যে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু লোকের প্রয়োজন। এ দায়িত্ব একমাত্র তারাই পালন করতে পারে যারা উদার হৃদয়ের অধিকারী, যারা নিজেদের ব্যাপারে কঠোর ও অন্যের ব্যাপারে কোমল, যারা নিজেদের জন্যে সর্বনিম্ন সুবিধা চায় এবং অন্যের জন্যে চায় সর্বোচ্চ সুবিধা, যারা নিজেদের দোষ দেখে কিন্তু অন্যের গুণ দেখে, যারা কষ্ট দেবার পরিবর্তে কষ্ট বরদাশত করতে অভ্যস্ত বেশী এবং চলন্ত ব্যক্তিদেরকে

www.pathagar.com

ঠেলে ফেলে দেবার পরিবর্তে যারা পড়ে যাচ্ছে তাদের হাত ধরে টেনে তোলার ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দল কেবল নিজেদের বিভিন্ন অংশকে মজবুতভাবে সংযুক্ত রাখবে না বরং তার চারপাশের সমাজের বিক্ষিপ্ত অংশকেও বিন্যস্ত করতে ও নিজের সাথে সংযুক্ত করতে থাকবে। বিপরীত পক্ষে সংকীর্ণমনা লোকদের দল নিজেরাতো বিক্ষিপ্ত হবেই উপরন্ত বাইরের যে সমস্ত লোকও তাদের সংস্পর্শে আসবে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

দুর্বল সংকল্প

এ রোগটি মানুষের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কোন আন্দোলনের ডাকে মানুষ অন্তর থেকে সাড়া দেয়, প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা জোশও দেখায় কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তার জোশে ভাঁটা পড়ে। এমন কি যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সে অগ্রসর হয়েছিল তার সাথে তার কোন সত্যিকার সংযোগ থাকে না। এবং গভীর আগ্রহ সহকারে যে দলে শামিল হয়েছিল তার সাথেও কোনো বাস্তব সম্পর্ক থাকে না। যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সে এ আন্দোলনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল সেগুলোর উপর সে তখনো নিশ্চিত থাকে। সে মুখে তখনো তাকে সত্য ঘোষণা করতে থাকে এবং তার মন সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, কাজটি করতে হবে এবং অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তার আবেগ ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে ও কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বিন্দু পরিমান অসদুদ্দেশ্য স্থান প্রায় না। উদ্দেশ্য থেকে সে সরেও যায় না, আদর্শও পরিবর্তন করে না। এ জন্যে সে দল ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করে না কিন্তু প্রাথমিক আবেগ ও জোশ প্রবণতা ঠান্ডা হয়ে যাবার পর এই সংকল্পের দুর্বলতাই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

সংকল্পের দুর্বলতার কারণে মানুষ প্রথম দিকে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে। দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে। উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হয়। যে কাজকে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গন্য করে এগিয়ে এসেছিল দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজকে তার ওপর অগ্রাধিকার দিতে থাকে। তার সময়, শ্রম ও সম্পদের মধ্যে তার ঐ তথাকথিত জীবনোদ্দেশ্যের অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং যে দলকে সত্য মনে করে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তার সাথেও সে নিছক যান্ত্রিক ও নিয়মানুগ সম্পর্ক কায়েম রাখে। ঐ দলের ভালমন্দের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না।

www.pathagar.com

যৌবনের পরে বার্ধক্য আসার ন্যায় এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়। নিজের এ অবস্থা সম্পর্কে মানুষ নিজে সচেতন না হলে এবং অন্য কেউ তাকে সচেতন না করলে কোনো সময়ও সে এ কথা চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করে না যে, যে বস্তুকে সে নিজের জীবনোদ্দেশ্য গণ্য করে তার জন্যে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার সংকল্প করেছিল তার সাথে এখন সে কি ব্যবহার করছে। এভাবে নিছক গাফলতি ও অজ্ঞানতার কারণে মানুষের আগ্রহ ও সম্পর্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, এমনকি এভাবে অবশেষে একদিন নিজের অজান্তে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

দলীয় জীবনে যদি প্রথমেই মানুষের মধ্যে এ অবস্থার প্রকাশ সম্পর্কে সতর্ক না হওয়া যায় এবং এর বিকাশের পথরোধ করার চিন্তা না করা হয় তাহলে যাদের সংকল্পের মধ্যে সবেমাত্র সামান্য দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে তারা ঐ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির ছোঁয়াচ পেয়ে যাবে এবং এভাবে ভালো কর্মতৎপর ব্যক্তিও অন্যকে নিষ্ক্রিয় দেখে নিজেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তাদের একজনও এ কথা চিন্তা করবে না যে, সে অন্যের জন্যে নয়, বরং নিজের জীবনোদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্যে এসেছিল এবং অন্যেরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ হলেও সে কেন তা থেকে বিচ্যুত হবে? তাদেরকে এমন একদল লোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যারা অন্য সাথীদের দেখাদেখি জান্নাতের পথ পরিহার করে। অর্থাৎ জান্নাত যেন তার নিজের মঞ্জিলে মাকসুদ ছিল না। অথবা অন্য সাথীদের জান্নাতে যাবার শর্তেই যেন সে জান্নাতে যেতে চাচ্ছিল। আর সম্ভবতঃ অন্য সাথীদের জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে সে তাদের সাথে জাহান্নামে যাবারও সংকল্প করবে। কারণ তার নিজের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্যের উদ্দেশ্য তার উদ্দেশ্য। এ ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে যারা বিচরণ করে তারা হামেশা নিষ্ক্রিয় লোকদেরকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে। সক্রিয় লোকদের মধ্যে তারা অনুসরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় না।

তবুও সোজাসুজি কোনো ব্যক্তির সংকল্পের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। কিন্তু মানুষ যখন একবার দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয় তখন আরো বহু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে থাকে এবং খুব কম লোকই একটি দুর্বলতার সাহায্যে অন্যান্য দুর্বলতাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পথ রোধ করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণতঃ মানুষ নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রকাশ করতে লজ্জা অনুভব করে। মানুষ তাকে দুর্বল মনে করবে এটা সে বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। সংকল্পের দুর্বলতা তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, এ কথা সে সরাসরি স্বীকার করে না। একে ঢাকা দেবার জন্যে সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এবং তার প্রত্যেকটি পন্থাই একটি অন্যটির চাইতে নিকৃষ্টতম হয়।

www.pathagar.com

যেমন, সে কাজ না করার জন্যে নানান টালবাহানা করে এবং প্রতিদিন কোনো না কোনো ভুয়া ওজর দেখিয়ে সাথীদেরকে ধোকা দেবার চেষ্টা করে। সে বোঝাতে চায় যে, উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক ও সে ব্যাপারে স্বল্পতা নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ নয় বরং তার পথে যথার্থই বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এভাবে যেন নিষ্ক্রিয়তাকে সাহায্য করার জন্যে মিথ্যাকে আহ্বান জানানো হলো। যে ব্যক্তি প্রথম দিকে কেবল উন্নতির উচ্চমার্গে পৌঁছানো পরিহার করেছিল এখান থেকেই তার নৈতিক পতন শুরু হলো।

এ বাহানা যখন পুরাতন হয়ে গিয়ে নিরর্থক প্রমাণিত হয় এবং এবার আসল দুর্বলতার রহস্য ভেদ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তখন মানুষ এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে, সে আসলে নিজের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি বরং দলের কিছু দোষ-ত্রুটি তাকে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ সে নিজে অনেক কিছু করতে চাচ্ছিল কিন্তু সাথীদের বিকৃতি ও ভ্রান্তি তার মন ভেঙ্গে দিয়েছে। এভাবে পতনোম্মুখ ব্যক্তি যখন একটুও দাঁড়াতে পারে না তখন নীচে নেমে আসে এবং নিজের দুর্বলতা ঢাকবার ঢাকবার জন্যে যে কাজ আঞ্জাম দিতে সে সক্ষম হয়নি তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

প্রথমাবস্থায় এ মানসিক পক্ষাঘাতটি চাপা ও অস্পষ্ট থাকে। এ ব্যক্তির এ মানসিক রোগের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র দোষের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট-চাপা অভিযোগ উত্থিত হয়। কিন্তু এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। সাথীরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আসল রোগটি অনুধাবন করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, তাহলে এ পতনোম্মুখ ব্যক্তিটির পতন সম্ভবতঃ রোধ হতে পারে এবং তাকে ওপরেও ওঠানো যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নাদান বন্ধু অত্যাধিক জোশ ও বিস্ময়ের কারণে ব্যাপারটি অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় এবং তাকে বিস্তারিত বলতে বাধ্য করে। অতঃপর সে নিজের মানসিক রুষ্টতাকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্যে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো বাছাই করে করে একত্রিত করে। জামায়াতের ব্যবস্থাও তার কাজের মধ্যে খুঁত আবিষ্কার করে। এবং এসবের একটি তালিকা তৈরী করে একত্রিত করে সামনে রেখে দেয়। সে বলতে চায় এসব গলদ দেখেই তার মন বিরূপ হয়ে ওঠেছে। অর্থাৎ তার যুক্তি হয় এই যে, তার মতো মর্দে কামেল যে সকল প্রকার দুর্বলতামুক্ত ছিল, সে কেমন করে এসব দুর্বল সাথী ও গলদে পরিপূর্ণ দলের সাথে চলতে পারে? এ যুক্তি গ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয় যে, একথা যদি সত্যি হতো তাহলে তার নিষ্ক্রিয় হবার

www.pathagar.com

পরিবর্তে আরো বেশী কর্মতৎপর হবার প্রয়োজন ছিল। যে কাজকে নিজের জীবনোদ্দেশ্য মনে করে তা সম্পাদন করার জন্যে সে অগ্রসর হয়েছিল, অন্যেরা নিজেদের গলদকারিতার কারণে যদি তাকে বিকৃত করার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অত্যাধিক উৎসাহ-আবেগের সাথে ঐ কাজ সম্পাদন করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের গুণাবলীর সাহায্যে অন্যের দোষের ক্ষতিপূরণ করা উচিত ছিল। আপনার ঘরে আগুন লাগলে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যদি তা নিভাবার ব্যাপারে গাফলতি করে তাহলে আপনি মন খারাপ করে বসে পড়বেন, না জ্বলন্ত ঘরকে রক্ষা করার জন্যে গাফেলদের চাইতে বেশী তৎপর হবেন ?

এ বিষয়ে সব চাইতে দুঃখজনক দিক হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের ভুল ঢাকবার ও নিজেকে সত্যানুসারী প্রমাণ করার জন্যে নিজের আমলনামার সমস্ত হিসাব অন্যের আমলনামায় বসিয়ে দেয়। এ কাজ করার সময় সে ভুলে যায় যে, আমলনামায় এমন একটি হিসাবও রয়েছে যেখানে কোনো প্রকার কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে একটি অক্ষরও বাড়ানো যাবে না। সে অন্যের আমলনামায় অনেক দুর্বলতা দেখিয়ে দেয় অথচ সেগুলোর মধ্যে সে নিজে লিপ্ত থাকে। সে দলের কাজের মধ্যে এমন অনেক ত্রুটি নির্দেশ করে যেগুলো সৃষ্টি করার ব্যাপারে সে নিজের ভূমিকা অন্যের চাইতে কম নয়, বরং অনেক বেশী। সে নিজে যেসব কাজ করেছে সেগুলোরই বিরুদ্ধে সে একটি দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা তৈরী করে এবং যখন সে বলে, এসব দেখে শুনে তার মন ভেঙ্গে গেছে তখন তার পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এসব অভিযোগ থেকে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

মানুষের কোন দল দুর্বলতা শূন্য হয় না। মানুষের কোনো কাজ ত্রুটিমুক্ত হয় না। মানুষের সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্যে ফেরেশতার সমাবেশ হবে এবং পরিপূর্ণ মান অনুযায়ী সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হবে, দুনিয়ায় কখনো এমনটি দেখা যায়নি এবং দেখা যেতেও পারে না। দুর্বলতার অনুসন্ধান করলে কোথাও তার অস্তিত্ব নেই বলে দাবী করা যেতে পারে? ত্রুটি খুঁজে বেড়ালে তা পাওয়া যাবে না এমন কোন্ জায়গাটি আছে? মানুষের কাজ দুর্বলতা ও ত্রুটি সহকারেই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিপূর্ণ মানে পৌঁছার যাবতীয় কোশেষ সত্ত্বেও কমপক্ষে এ দুনিয়ার এমন কোনো অবস্থায় পৌঁছার তার কোন সম্ভাবনাই নেই যেখানে মানুষ ও তার কাজ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে যায়।

এ অবস্থায় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করা বা পূর্ণতার মানে পৌঁছাবার জন্যে আরো প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে যদি এগুলোকে চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

হয়, তাহলে এর চাইতে ভালো কাজ আর নেই। এ পথেই মানুষের কাজের মধ্যে যাবতীয় সংশোধন ও উন্নতি সম্ভবপর। এ ব্যাপারে গাফলতি দেখানো ধ্বংসের নামান্তর। কিন্তু যদি কাজ না করার ও মন খারাপ করে বসে যাবার জন্যে বাহানা বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও সামষ্টিক দোষ-ত্রুটি তালাশ করা হয়, তাহলে তাকে একটি নির্ভেজাল শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা ও নফসের কূটকৌশল বলে অভিহিত করা যায়। টালবাহানাকারী ব্যক্তি যে কোন সম্ভাবনাময় অবস্থায় এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের কোনো দল এসে মানুষের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ বাহানাবাজীর অবসান হবে না। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি মুক্ত হবার প্রমাণ পেশ না করে এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে তার পক্ষে এটা মোটেই শোভা পায় না। এসব কার্যকলাপের দ্বারা কখনো কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি দূর হয় না, বরং এগুলো দুর্বলতা ও ত্রুটি বাড়াবারই পথ প্রশস্ত করে। ফলে দেখা যায়, এ পথ অবলম্বন করে মানুষ তার চারপাশের অন্যান্য দুর্বলমনা লোকদের নিকট একটি খারাপ দৃষ্টান্ত পেশ করে। সে সবাইকে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে সমাজে উপহাসের পাত্র না হবার এবং নিজের মনকেও ধোকা দিয়ে নিশ্চিত করার পথ দেখিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি তার পথ অনুসরণ করে মানসিক পীড়ার ভান করতে শুরু করে এবং দুঃখ-কষ্টকে যথার্থ করার জন্যে সাথীদের দুর্বলতা ও দলের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে তার একটি ফিরিস্তি তৈরী করে। অতঃপর এখান থেকে অসৎ কাজের সিলসিলা শুরু হয়। একদিকে দলের মধ্যে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান এবং দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এটি তার নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করে। অন্যদিকে ভালো ভালো সক্রিয় ও আন্তরিকতাসম্পন্ন কর্মী, যাদের মধ্যে কোন দিন সংকল্পের দুর্বলতা ঠাঁই পায়নি, তারাও এ দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির চর্চার ফলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে। তারপর এ রোগের চিকিৎসার জন্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বিরূপমনা ব্যক্তিদের একটি ব্লক গড়ে উঠতে থাকে। মানসিক রুষ্টতা একটি পদ্ধতি ও আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রুষ্ট করাও রুষ্টতার স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা দস্তুরমত একটি কাজে পরিণত হয়। যারা আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তারা এ কাজে বেশ সক্রিয়তা দেখাতে থাকে। এভাবে তাদের মৃত আগ্রহ জীবন্ত হয়ে ওঠে কিন্তু এমনভাবে এ জীবন লাভ হয় যে, মৃত্যুর চাইতে তার জীবন লাভ হয় অনেক বেশী শোকাবহ।

সমাজ সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্যে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে গঠিত

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি দলের এ বিপদটি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। এ দলের কর্মী ও পরিচালকবৃন্দের সংকল্পের দুর্বলতা উদ্ভুত ক্ষতি, তার একক ও মিশ্রিত রূপের মধ্যকার পার্থক্য, তাদের প্রত্যেকের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং তার প্রারম্ভিক চিহ্ন প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই তার সংশোধনের সংকল্পের দুর্বলতার মৌলিক রূপ হচ্ছে এই যে, দলের কোন ব্যক্তি তার কাজকে সত্য এবং তা সম্পাদনের দায়িত্ব বহনকারী দলকে যথার্থ মেনে নিয়ে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয়তা ও অনীহা দেখাতে থাকে। এ অবস্থা সৃষ্টির সাথে সাথেই প্রতিকারমূলক কয়েকটি কাজ করা উচিত।

একঃ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে জানতে হবে তার নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ কি এবং সংকল্পের আসল দুর্বলতাই তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে অথবা কোন সত্যিকার অসুবিধা তাকে নিষ্ক্রিয় হবার পথে রসদ যোগাচ্ছে? যদি সত্যিকার অসুবিধার সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে দলকে সে সম্পর্কে অবগত করা উচিত। এ অবস্থায় তা দূর করার জন্যে সাথীকে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা তার নিষ্ক্রিয়তার ভুল অর্থ গ্রহণ করব না এবং তা অন্যের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত রূপেও প্রতিভাত হবে না। আর যদি সংকল্পের দুর্বলতাই আসল কারণ রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলে আজে-বাজে পথে অগ্রসর না হয়ে যারা সত্যিকার অসুবিধার কারণে কর্মতৎপর হতে পারছে না তাদের থেকে এহেন ব্যক্তির বিষয়টি বুদ্ধিমত্তার সাথে দলের সম্মুখে আলাদা করে তুলে ধরতে হবে।

দুইঃ সংকল্পের দুর্বলতার কারণে যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তার অবস্থা যখনই দলের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে তার দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে দলে ভালো ভালো লোকদের তার প্রতি নজর দেয়া উচিত। তার মৃতপ্রায় প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত ও কার্যতঃ তাকে নিজেদের সাথে রেখে সক্রিয় করার চেষ্টা করতে হবে।

তিনঃ এহেন ব্যক্তির সমালোচনা করতে থাকা উচিত। দলের মধ্যে তার এ নিষ্ক্রিয়তা ও গাফলতি যেন একটি মামুলী বিষয়ে পরিণত না হয়। অন্যেরা যেন পরস্পরের কাঁধে ভর করে বসে যেতেই না থাকে। দলের লোকেরা নিজেদের সময় শ্রম ও সম্পদের কত অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে কতটা ব্যয় করছে এবং নিজেদের যোগ্যতার তুলনায় তাদের কর্মতৎপরতার হার কি এ সম্পর্কে দলের মধ্যে মাঝে মাঝে সমালোচনা পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সমালোচনার তুলাদন্ডে যে ব্যক্তি হালকা প্রতীয়মান হয় তার পক্ষে লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ লজ্জা অন্যদেরকে

www.pathagar.com

নিষ্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এ সমালোচনা যেন এমনভাবে না হয় যার ফলে একক দুর্বল সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি মিশ্রিত সংকল্পের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যে দুর্বলতা জন্ম নেয় তাকে দূর করতে না পারলে কমপক্ষে বাড়তে না দেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক পথ। অজ্ঞতার সাথে প্রয়োজনভিত্তিক জোশ দেখাবার ফলে অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আরো বৃহত্তম অসত্যের দিকে এগিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত হয়।

সংকল্পের দুর্বলতার মিশ্রিত রূপ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের দুর্বলতার উপর মিথ্যা ও প্রতারণার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করে এবং অগ্রসর হতে হতে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। যেটি আছে দলের মধ্যে। এটি নিছক একটি দুর্বলতাই নয় বরং অসৎ চরিত্রের একটি প্রকাশও বটে। সততা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে যে দল দুনিয়ায় সংশোধন করতে চায় তার মধ্যে এ জাতীয় কোনো প্রবনতার বিকাশ ও লালনের সুযোগ না দেয়া উচিত।

এর প্রথম পর্যায়ে মানুষ কাজ না করার জন্যে মিথ্যা ওজর ও ভিত্তিহীন বাহানা পেশ করে। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা ঐ ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর, যার মধ্যে এ নৈতিক দোষ প্রকাশিত হতে দেখা যায় এবং ঐ জামায়াতের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা রূপে প্রতীয়মান হয়, যার সাথে সংযুক্ত হয়ে বহু লোক একটি মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে জান-মাল কোরবানী করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এহেন দলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে এতটুকু নৈতিক সাহস ও সক্রিয় বিবেক থাকতে হবে যার ফলে নিজের প্রেরণার দুর্বলতার কারণে কাজ না করলেও যেন সে নিজের দুর্বলতার দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়। একবার এ দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার চাইতে ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে কোনো ব্যক্তির সারা জীবন এ দুর্বলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা অনেক বেশী ভালো। এভুল প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই তার সমালোচনা হওয়া উচিত এবং কখনো একে উৎসাহিত করা উচিত নয়। নিরিবিলিতে সমালোচনা করার পর যদি সে এ পথ পরিহার না করে তাহলে প্রকাশ্যে দলের মধ্যে তার সমালোচনা করতে হবে এবং যে সব ওজরকে সে যুক্তি হিসেবে পেশ করছে সেগুলোর চেহারা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফলতি দেখানোর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত ত্রুটির বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে দলের মধ্যে সেগুলোর অনুপ্রবেশের দুয়ার উন্মুক্ত করা।

এর দ্বিতীয় পর্যায়ে গাফেল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার জন্যে দলের

www.pathagar.com

লোকদের দুর্বলতা এবং দলের কাজ ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহকে দায়ী করে সেগুলোকেই নিজের বিরূপতার কারণ গণ্য করে। আসলে এটি হচ্ছে বিপদের সিগন্যাল। এ থেকে ঐ ব্যক্তি যে ফিতনা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তাকে ঐ বিরূপতার বিস্তারিত কারণ জিজ্ঞেস করা ভুল। তাকে এ প্রশ্ন করার ফল দাঁড়াবে যে, যে ফিতনার পথের মাথায় সে পৌঁছে গেছে তার ওপর তাকে পরিচালিত করতে সাহায্য করা হবে। এখানে তাকে দোষারোপ করার ব্যাপক অনুমতি দেবার পরিবর্তে তার বন্ধুদের উচিত তাকে খোদার ভয় দেখানো এবং তাকে এই মর্মে লজ্জা দেয়া যে, তার নিজের ত্রুটিপূর্ণ কর্ম ও চরিত্র নিয়ে সে কেমন করে অন্যের সমালোচনা করার সাহস করে। পরিশ্রমকারী, সক্রিয় ও তৎপর ব্যক্তিরা এবং যারা অর্থ ও সময়ের বিপুল কোরবানী করেছে তারা যদি তার কর্মহীনতাকে নিজেদের বিরূপতার কারণ রূপে গণ্য করে তাহলে তা যুক্তিসংগত হবে। কিন্তু যেখানে বিরূপকারীর দোষগুলো সৃষ্টির ব্যাপারে তার নিজের অংশ অন্যের চাইতে বেশী এবং কাজ নষ্ট করার ব্যাপারে তার নিজের কাজ অন্যের জন্যে দৃষ্টান্তে পরিণত হচ্ছে, সেখানে সে কেমন করে বিরূপ হয়? সন্দেহ নেই নিজের সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা অবশ্যি দলকে অবহিত থাকতে হবে এবং দলের কখনো এগুলো জানার ব্যাপারে গড়িমসি করা এবং এগুলো সংশোধনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু দলের যেসব কর্মী দলের কাজের ব্যাপারে সবচাইতে বেশী তৎপর এবং যারা জান প্রাণ দিয়ে কাজ করে এগুলো বিবৃত করা তাদের কাজ। উপরন্তু তারা ঈমানদারীর সাথে সমলোচনাও করতে পারে। যেসব লোক কাজে ফাঁকি দেয়, ঢিলেমি দেখায় ও ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে তারা অগ্রসর হয়ে দলের ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করবে, কোনো নৈতিক আন্দোলনে এহেন নির্লজ্জতাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। এহেন আন্দোলনে তারা কেবল নিজেদের লজ্জা ও ত্রুটি স্বীকার করে যাবে, সমালোচনা ও সংস্কার করার যোগ্যতা তাদের নেই। এ যোগ্যতায় যদি তারা নিজেরাই অধিষ্ঠিত হয় তাহলে এটি মারাত্মক নৈতিক দোষের আলামত রূপে গণ্য হবে। আর যদি দলের মধ্যে তাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দল নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা নীতিগত কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে এই যে, একটি গতিশীল দলের সুস্থ অংগসমূহের অনুভূতি ও অসুস্থ অংগসমূহের অনুভূতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। তার সুস্থ অংগসমূহ হামেশা নিজেদের কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে। একাজকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে

নিজেদের ধন, মন, প্রাণ সবকিছু নিয়োজিত করে। তাদের কার্যবিবরণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং এব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফলতি দেখায়নি। আর অসুস্থ অংগসমূহ কখনো নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে না অথবা কিছুকাল তৎপর থাকার পর নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়। তাদের কার্যবিবরণী তাদের গাফলতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে। এ দু'ধরনের অনুভূতির পার্থক্য সুস্থ চোখ ও অসুস্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। দল কেবলমাত্র নিজের সুস্থ অংগসমূহের অনুভূতির মাধ্যমেই নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। যে অংগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কাজ থেকে দূরে থাকার জন্যে নিজের বিরূপ মনোভাবের কথা প্রকাশ করছে সে কখনো তার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হতে পারে না। তার অনুভূতি শতকরা একশ ভাগ না হলেও আশি–নব্বই ভাগ বিভ্রান্তিকর হবে। যে দল আত্মহত্যা করতে চায় না সে কোনোক্রমেই এধরনের অনুভূতির উপর নিজের ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। ত্রুটি ও দুর্বলতা যা কিছু উপস্থিত করা হবে তা শুনে অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত। অতঃপর তার উপর আমাদের কাজের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত, এ ধরনের কথা হয়তো কোনো নেকীর কাজ হতে পারে, কিন্তু তা কোনো বুদ্ধিমানের নেকী নয়, বোকার নেকী। এ জাতীয় নেক লোকেরা দুনিয়ায় অতীতে কিছুই করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা যত বড় অজ্ঞতা, যে কোনো ব্যক্তির মন্তব্যের ভিত্তিতে নিজের ত্রুটি ও কর্মক্ষমতার আন্দাজ করে নেয়া এবং মন্তব্যকারী পরিস্থিতি সম্পর্কে কতদূর যথার্থ জ্ঞান রাখে এবং সে সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করার যোগ্যতা তার কতটুকু এ বিষয়টি যাচাই না করাও তার চাইতে কম অজ্ঞতা নয়।

এ পর্যায়ে আর একটি কথাও ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত। যদি কোনো দল একটি আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার সামনে কাজের যোগ্যতা ও নৈতিকতার দুটি বিভিন্ন মান থাকে। একটি হচ্ছে অভীষ্ট মান অর্থাৎ যে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হবার জন্যে অনবরত প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কার্যোপযোগী হবার সর্বনিম্ন মান, যার ভিত্তিতে কাজ চালানো যেতে পারে এবং যার থেকে নীচে নেমে যাওয়া অসহনীয়। এ দু'ধরনের মান সম্পর্কে বিভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন লোক বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এক ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক আসল উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করাকে

www.pathagar.com

বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকেও এমনভাবে এর মধ্যে শামিল হতে পারে যার ফলে তার ধন, সময়, শক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষয়িত হয় না। এ মানসিকতা অনেক সময় চিন্তার বিলাসিতা ও পলায়নী প্রচেষ্টার জন্যে প্রবঞ্চনামূলক ওজর হিসেবে নৈতিকতার আকাশে বিচরণ করে এবং অভীষ্ট মানের চাইতে কমের ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যা কিছু সে এর চাইতে কম দেখে তারই উপর নিজের বিপুল অস্থিরতা ও বিরূপতা প্রকাশ করে। কিন্তু কাজে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে নয় বরং সচেতন বা অবচেতন যে কোনো ভাবেই হোক কাজ থেকে পলায়ন করার জন্যেই এ অস্থিরতা ও বিরূপতার প্রকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যদিও উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করাকে অত্যাধিক বরং পূর্ণ গুরুত্ব দেয় কিন্তু ভাববাদীতার শিকার হবার কারণে অভীষ্ট মান ও কার্যোপযোগী হবার সর্মনিম্ন মানের মধ্যকার যথাযথ পার্থক্য অনুধাবন করে না। এ ব্যক্তি নিজেই বারবার দোটানায় পড়ে যায়। উপরন্তু প্রথম ধরনের মানসিকতার ছোঁয়াচও সহজেই লেগে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজেকে পেরেশান করে এবং যারা কাজ করে তাদের জন্যেও যথেষ্ট পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যথার্থই উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করে। তারা নিজেদের উপর এ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এ অনুভূতি রাখে। তাদের এ অবস্থা ও দায়িত্ববোধের কারণে তারা বাধ্য হয়ে সব সময় দু' ধরনের মানের মধ্যে যথাযথ পার্থক্য বজায় রেখে কাজ করে এবং কোনো যুক্তিসংগত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রগতি যেন প্রভাবিত হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখে। তারা কখনো অভীষ্ট বিস্মৃত হয় না। সে পর্যন্ত পৌঁছবার চিন্তা থেকে এক মুহূর্তও গাফেল হয় না। তাথেকে নিম্নমানের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে গভীর উৎকন্ঠা প্রকাশ করে। কিন্তু কর্মোপযোগী সর্বনিম্ন মানের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং এ মান থেকেও লোকদের নীচে নেমে যাবার কারণে নিজেদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করার বদলে তাদেরকে সরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করাকে অধিক বেহ্‌তর মনে করে। তাদের জন্যে নিজেদের শক্তির যথাযথ জরীপ ও সে অনুযায়ী কার্যবিস্তার করা ও তার গতিবেগের মধ্যে কমবেশী করা অবশ্যি অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ভুল করলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ জরীফ করার জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতার মাধ্যমে পথ নির্দেশ লাভ করবে সে মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ দেবে। একমাত্র এই তৃতীয় ধরনের মনসিকতাই তার সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে এবং এ মানসিকতাই গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com